গণনাপুস্তক

প্রথম লোকগণনা

১মিশর দেশ থেকে জনগণ বেরিয়ে আসবার পর দ্বিতীয় বছরের দ্বিতীয় মাসের প্রথম দিনে, প্রভু
সিনাই মরুপ্রান্তরে সাক্ষাৎ-তাঁবুতে মোশীকে বললেন : ২ ‘তোমরা প্রত্যেক পুরুষেরই মাথা অনুসারে
তাদের নাম গুনে লোকদের গোত্র ও পিতৃকুল অনুসারে ইস্রায়েল সন্তানদের গোটা জনমণ্ডলীর
লোকগণনা কর। ৩ ইস্রায়েলে কুড়ি বছর ও তার বেশি বয়সের যত পুরুষ সৈন্যদলে যোগ দেবার
যোগ্য, তাদের সৈন্যশ্রেণী অনুসারে তুমি ও আরোন তাদের লোকগণনা কর। ৪ প্রত্যেক গোষ্ঠী
থেকে এক একজন, নিজ নিজ পিতৃকুলেরই প্রধান ব্যক্তি, তোমাদের সহকারী হবে। ৫ যারা
তোমাদের সহকারী হবে, সেই লোকদের নাম এই। রূবেনের পক্ষে : শেদেউরের সন্তান এলিসুর ;
৬ শিমেয়োনের পক্ষে : সুরিসাদ্দাইয়ের সন্তান শেলুমিয়েল ; ৭ যুদার পক্ষে : আম্মিনাদাবের সন্তান
নাহ্‌সোন ; ৮ ইসাখারের পক্ষে : সুয়ারের সন্তান নেথানেয়েল ; ৯ জাবুলোনের পক্ষে : হেলোনের
সন্তান এলিয়াব ; ১০ যোসেফের সন্তানদের মধ্যে এফ্রাইমের পক্ষে : আম্মিহুদের সন্তান এলিসামা ;
মানাসের পক্ষে : পেদাহ্‌সুরের সন্তান গামালিয়েল ; ১১ বেঞ্জামিনের পক্ষে : গিদিয়োনির সন্তান
আবিদান ; ১২ দানের পক্ষে : আম্মিসাদ্দাইয়ের সন্তান আহিয়েজের ; ১৩ আসেরের পক্ষে : অক্রানের
সন্তান পাগিয়েল ; ১৪ গাদের পক্ষে : রেউয়েলের সন্তান এলিয়াসাফ ; ১৫ নেফ্‌তালির পক্ষে :
এনানের সন্তান আহিরা।’ ১৬ এঁরা জনমণ্ডলীর প্রতিনিধি, যে যার পিতৃগোষ্ঠীর নেতা ; এঁরা
ইস্রায়েলের সহস্রপতি ছিলেন। ১৭ যাদের নাম দেওয়া হয়েছিল, মোশী ও আরোন সেই লোকদের
সঙ্গে নিলেন, ১৮ এবং দ্বিতীয় মাসের প্রথম দিনে গোটা জনমণ্ডলীকে একত্রে সমবেত করে মাথার
সংখ্যা অনুসারে কুড়ি বছর ও তার বেশি বয়সের লোকদের নাম-সংখ্যা অনুসারে তাদের গোত্র ও
পিতৃকুল অনুসারে তাদের বংশতালিকা লিপিবদ্ধ করলেন। ১৯ প্রভু যেমন আজ্ঞা দিয়েছিলেন,
মোশী সেইমত সিনাই মরুপ্রান্তরে তাদের লোকগণনা করলেন।

২০ ইস্রায়েলের জ্যেষ্ঠ পুত্র রূবেনের বংশধরদের পক্ষে : কুড়ি বছর ও তার বেশি বয়সের যে
সকল পুরুষ সৈন্যদলে যোগ দেবার যোগ্য, তারা গোত্র ও পিতৃকুল অনুসারে এবং মাথা ও
নাম-সংখ্যা অনুসারে তালিকাভুক্ত হল। ২১ রূবেন গোষ্ঠীর গণিত লোক ছেচল্লিশ হাজার পাঁচশ’।

২২ সিমেয়োনের বংশধরদের পক্ষে : কুড়ি বছর ও তার বেশি বয়সের যে সকল পুরুষ সৈন্যদলে
যোগ দেবার যোগ্য, তারা গোত্র ও পিতৃকুল অনুসারে এবং মাথা ও নাম-সংখ্যা অনুসারে
তালিকাভুক্ত হল। ২৩ সিমেয়োন গোষ্ঠীর গণিত লোক উনষাট হাজার তিনশ’।

২৪ গাদের বংশধরদের পক্ষে : কুড়ি বছর ও তার বেশি বয়সের যে সকল পুরুষ সৈন্যদলে যোগ
দেবার যোগ্য, তারা গোত্র ও পিতৃকুল অনুসারে এবং মাথা ও নাম-সংখ্যা অনুসারে তালিকাভুক্ত
হল। ২৫ গাদ গোষ্ঠীর গণিত লোক পঁয়তাল্লিশ হাজার ছ’শো পঞ্চাশ।

২৬ যুদার বংশধরদের পক্ষে : কুড়ি বছর ও তার বেশি বয়সের যে সকল পুরুষ সৈন্যদলে যোগ
দেবার যোগ্য, তারা গোত্র ও পিতৃকুল অনুসারে এবং মাথা ও নাম-সংখ্যা অনুসারে তালিকাভুক্ত
হল। ২৭ যুদা গোষ্ঠীর গণিত লোক চুয়াত্তর হাজার ছ’শো।

২৮ ইসাখারের বংশধরদের পক্ষে: কুড়ি বছর ও তার বেশি বয়সের যে সকল পুরুষ সৈন্যদলে
যোগ দেবার যোগ্য, তারা গোত্র ও পিতৃকুল অনুসারে এবং মাথা ও নাম-সংখ্যা অনুসারে
তালিকাভুক্ত হল। ২৯ ইসাখার গোষ্ঠীর গণিত লোক চুয়ান্ন হাজার চারশ'।
৩০ জাবুলোনের বংশধরদের পক্ষে: কুড়ি বছর ও তার বেশি বয়সের যে সকল পুরুষ সৈন্যদলে
যোগ দেবার যোগ্য, তারা গোত্র ও পিতৃকুল অনুসারে এবং মাথা ও নাম-সংখ্যা অনুসারে
তালিকাভুক্ত হল। ৩১ জাবুলোন গোষ্ঠীর গণিত লোক সাতান্ন হাজার চারশ'।
৩২ যোসেফের সন্তানদের মধ্যে এফ্রাইমের বংশধরদের পক্ষে: কুড়ি বছর ও তার বেশি বয়সের
যে সকল পুরুষ সৈন্যদলে যোগ দেবার যোগ্য, তারা গোত্র ও পিতৃকুল অনুসারে এবং মাথা ও
নাম-সংখ্যা অনুসারে তালিকাভুক্ত হল। ৩৩ এফ্রাইম গোষ্ঠীর গণিত লোক চল্লিশ হাজার পাঁচশ'।
৩৪ মানাসের বংশধরদের পক্ষে: কুড়ি বছর ও তার বেশি বয়সের যে সকল পুরুষ সৈন্যদলে
যোগ দেবার যোগ্য, তারা গোত্র ও পিতৃকুল অনুসারে এবং মাথা ও নাম-সংখ্যা অনুসারে
তালিকাভুক্ত হল। ৩৫ মানাসে গোষ্ঠীর গণিত লোক বত্রিশ হাজার দু'শো।
৩৬ বেঞ্জামিনের বংশধরদের পক্ষে: কুড়ি বছর ও তার বেশি বয়সের যে সকল পুরুষ সৈন্যদলে
যোগ দেবার যোগ্য, তারা গোত্র ও পিতৃকুল অনুসারে এবং মাথা ও নাম-সংখ্যা অনুসারে
তালিকাভুক্ত হল। ৩৭ বেঞ্জামিন গোষ্ঠীর গণিত লোক পঁয়ত্রিশ হাজার চারশ'।
৩৮ দানের বংশধরদের পক্ষে: কুড়ি বছর ও তার বেশি বয়সের যে সকল পুরুষ সৈন্যদলে যোগ
দেবার যোগ্য, তারা গোত্র ও পিতৃকুল অনুসারে এবং মাথা ও নাম-সংখ্যা অনুসারে তালিকাভুক্ত
হল। ৩৯ দান গোষ্ঠীর গণিত লোক বাষট্টি হাজার সাতশ'।
৪০ আসেরের বংশধরদের পক্ষে: কুড়ি বছর ও তার বেশি বয়সের যে সকল পুরুষ সৈন্যদলে
যোগ দেবার যোগ্য, তারা গোত্র ও পিতৃকুল অনুসারে এবং মাথা ও নাম-সংখ্যা অনুসারে
তালিকাভুক্ত হল। ৪১ আসের গোষ্ঠীর গণিত লোক একচল্লিশ হাজার পাঁচশ'।
৪২ নেফ্‌তালির বংশধরদের পক্ষে: কুড়ি বছর ও তার বেশি বয়সের যে সকল পুরুষ সৈন্যদলে
যোগ দেবার যোগ্য, তারা গোত্র ও পিতৃকুল অনুসারে এবং মাথা ও নাম-সংখ্যা অনুসারে
তালিকাভুক্ত হল। ৪৩ নেফ্‌তালি গোষ্ঠীর গণিত লোক তিপ্পান্ন হাজার চারশ'।

শিবির বিন্যাস

৪৪ মোশী ও আরোন, এবং ইস্রায়েলের বারোজন নেতা—নিজ নিজ পিতৃকুলের এক একজন
নেতা—এই সকল লোকদের গণনা করলেন। ৪৫ নিজ নিজ পিতৃকুল অনুসারে কুড়ি বছর ও তার
বেশি বয়সের ইস্রায়েল সন্তানদের, অর্থাৎ ইস্রায়েলে যারা সৈন্যদলে যোগ দেবার যোগ্য, ৪৬ সেই
সমস্ত পুরুষদেরই গণনা করা হলে, তালিকাভুক্ত লোকদের সংখ্যা দাঁড়াল ছ'লক্ষ তিন হাজার
পাঁচশ' পঞ্চাশজন।
৪৭ কিন্তু লেবীয়েরা তাদের পিতৃকুল অনুসারে অন্যান্যদের সঙ্গে তালিকাভুক্ত হল না। ৪৮ প্রভু
মোশীকে বলেছিলেন, ৪৯ 'তুমি লেবি গোষ্ঠীর লোকগণনা করবে না, ও তাদের সংখ্যা ইস্রায়েল
সন্তানদের সংখ্যায় যোগ দেবে না; ৫০ বরং তুমি নিজে সাক্ষ্যের আবাস, তার সমস্ত দ্রব্য ও তা
সংক্রান্ত সবকিছুর তত্ত্বাবধানে লেবীয়দের নিযুক্ত কর: তারা আবাসটি ও তার সমস্ত দ্রব্য বইবে,
তার তত্ত্বাবধান করবে ও আবাসের চারদিকে শিবির বসাবে। ৫১ যতবার আবাস তুলে নিতে হবে,
লেবীয়েরাই তা খুলে দেবে; আবার যতবার আবাস বসাতে হবে, লেবীয়েরাই তা বসাবে; অন্য

গোষ্ঠীর মানুষ তার কাছে গেলে তার প্রাণদণ্ড হবে।
৫২ ইস্রায়েল সন্তানেরা যে যার সৈন্যশ্রেণী অনুসারে যে যার শিবিরে নিজ নিজ নিশানের কাছে
তাঁবু গাড়বে। ৫৩ কিন্তু লেবীয়েরা সাক্ষ্যের আবাসের চারদিকে তাদের তাঁবু গাড়বে; তাতে
ইস্রায়েল সন্তানদের জনমণ্ডলীর উপরে আমার ক্রোধ জ্বলবে না। লেবীয়েরাই সাক্ষ্যের আবাসের
তত্ত্বাবধান করবে।'
৫৪ প্রভু মোশীকে যা কিছু আজ্ঞা করেছিলেন, ইস্রায়েল সন্তানেরা ঠিক সেইমত করল; তারা সেই
অনুসারে কাজ করল।
২প্রভু মোশী ও আরোনকে আরও বললেন, ২ 'ইস্রায়েল সন্তানেরা তাদের পিতৃকুলের প্রতীকের
সঙ্গে নিজ নিজ নিশানের নিচে শিবির বসাবে; তারা সাক্ষাৎ-তাঁবু থেকে কিছু দূরে, তার
চারপাশেই, শিবির বসাবে।
৩ পুব পাশে পুবদিকে নিজ সৈন্যশ্রেণী অনুসারে যুদার শিবিরের নিশান শিবির বসাবে: ৪
যুদা-সন্তানদের নেতা আম্মিনাদাবের সন্তান নাহ্সোন; তার সৈন্যদল চুয়াত্তর হাজার ছ'শো
তালিকাভুক্ত লোক। ৫ তার পাশে শিবির বসাবে ইসাখার গোষ্ঠী: ইসাখার-সন্তানদের নেতা
সুয়ারের সন্তান নেথানেয়েল; ৬ তার সৈন্যদল চুয়ান্ন হাজার চারশ' তালিকাভুক্ত লোক। ৭ তারপর
জাবুলোন গোষ্ঠী: জাবুলোন-সন্তানদের নেতা হেলোনের সন্তান এলিয়াব; ৮ তার সৈন্যদল সাতান্ন
হাজার চারশ' তালিকাভুক্ত লোক। ৯ যুদার শিবিরের তালিকাভুক্ত লোকেরা নিজ নিজ সৈন্যশ্রেণী
অনুসারে সবসমেত এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার চারশ' লোক। তারা প্রথম দল হয়ে যাত্রাপথে রওনা
হবে।
১০ দক্ষিণ পাশে নিজ সৈন্যশ্রেণী অনুসারে রূবেনের শিবিরের নিশান থাকবে: রূবেন-সন্তানদের
নেতা শেদেউরের সন্তান এলিসুর, ১১ তার সৈন্যদল ছেচল্লিশ হাজার পাঁচশ' তালিকাভুক্ত লোক। ১২
তার পাশে শিবির বসাবে সিমেয়োন গোষ্ঠী: সিমেয়োন-সন্তানদের নেতা সুরিসাদ্দাইয়ের সন্তান
শেলুমিয়েল, ১৩ তার সৈন্যদল ঊনষাট হাজার তিনশ' তালিকাভুক্ত লোক। ১৪ তারপর গাদ গোষ্ঠী:
গাদ-সন্তানদের নেতা রেউয়েলের সন্তান এলিয়াসাফ, ১৫ তার সৈন্যদল পঁয়তাল্লিশ হাজার ছ'শো
পঞ্চাশজন তালিকাভুক্ত লোক। ১৬ রূবেনের শিবিরের তালিকাভুক্ত লোকেরা নিজ নিজ সৈন্যশ্রেণী
অনুসারে সবসমেত এক লক্ষ একান্ন হাজার চারশ' পঞ্চাশজন লোক। তারা দ্বিতীয় দল হয়ে
যাত্রাপথে রওনা হবে।
১৭ তারপর সাক্ষাৎ-তাঁবু লেবীয়দের শিবিরের সঙ্গে সমস্ত শিবিরের মাঝখান হয়ে যাত্রাপথে
রওনা হবে; তারা যে অনুক্রম অনুসারে শিবিরে নিজ নিজ তাঁবু খাটিয়েছিল, সেই অনুসারে যে
যার শ্রেণীতে যে যার নিশানের পাশে পাশে থেকে চলবে।
১৮ পশ্চিম পাশে নিজ সৈন্যশ্রেণী অনুসারে এফ্রাইমের শিবিরের নিশান থাকবে:
এফ্রাইম-সন্তানদের নেতা আম্মিহুদের সন্তান এলিসামা, ১৯ তার সৈন্যদল চল্লিশ হাজার পাঁচশ'
তালিকাভুক্ত লোক। ২০ তাদের পাশে মানাসে গোষ্ঠী থাকবে: মানাসে-সন্তানদের নেতা
পেদাহ্সুরের সন্তান গামালিয়েল, ২১ তার সৈন্যদল বত্রিশ হাজার দু'শো তালিকাভুক্ত লোক। ২২
তারপর বেঞ্জামিন গোষ্ঠী: বেঞ্জামিন-সন্তানদের নেতা গিদিয়োনির সন্তান আবিদান, ২৩ তার
সৈন্যদল পঁয়ত্রিশ হাজার চারশ' তালিকাভুক্ত লোক। ২৪ এফ্রাইমের শিবিরের তালিকাভুক্ত লোকেরা
নিজ নিজ সৈন্যশ্রেণী অনুসারে সবসমেত এক লক্ষ আট হাজার একশ' লোক। তারা তৃতীয় দল

হয়ে যাত্রাপথে রওনা হবে।
২৫ উত্তর পাশে নিজ সৈন্যশ্রেণী অনুসারে দানের শিবিরের নিশান থাকবে: দান-সন্তানদের নেতা
আম্মিসাদ্দাইয়ের সন্তান আহিয়েজের, ২৬ তার সৈন্যদল বাষট্টি হাজার সাতশ' তালিকাভুক্ত লোক।
২৭ তাদের পাশে আসের গোষ্ঠী থাকবে: আসের-সন্তানদের নেতা অক্রানের সন্তান পাগিয়েল, ২৮
তার সৈন্যদল একচল্লিশ হাজার পাঁচশ' তালিকাভুক্ত লোক। ২৯ তারপর নেফ্‌তালি গোষ্ঠী:
নেফ্‌তালি-সন্তানদের নেতা এনানের সন্তান আহিরা, ৩০ তার সৈন্যদল তিপ্পান্ন হাজার চারশ'
তালিকাভুক্ত লোক। ৩১ দানের শিবিরের তালিকাভুক্ত লোকেরা নিজ নিজ সৈন্যশ্রেণী অনুসারে
সবসমেত এক লক্ষ সাতান্ন হাজার ছ'শো লোক। তারা নিজ নিজ নিশান নিয়ে সকলের শেষে
যাত্রাপথে রওনা হবে।'
৩২ এরা ইস্রায়েল সন্তানদের পিতৃকুল অনুসারে তালিকাভুক্ত লোক; সৈন্যদল অনুসারে শিবিরের
গণিত লোক সবসমেত ছ'লক্ষ তিন হাজার সাড়ে পাঁচশ'। ৩৩ কিন্তু লেবীয়েরা ইস্রায়েল সন্তানদের
মধ্যে তালিকাভুক্ত হল না, যেমন প্রভু মোশীকে আজ্ঞা দিয়েছিলেন। ৩৪ প্রভু মোশীকে যে সমস্ত
আজ্ঞা দিয়েছিলেন, ইস্রায়েল সন্তানেরা সেইমত কাজ করল; তাই তারা নিজ নিজ গোত্র ও
পিতৃকুল অনুসারে নিজ নিজ নিশানের কাছে শিবির বসাত ও যাত্রাপথে রওনা হত।

লেবীয়দের জন্য বিধিবিধান

৩সিনাই পর্বতে যেদিন প্রভু মোশীর সঙ্গে কথা বললেন, সেদিন আরোনের ও মোশীর বংশতালিকা
এ।
২ আরোনের সন্তানদের নাম এ: জ্যেষ্ঠ পুত্র নাদাব, পরে আবিহু, এলেয়াজার ও ইথামার। ৩ এ
হল আরোনের সেই সন্তানদের নাম যাঁরা যাজক বলে অভিষিক্ত ও যাজকত্ব অনুশীলনে নিযুক্ত। ৪
নাদাব ও আবিহু সিনাই মরুপ্রান্তরে প্রভুর উদ্দেশে অনুমোদিত নয় এমন আগুন নিবেদন করায়
প্রভুর সামনে মারা পড়েছিলেন। তাঁদের কোন পুত্রসন্তান ছিল না; আর এলেয়াজার ও ইথামার
তাঁদের পিতা আরোনের জীবনকালে যাজকত্ব অনুশীলন করলেন।
৫ প্রভু মোশীকে বললেন, ৬ 'তুমি লেবি গোষ্ঠী জড় করে আরোন যাজকের সামনে উপস্থিত কর,
যেন তারা তার সেবায় থাকে। ৭ তারা আবাসের সেবাকর্ম পালন ক'রে সাক্ষাৎ-তাঁবুর সামনে
আরোনকে ও গোটা জনমণ্ডলীকে দেওয়া দায়িত্ব রক্ষা করে যাবে। ৮ আবাসের সেবাকর্ম পালন
ক'রে তারা সাক্ষাৎ-তাঁবুর সমস্ত দ্রব্য ও ইস্রায়েল সন্তানদের দেওয়া দায়িত্ব রক্ষা করে যাবে। ৯
তুমি লেবীয়দের সম্পূর্ণ নিবেদিত ব্যক্তি হিসাবে আরোনের ও তার সন্তানদের হাতে দেবে;
ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্য থেকে তারাই তার হাতে নিবেদিত। ১০ তুমি আরোন ও তার সন্তানদের
যজনকর্ম পালনের জন্য নিযুক্ত করবে। অন্য গোষ্ঠীর যে কেউ কাছে আসবে, তার প্রাণদণ্ড হবে।'
১১ প্রভু মোশীকে বললেন, ১২ 'দেখ, ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে মাতৃগর্ভের সমস্ত প্রথমফলের
বিনিময়ে আমি নিজেই ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্য থেকে লেবীয়দের বেছে নিয়েছি; তাই তারা
আমারই, ১৩ কারণ প্রথমজাত সকলে আমার। যেদিন আমি মিশর দেশে সমস্ত প্রথমজাতককে
আঘাত করলাম, সেদিন মানুষ থেকে পশু পর্যন্ত ইস্রায়েলের সমস্ত প্রথমজাতককে আমারই
উদ্দেশে স্বতন্ত্র করে রেখেছি; তারা আমারই হবে। আমি প্রভু!'
১৪ সিনাই মরুপ্রান্তরে প্রভু মোশীকে বললেন, ১৫ 'তুমি লেবির সন্তানদের তাদের পিতৃকুল ও
গোত্র অনুসারে লোকগণনা কর; এক মাস ও তার বেশি বয়সের সমস্ত পুরুষকেই গণনা করবে।'

১৬ মোশী প্রভুর কথামত তাদের লোকগণনা করলেন, যেভাবে প্রভু আজ্ঞা করেছিলেন। ১৭ লেবির
সন্তানদের নাম এ: গের্শোন, কেহাৎ ও মেরারি। ১৮ নিজ নিজ গোত্র অনুসারে গের্শোনের
সন্তানদের নাম এ: লিব্‌নি ও শিমেই। ১৯ নিজ নিজ গোত্র অনুসারে কেহাতের সন্তানেরা: আম্রাম,
ইস্‌হার, হেব্রোন ও উজ্জিয়েল। ২০ নিজ নিজ গোত্র অনুসারে মেরারির সন্তানেরা: মাহ্‌লি ও মুশি।
নিজ নিজ পিতৃকুল অনুসারে এরাই লেবীয়দের গোত্র।

২১ গের্শোন থেকে লিব্‌নি-গোত্রের ও শিমেই-গোত্রের উদ্ভব হয়; এরা গের্শোনীয়দের গোত্র। ২২
এক মাস ও তার বেশি বয়সের সমস্ত পুরুষকে গণনা করলে এদের তালিকাভুক্ত লোক-সংখ্যা হল
সাত হাজার পাঁচশ'জন। ২৩ গের্শোনীয়দের গোত্রগুলোর শিবির ছিল পশ্চিমদিকে আবাসের
পশ্চাদ্ভাগে। ২৪ লায়েলের সন্তান এলিয়াসাফ ছিলেন গের্শোনীয়দের পিতৃকুল-নেতা। ২৫
সাক্ষাৎ-তাঁবুর ব্যাপারে গের্শোনের এই সকল সন্তানদের দায়িত্ব ছিল আবাস, তাঁবু, তাঁবুর
আচ্ছাদন-বস্ত্র, সাক্ষাৎ-তাঁবু-দ্বারের পরদা, ২৬ প্রাঙ্গণের জন্য কাপড়গুলো, আবাসের ও বেদির
চারদিকের প্রাঙ্গণ-দ্বারের পরদা ও সমস্ত কাজের প্রয়োজনীয় দড়ি রক্ষা করা।

২৭ কেহাৎ থেকে আম্রামীয় গোত্রের, ইস্‌হারীয় গোত্রের, হেব্রোনীয় গোত্রের ও উজ্জিয়েলীয়
গোত্রের উদ্ভব হয়; এরা কেহাতীয়দের গোত্র। ২৮ এক মাস ও তার বেশি বয়সের সমস্ত পুরুষকে
গণনা করলে এদের সংখ্যা ছিল আট হাজার ছ'শোজন; এদের দায়িত্ব ছিল পবিত্রধাম রক্ষা করা।
২৯ কেহাতের সন্তানদের গোত্রগুলোর শিবির ছিল দক্ষিণদিকে আবাসের পাশে। ৩০ উজ্জিয়েলের
সন্তান এলিসাফান ছিলেন কেহাতীয় গোত্রগুলোর পিতৃকুল-নেতা। ৩১ তাদের দায়িত্ব ছিল মঞ্জুষা,
মেজ, দীপাধার, দুই বেদি, পবিত্রধামের উপাসনার জন্য সমস্ত পাত্র, সেই নানা কাপড়গুলো ও তা
সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় জিনিস রক্ষা করা। ৩২ আরোন যাজকের সন্তান এলেয়াজার ছিলেন লেবীয়
নেতাদের নেতা; পবিত্রধাম রক্ষা করা যাদের দায়িত্ব ছিল, তিনি সেই সকলের উপরে নিযুক্ত
ছিলেন।

৩৩ মেরারি থেকে মাহ্‌লীয়দের গোত্রের ও মুশীয়দের গোত্রের উদ্ভব হয়; এরা মেরারীয়দের
গোত্র। ৩৪ এক মাস ও তার বেশি বয়সের সমস্ত পুরুষকে গণনা করলে এদের তালিকাভুক্ত
লোক-সংখ্যা হল ছ'হাজার দু'শোজন। ৩৫ আবিহাইলের সন্তান সুরিয়েল ছিলেন মেরারীয়
গোত্রগুলোর পিতৃকুল-নেতা। তাদের শিবির ছিল আবাসের উত্তরদিকে। ৩৬ মেরারির সন্তানেরা যে
দায়িত্বে নিযুক্ত হল, তা ছিল আবাসের বাতা, আঁকড়া, স্তম্ভ, চুঙি ও তার সমস্ত দ্রব্য, এবং তা
সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিস; ৩৭ প্রাঙ্গণের চারদিকের স্তম্ভগুলো ও তাদের চুঙি, গোঁজ ও দড়ি
রক্ষা করা। ৩৮ মোশীর, আরোনের ও তাঁর সন্তানদের শিবির ছিল সাক্ষাৎ-তাঁবুর সামনে, পুব
পাশে, পুবদিকে; তাঁদের দায়িত্ব ছিল ইস্রায়েল সন্তানদের হয়ে পবিত্রধাম রক্ষা করা; অন্য গোষ্ঠীর
যে কোন মানুষ তার কাছে এলে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হত।

৩৯ প্রভুর আজ্ঞাক্রমে মোশী ও আরোন যে লেবীয়দের নিজ নিজ গোত্র অনুসারে লোকগণনা
করেছিলেন, এক মাস ও তার বেশি বয়সের সেই সকল পুরুষ সবসমেত বাইশ হাজার ছিল।

৪০ প্রভু মোশীকে বললেন, 'ইস্রায়েলের মধ্যে এক মাস ও তার বেশি বয়সের প্রথমজাত সমস্ত
পুরুষের লোকগণনা কর ও তাদের নামের সংখ্যা অনুসারে একটা তালিকা কর। ৪১ আমি প্রভু!
আমারই স্বত্বাধিকার বলে তুমি ইস্রায়েল সন্তানদের সমস্ত প্রথমজাতকদের পরিবর্তে লেবীয়দের
নেবে, একই প্রকারে ইস্রায়েল সন্তানদের সমস্ত প্রথমজাত পশুদের পরিবর্তেও লেবীয়দের পশুধন

নেবে।’ ৪২ মোশী প্রভুর আজ্ঞামত ইস্রায়েল সন্তানদের সমস্ত প্রথমজাতককে গণনা করলেন; ৪৩
তাদের এক মাস ও তার বেশি বয়সের সমস্ত প্রথমজাত পুরুষ নাম-সংখ্যা অনুসারে বাইশ হাজার
দু’শো তিয়াত্তরজন তালিকাভুক্ত হল।
৪৪ প্রভু মোশীকে বললেন, ৪৫ ‘তুমি ইস্রায়েল সন্তানদের সমস্ত প্রথমজাতকদের পরিবর্তে
লেবীয়দের নাও, ও তাদের পশুধনের পরিবর্তে লেবীয়দের পশুধন নাও: লেবীয়েরা আমারই
হবে। আমি প্রভু! ৪৬ ইস্রায়েল সন্তানদের প্রথমজাতকদের মধ্যে লেবীয়দের সংখ্যার চেয়ে
অতিরিক্ত যে দু’শো তিয়াত্তরজন মুক্তিমূল্যের যোগ্য মানুষ, ৪৭ তাদের এক একজনের জন্য
পবিত্রধামের শেকেল অনুসারে পাঁচ পাঁচ শেকেল নেবে: কুড়ি গেরাতে এক শেকেল হয়। ৪৮
তাদের সংখ্যার চেয়ে অতিরিক্ত সেই মানুষদের মুক্তিমূল্য তুমি আরোনকে ও তার সন্তানদের
দেবে।’ ৪৯ তাই লেবীয়দের দ্বারা মুক্ত লোক ছাড়া যারা বাকি থাকল, মোশী তাদের মুক্তির মূল্য
নিলেন। ৫০ তিনি ইস্রায়েল সন্তানদের প্রথমজাত মানুষদের কাছ থেকে পবিত্রধামের শেকেল
অনুসারে এক হাজার তিনশ’ পঁয়ষট্টি শেকেল রুপো নিলেন। ৫১ প্রভুর কথামত মোশী সেই মুক্ত
মানুষদের রুপো নিয়ে আরোনকে ও তাঁর সন্তানদের দিলেন, যেমন প্রভু মোশীকে আজ্ঞা
করেছিলেন।

লেবীয়দের বিবিধ কর্তব্য কাজ

৪প্রভু মোশী ও আরোনকে আরও বললেন, ২ ‘তোমরা লেবির সন্তানদের মধ্যে নিজ নিজ গোত্র ও
পিতৃকুল অনুসারে কেহাতের সন্তানদের লোকগণনা কর; ৩ ত্রিশ বছর বয়স থেকে পঞ্চাশ বছর
বয়স পর্যন্ত যারা সাক্ষাৎ-তাঁবুতে সেবাকাজের জন্য তালিকাভুক্ত, তাদের গণনা কর। ৪
সাক্ষাৎ-তাঁবুতে কেহাতের সন্তানদের সেবাকাজ, পরমপবিত্র বস্তু-সংক্রান্ত তাদের সেবাকাজ এই:
৫ যখন যাত্রার জন্য শিবির তুলতে হবে, তখন আরোন ও তার সন্তানেরা ভিতরে যাবে, এবং
আড়াল-পরদা নামিয়ে তা দিয়ে সাক্ষ্য-মঞ্জুষা ঢাকবে, ৬ তার উপরে সিন্ধুঘোটক-চামড়ার একটা
চাঁদোয়া দেবে, ও তার উপরে সম্পূর্ণই বেগুনি রঙের একটা কাপড় পাতবে, পরে তার বহনদণ্ড
ঠিক জায়গায় দেবে। ৭ ভোগ-রুটির মেজের উপরে একটা বেগুনি কাপড় পাতবে, ও তার উপরে
থালা, বাটি, কলস ও ঢালবার জন্য সেকপাত্রগুলো রাখবে, তার উপরে নিত্য-ভোগ-রুটিও
থাকবে; ৮ সেইসব কিছুর উপরে তারা একটা লাল কাপড় পাতবে ও সিন্ধুঘোটক-চামড়ার একটা
চাঁদোয়া দিয়ে তা ঢাকবে, পরে তার বহনদণ্ড ঠিক জায়গায় দেবে। ৯ একটা বেগুনি কাপড় নিয়ে
তারা দীপাধার ও তার প্রদীপগুলো, চিমটে, ছাইধানী ও তার সেবাকাজের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত
তেলের পাত্র ঢেকে দেবে; ১০ তা ও তা সংক্রান্ত সমস্ত পাত্র সিন্ধুঘোটক-চামড়ার একটা চাঁদোয়ায়
রেখে দণ্ডের উপরে রাখবে। ১১ তারা সোনার বেদির উপরে একটা বেগুনি কাপড় পেতে তার
উপরে সিন্ধুঘোটক-চামড়ার একটা চাঁদোয়া দেবে ও তার বহনদণ্ড ঠিক জায়গায় দেবে। ১২ পরে
তারা পবিত্রধামের সেবাকাজের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত পাত্র নিয়ে তা একটা বেগুনি কাপড়ের
মধ্যে রাখবে, ও সিন্ধুঘোটক-চামড়া দিয়ে তা ঢেকে দণ্ডের উপরে রাখবে। ১৩ বেদি থেকে ছাই
ফেলে তার উপরে একটা বেগুনি রঙের কাপড় পাতবে; ১৪ তার উপরে তার সেবাকাজের জন্য
প্রয়োজনীয় সমস্ত পাত্র, অঙ্গারধানী, ত্রিশূল, হাতা, বাটি, বেদির সমস্ত পাত্র রাখবে, ও তার উপরে
সিন্ধুঘোটক-চামড়ার একটা চাঁদোয়া পাতবে, পরে বহনদণ্ড ঠিক জায়গায় দেবে। ১৫ এইভাবে
শিবির তোলার সময়ে আরোন ও তার সন্তানেরা পবিত্র বস্তুগুলো ও সেগুলোর সমস্ত পাত্র ঢাকবার

ব্যাপার সমাধা করার পর কেহাতের সন্তানেরা তা বইতে আসবে; কিন্তু তারা পবিত্র বস্তুগুলো
স্পর্শ করবে না, পাছে তাদের মৃত্যু হয়। এইসব কিছু করার ভার সাক্ষাৎ-তাঁবুতে কেহাতের
সন্তানদেরই। ১৬ আরোনের সন্তান এলেয়াজার যাজকের দায়িত্ব হবে আলো দেবার জন্য তেল ও
ধূপ জ্বালাবার জন্য গন্ধদ্রব্যের, নিত্য শস্য-নৈবেদ্য ও অভিষেকের জন্য তেলের, সমস্ত আবাস ও
যা কিছু তার মধ্যে আছে, পবিত্র বস্তুগুলো ও সেগুলোর সমস্ত পাত্র তত্ত্বাবধান করা।'
১৭ প্রভু মোশী ও আরোনকে বললেন, ১৮ 'সাবধান, যেন কেহাতীয় গোত্রগুলোর বংশ লেবীয়দের
মধ্য থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়; ১৯ কিন্তু যখন তারা পরমপবিত্র বস্তুর দিকে এগিয়ে যায়, তখন তারা
যেন বেঁচে থাকে, মারা না পড়ে, এই লক্ষ্যে তোমরা তাদের প্রতি এরূপ কর: আরোন ও তার
সন্তানেরা ভিতরে গিয়ে ওদের প্রত্যেকজনকে যে যার সেবাকাজে ও ভার-বহনে নিযুক্ত করবে। ২০
ওরা নিজেরা কিন্তু এক নিমেষের জন্যও যেন পবিত্র বস্তু দেখতে ভিতরে না যায়, পাছে মারা
পড়ে।'
২১ প্রভু মোশীকে বললেন, ২২ 'তুমি গের্শোন-সন্তানদের পিতৃকুল ও গোত্র অনুসারে তাদেরও
লোকগণনা কর। ২৩ ত্রিশ বছর বয়স থেকে পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত যারা সাক্ষাৎ-তাঁবুতে
সেবাকাজের জন্য তালিকাভুক্ত, তাদের গণনা করবে। ২৪ গের্শোনীয় গোত্রগুলোর দায়িত্ব, তাদের
ভূমিকা ও ভার এই: ২৫ তারা আবাসের ও বেদির কাপড়গুলো ও সাক্ষাৎ-তাঁবু, তাঁবুর
আচ্ছাদন-বস্ত্র, তার উপরে থাকা সিন্ধুঘোটক-চামড়ার চাঁদোয়া ও সাক্ষাৎ-তাঁবুদ্বারের পরদা; ২৬
প্রাঙ্গণের জন্য কাপড়গুলো, আবাস ও বেদির চারদিকে থাকা প্রাঙ্গণের প্রবেশদ্বারের পরদা, তার
দড়ি ও উপাসনার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্য বইবে; এইসব কিছু সম্বন্ধে যা করণীয়, তাও
করবে। ২৭ গের্শোনীয় গোত্রগুলোর সমস্ত দায়িত্ব—তাদের ভূমিকা ও তাদের কাজ—আরোনের ও
তার সন্তানদের তত্ত্বাবধানে চালিয়ে যাওয়া হবে: তাদের যা যা বইতে হবে, তোমরা তাদের
দায়িত্ব হিসাবে তাতে তাদের নিযুক্ত করবে। ২৮ এ হল সাক্ষাৎ-তাঁবুতে গের্শোন-সন্তানদের
গোত্রগুলোর দায়িত্ব; তাদের উপরে দায়িত্ব আরোন যাজকের সন্তান ইথামারের হাতে থাকবে।
২৯ তুমি মেরারি-সন্তানদের গোত্র ও পিতৃকুল অনুসারে তাদের লোকগণনা করবে। ৩০ ত্রিশ বছর
বয়স থেকে পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত যারা সাক্ষাৎ-তাঁবুতে সেবাকাজের জন্য তালিকাভুক্ত, তাদের
গণনা করবে। ৩১ তাদের দায়িত্ব ও সাক্ষাৎ-তাঁবু সংক্রান্ত সেবাকাজ হিসাবে তাদের যা যা বইতে
হবে, তা এই: আবাসের বাতাগুলো, সেগুলোর আঁকড়া, স্তম্ভ ও চুঙি, ৩২ প্রাঙ্গণের চারদিকে থাকা
স্তম্ভগুলো, সেগুলোর চুঙি, গোঁজ, দড়ি ও তা সংক্রান্ত সমস্ত দ্রব্য ও কাজ। তাদের যা যা বইতে
হবে, তাদের দায়িত্বে দেওয়া সেই সমস্ত দ্রব্যের তোমরা একটা তালিকা করবে। ৩৩ এ হল
মেরারি-সন্তানদের গোত্রগুলোর দায়িত্ব। সাক্ষাৎ-তাঁবুতে তাদের সমস্ত সেবাকাজ আরোন যাজকের
সন্তান ইথামারের অধীনে পালন করা হবে।'

লেবীয়দের লোকগণনা

৩৪ মোশী, আরোন ও জনমণ্ডলীর নেতারা কেহাতীয় সন্তানদের গোত্র ও পিতৃকুল অনুসারে ৩৫
ত্রিশ বছর বয়স থেকে পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত যারা সাক্ষাৎ-তাঁবুতে সেবাকাজের জন্য
তালিকাভুক্ত, তাদের লোকগণনা করলেন। ৩৬ গোত্র অনুসারে যারা গণিত হল, তারা ছিল দু'হাজার
সাতশ' পঞ্চাশজন লোক। ৩৭ এরা কেহাতীয় গোত্রগুলোর গণিত ও সাক্ষাৎ-তাঁবুতে সেবাকাজে
নিযুক্ত মানুষ; মোশীর মধ্য দিয়ে প্রভু যে আজ্ঞা দিয়েছিলেন, সেইমত মোশী ও আরোন এদের

লোকগণনা করলেন।
৩৮ গের্শোন-সন্তানদের মধ্যে নিজ নিজ গোত্র ও পিতৃকুল অনুসারে যাদের লোকগণনা করা হল,
৩৯ ত্রিশ বছর বয়স থেকে পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত যারা সাক্ষাৎ-তাঁবুতে সেবাকাজের জন্য
তালিকাভুক্ত, ৪০ তারা নিজ নিজ গোত্র ও পিতৃকুল অনুসারে গণিত হলে দু'হাজার ছ'শো ত্রিশজন
হল। ৪১ এরা গের্শোন-সন্তানদের গোত্রগুলোর গণিত ও সাক্ষাৎ-তাঁবুতে সেবাকাজে নিযুক্ত মানুষ;
প্রভুর আজ্ঞামত মোশী ও আরোন এদের লোকগণনা করলেন।
৪২ মেরারি-সন্তানদের মধ্যে নিজ নিজ গোত্র ও পিতৃকুল অনুসারে যাদের লোকগণনা করা হল,
৪৩ ত্রিশ বছর বয়স থেকে পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত যারা সাক্ষাৎ-তাঁবুতে সেবাকাজের জন্য
তালিকাভুক্ত, ৪৪ তারা নিজ নিজ গোত্র ও পিতৃকুল অনুসারে গণিত হলে তিন হাজার দু'শোজন
হল। ৪৫ এরা মেরারি-সন্তানদের গোত্রগুলোর গণিত মানুষ; মোশীর মধ্য দিয়ে প্রভু যে আজ্ঞা
দিয়েছিলেন, সেইমত মোশী ও আরোন এদের লোকগণনা করলেন।
৪৬ এইভাবে মোশী, আরোন ও ইস্রায়েলের নেতাদের দ্বারা যে লেবীয়েরা নিজ নিজ গোত্র ও
পিতৃকুল অনুসারে গণিত হল, ৪৭ ত্রিশ বছর বয়স থেকে পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত যারা
সাক্ষাৎ-তাঁবুতে সেবাকাজ করতে ও ভার বইতে প্রবেশ করত, ৪৮ তারা গণিত হলে আট হাজার
পাঁচশ' আশিজন হল। ৪৯ মোশীর মধ্য দিয়ে প্রভুর আজ্ঞামত তাদের প্রত্যেককে বলা হল, তারা
কি কি সেবাকাজ করবে ও কি কি ভার বইবে। এইভাবে মোশীর কাছে প্রভু যেমন আজ্ঞা
দিয়েছিলেন, সেইমত তাদের লোকগণনা করা হল।

বিবিধ নিয়ম-বিধি

৫প্রভু মোশীকে বললেন, ২ 'তুমি ইস্রায়েল সন্তানদের আজ্ঞা কর, যেন তারা সংক্রামক চর্মরোগে
আক্রান্ত প্রত্যেক মানুষকে, প্রত্যেক প্রমেহীকে ও মৃতদেহের স্পর্শে অশুচি হওয়া প্রত্যেক মানুষকে
শিবির থেকে বের করে দেয়। ৩ পুরুষ কি স্ত্রীলোক হোক, তাদের তোমরা বের করে দেবে, শিবিরে
প্রবেশ করতে তাদের নিষেধ করবে, তাদের যে শিবিরের মধ্যে আমি নিজে বাস করি, তারা যেন
তা অশুচি না করে।' ৪ ইস্রায়েল সন্তানেরা সেইমত কাজ করল, শিবির থেকে তাদের বের করে
দিল। প্রভু মোশীকে যেমন বলেছিলেন, ইস্রায়েল সন্তানেরা সেইমত করল।
৫ প্রভু মোশীকে আরও বললেন, ৬ 'তুমি ইস্রায়েল সন্তানদের বল: পুরুষ বা স্ত্রীলোক হোক, যখন
কেউ মানুষদের মধ্যে প্রচলিত কোন পাপ ক'রে প্রভুর প্রতি অবিশ্বস্ত হয়, তখন সেই মানুষ দণ্ডের
যোগ্য। ৭ সে যে পাপ করেছে, তা স্বীকার করবে ও ফেরত-দ্রব্য ফিরিয়ে দেবে; সে যাকে ক্ষতিগ্রস্ত
করেছে, দ্রব্যটার পাঁচ ভাগের এক ভাগও তাকে বেশি দেবে। ৮ কিন্তু যাকে দ্রব্যটা ফিরিয়ে দেওয়া
যেতে পারে, এমন মুক্তিসাধক আত্মীয় যদি সেই লোকের না থাকে, তবে ফেরত-দ্রব্যটা প্রভুরই
হবে, অর্থাৎ যাজককেই দিতে হবে, তাছাড়া যা দ্বারা তার প্রায়শ্চিত্ত হয়, সেই প্রায়শ্চিত্ত-ভেড়াও
দিতে হবে। ৯ কেননা ইস্রায়েল সন্তানেরা তাদের পবিত্র বস্তুর মধ্যে বাঁচিয়ে রাখা যত অর্ঘ্য
যাজকের কাছে আনে, সেই সমস্ত তারই হবে; ১০ যে পবিত্র বস্তু যার দ্বারা উৎসর্গীকৃত, তা তারই
হবে; কিন্তু কোন মানুষ যা কিছু যাজককে দেয়, তা যাজকের হবে।'
১১ প্রভু মোশীকে আরও বললেন, ১২ 'ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে কথা বল; তাদের বল: কোন
স্ত্রীলোক যদি ভ্রষ্টা হয়ে স্বামীর প্রতি অবিশ্বস্তা হয়, ১৩ সে যদি স্বামীর চোখের আড়ালে কোন
পুরুষের সঙ্গে মিলিতা হয়ে নিজেকে গোপনে অশুচি করে, ও ধরা না পড়ার ফলে তার বিপক্ষে

কোন সাক্ষী না থাকে, ১৪ সেই স্ত্রীলোক অশুচি হলে যদি স্বামী অন্তর্জ্বালার আত্মার আবেশে তার
প্রতি অন্তর্জ্বালায় জ্বলে ওঠে, অথবা স্ত্রীলোকটি অশুচি না হলেও যদি স্বামী অন্তর্জ্বালার আত্মার
আবেশে তার প্রতি অন্তর্জ্বালায় জ্বলে ওঠে, ১৫ তবে সেই স্বামী তার স্ত্রীকে যাজকের কাছে আনবে ও
তার হয়ে তার নিজের অর্ঘ্য, অর্থাৎ এক এফার দশ ভাগের এক ভাগ যবের ময়দা আনবে, কিন্তু
তার উপরে তেল ঢালবে না, কুন্দুরুও দেবে না; কেননা তা অন্তর্জ্বালার শস্য-নৈবেদ্য, অপরাধ
স্মরণ করার জন্য স্মরণার্থক শস্য-নৈবেদ্য। ১৬ যাজক সেই স্ত্রীলোককে নিয়ে প্রভুর সাক্ষাতে এনে
দাঁড় করাবে, ১৭ এবং একটা মাটির পাত্রে পবিত্র জল রেখে আবাসের মেঝে থেকে কিছুটা ধুলা
নিয়ে সেই জলে দেবে। ১৮ ওই স্ত্রীলোককে প্রভুর সাক্ষাতে এনে দাঁড় করাবার পর যাজক, তার
মাথার চুল খুলে দিয়ে ওই স্মরণার্থক শস্য-নৈবেদ্য, অর্থাৎ অন্তর্জ্বালার শস্য-নৈবেদ্য, তার হাতে
দেবে; এই সময়ে যাজকের হাতে অভিশাপজনক তিক্ত জল থাকবে। ১৯ তখন যাজক ওই
স্ত্রীলোককে শপথ করিয়ে তাকে বলবে: অন্য কোন পুরুষ যদি তোমার সঙ্গে মিলন না করে থাকে
ও তুমি তোমার স্বামীর অধীনে থাকাকালে যদি ভ্রষ্টা না হয়ে নিজেকে অশুচি না করে থাক, তবে
অভিশাপজনক এই তিক্ত জল তোমাতে নিষ্ফল হোক। ২০ কিন্তু তোমার স্বামীর অধীনে থাকাকালে
যদি ভ্রষ্টা হয়ে নিজেকে অশুচি করে থাক, এবং তোমার স্বামী নয় এমন অন্য কোন পুরুষ যদি
তোমার সঙ্গে মিলন করে থাকে ২১—তবে যাজক অভিশাপজনক শপথ দ্বারা সেই স্ত্রীলোককে
শপথ করিয়ে তাকে বলবে: প্রভু তোমার উরুত অবশ ও তোমার উদর স্ফীত করে তোমার
জনগণের মধ্যে তোমাকে অভিশাপের ও অভিশাপজনক শপথের বস্তু করুন; ২২ এই
অভিশাপজনক জল তোমার উদরে ঢুকে তোমার উদর স্ফীত ও তোমার উরুত অবশ করুক! আর
সেই স্ত্রীলোক উত্তরে বলবে: আমেন, আমেন! ২৩ সেই অভিশাপের কথা পুস্তকে লিপিবদ্ধ করে ওই
তিক্ত জলে তা মুছে ফেলে ২৪ যাজক ওই স্ত্রীলোককে সেই অভিশাপজনক তিক্ত জল পান করাবে;
আর সেই অভিশাপজনক জল তিক্ততা দেবার জন্য তার মধ্যে ঢুকবে। ২৫ যাজক ওই স্ত্রীলোকের
হাত থেকে সেই অন্তর্জ্বালার শস্য-নৈবেদ্য নেবে, ও সেই শস্য-নৈবেদ্য প্রভুর সামনে দুলিয়ে
বেদির উপরে নিবেদন করবে। ২৬ যাজক স্ত্রীলোকটির স্মরণ-চিহ্নরূপে সেই শস্য-নৈবেদ্যের এক
মুঠো নিয়ে বেদির উপরে তা পুড়িয়ে দেবে, তারপর ওই স্ত্রীলোককে সেই জল পান করাবে। ২৭ ওই
স্ত্রীলোককে জল পান করাবার পর সে যদি সত্যি তার স্বামীর প্রতি অবিশ্বস্তা হয়ে নিজেকে অশুচি
করে থাকে, তবে সেই অভিশাপজনক জল তিক্ততা দেবার জন্য তার মধ্যে ঢুকবে, এবং তার উদর
স্ফীত ও উরুত অবশ হয়ে পড়বে; এইভাবে ওই স্ত্রীলোক তার আপন জনগণের মধ্যে অভিশাপের
পাত্রী হবে। ২৮ যদি সেই স্ত্রীলোক নিজেকে অশুচি না করে থাকে বরং শুচি অবস্থায় থাকে, তবে সে
মুক্তা হবে ও গর্ভধারণ করবে।

২৯ এ হল অন্তর্জ্বালা সংক্রান্ত ব্যবস্থা: স্ত্রীলোক স্বামীর অধীনে থাকাকালে ভ্রষ্টা হলে ও নিজেকে
অশুচি করলে, ৩০ কিংবা স্বামী অন্তর্জ্বালার আত্মার আবেশে তার স্ত্রীর প্রতি অন্তর্জ্বালায় জ্বলে উঠলে
সে সেই স্ত্রীলোককে প্রভুর সাক্ষাতে এনে দাঁড় করাবে, এবং যাজক সেই বিষয়ে এই ব্যবস্থা
পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করবে। ৩১ স্বামী নিরপরাধী হবে, কিন্তু স্ত্রীলোকটি নিজের অপরাধের দণ্ড
নিজে বহন করবে।'

নাজিরিত্ব

৬প্রভু মোশীকে আরও বললেন, ২ 'ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে কথা বল; তাদের বল: কোন পুরুষ

বা স্ত্রীলোক যখন প্রভুর উদ্দেশে বিশেষ ব্রতে—নাজিরিত্ব ব্রতেই—নিজেকে আবদ্ধ করবে, ৩ তখন
সে আঙুররস ও উগ্র পানীয় থেকে বিরত থাকবে, আঙুররসের সির্কা বা উগ্র পানীয়ের সির্কা পান
করবে না, এবং আঙুরফল দিয়ে তৈরী কোন পানীয় পান করবে না, আর কাঁচা কি শুষ্ক আঙুরফল
খাবে না। ৪ তার সমস্ত নাজিরিত্ব-কাল ধরে সে বীজ থেকে খোসা পর্যন্ত আঙুরফলে প্রস্তুত করা
কিছুই খাবে না। ৫ তার নাজিরিত্ব-ব্রতের পুরা কাল ধরে তার মাথায় কখনও ক্ষুর পড়বে না; প্রভুর
উদ্দেশে তার নাজিরিত্বের দিন-সংখ্যা যে পর্যন্ত পূর্ণ না হয়, সেপর্যন্ত সে পবিত্রীকৃত থাকবে আর
নিজের চুল অবাধে বাড়তে দেবে। ৬ যতদিন প্রভুর উদ্দেশে সে নাজিরীয় থাকে, সেপর্যন্ত কোন
লাশের কাছে যাবে না। ৭ যদিও তার পিতা বা মাতা বা ভাই বা বোন মরে, সে তাদের জন্য
নিজেকে অশুচি করবে না; কেননা নিজের মাথায় সে তার পরমেশ্বরের উদ্দেশে নাজিরিত্বের চিহ্ন
বহন করে। ৮ তার নাজিরিত্বের পুরা কাল ধরে সে প্রভুর উদ্দেশে পবিত্রীকৃত ব্যক্তি। ৯ যদি কোন
মানুষ হঠাৎ তার সান্নিধ্যে মরে, যার ফলে তার নাজিরিত্ব-বিশিষ্ট চুল অশুচি হয়, তবে সে শুচি
হবার দিনে নিজের মাথা মুণ্ডন করবে, সপ্তম দিনেই তা মুণ্ডন করবে। ১০ অষ্টম দিনে সে দু'টো
ঘুঘু বা দু'টো পায়রার ছানা সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারে যাজকের কাছে আনবে। ১১ যাজক
সেগুলোর একটা পাপার্থে বলিদানরূপে, অন্যটা আহুতিরূপে নিবেদন ক'রে সেই মৃতদেহের কারণে
তার ঘটিত পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করবে; একই দিনে সেই নাজিরীয় তার মাথা
পবিত্রীকৃত করবে। ১২ আবার সে তার নাজিরিত্ব-কাল প্রভুর উদ্দেশে নিবেদন করবে ও
সংস্কার-বলিরূপে এক বছরের একটা মেষশাবক নিবেদন করবে; তার নাজিরিত্ব অবস্থা অশুচি
হওয়ায় তার আগেকার দিনগুলো গণিত হবে না।

১৩ নাজিরীয় সংক্রান্ত ব্যবস্থা এই: নাজিরিত্বের দিনগুলো পূর্ণ হওয়ার পর তাকে সাক্ষাৎ-তাঁবুর
প্রবেশদ্বারে আনা হবে; ১৪ সে প্রভুর কাছে তার অর্ঘ্য আনবে: আহুতিরূপে এক বছরের খুঁতবিহীন
একটা মেষশাবক, পাপার্থে বলিদানরূপে এক বছরের মাদি খুঁতবিহীন একটা মেষশাবক,
মিলন-যজ্ঞরূপে খুঁতবিহীন একটা ভেড়া, ১৫ তাছাড়া এক চুপড়ি খামিরবিহীন রুটি, তেল-মেশানো
সেরা ময়দার পিঠা, খামিরবিহীন তৈলাক্ত চাপাটি, আর সেইসঙ্গে নিয়মিত শস্য-নৈবেদ্য ও
পানীয়-নৈবেদ্য—এই সমস্ত আনবে। ১৬ যাজক প্রভুর সামনে এই সবকিছু এনে উপস্থিত করে তার
পাপার্থে বলি ও আহুতিবলি উৎসর্গ করবে। ১৭ পরে খামিরবিহীন রুটির চুপড়ির সঙ্গে মিলন-যজ্ঞীয়
ভেড়া-বলি প্রভুর উদ্দেশে উৎসর্গ করবে; যাজক নিয়মিত শস্য-নৈবেদ্য ও পানীয়-নৈবেদ্যও
নিবেদন করবে। ১৮ তখন সেই নাজিরীয় সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারে তার নাজিরিত্বের চিহ্নস্বরূপে
মাথার চুল খেউরি করবে, ও তার নাজিরিত্বের চিহ্ন তার সেই মাথার চুল নিয়ে মিলন-যজ্ঞীয়
বলির নিচে থাকা আগুনে রাখবে। ১৯ নাজিরীয় নাজিরীয়-করা মাথার চুল খেউরি করার পর যাজক
ওই ভেড়ার জলে-সিদ্ধ কাঁধ ও চুপড়ি থেকে একখানা খামিরবিহীন পিঠা ও একখানা খামিরবিহীন
চাপাটি নিয়ে তার হাতে দেবে। ২০ যাজক সেইসব দোলনীয় নৈবেদ্যের রীতি অনুসারে প্রভুর
সামনে দোলাবে; আর দোলনীয় বুক ও উত্তোলনীয় জঙ্ঘা সমেত তা যাজকের জন্য পবিত্র হবে;
এরপর সেই নাজিরীয় আঙুররস পান করতে পারবে। ২১ যে কেউ নাজিরিত্ব-ব্রত নিয়েছে, তার
জন্য ব্যবস্থা এই, তার নাজিরিত্বের জন্য প্রভুর কাছে তার অর্ঘ্য এই; এছাড়া সে তার নিজের
সঙ্গতি অনুসারেও কিছু না কিছু দেবে। যা কিছু দিতে মানত করেছে, তার নাজিরিত্বের ব্যবস্থা
অনুসারেই তা দেবে।'

আশীর্বাদ করার নিয়ম

২২ প্রভু মোশীকে আরও বললেন, ২৩ ‘তুমি আরোনকে ও তার সন্তানদের বল: তোমরা ইস্রায়েল
সন্তানদের এইভাবে আশীর্বাদ করবে; তোমরা বলবে:
২৪ প্রভু তোমাকে আশীর্বাদ করুন, তোমাকে রক্ষা করুন।
২৫ প্রভু তোমার উপর আপন শ্রীমুখ উজ্জ্বল করে তুলুন, তোমার প্রতি সদয় হোন।
২৬ প্রভু তোমার প্রতি মুখ তুলে চান, তোমাকে শান্তি মঞ্জুর করুন।
২৭ এইভাবে তারা ইস্রায়েল সন্তানদের উপরে আমার নাম স্থাপন করবে, আর আমি তাদের
আশীর্বাদ করব।’

পবিত্রধামের প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষে জনগণের অর্ঘ্য

৭যেদিন মোশী আবাস স্থাপনের কাজ শেষ করলেন, সেদিন তিনি তা ও তা সংক্রান্ত যত
দ্রব্য-সামগ্রী, বেদি ও তা সংক্রান্ত যত দ্রব্য-সামগ্রীও অভিষিক্ত ও পবিত্রীকৃত করলেন। তিনি এই
সমস্ত কিছু অভিষিক্ত ও পবিত্রীকৃত করলে ২ ইস্রায়েলের নেতারা—অর্থাৎ গোষ্ঠীগুলোর নেতা সেই
পিতৃকুলপতিরা যাঁরা লোকগণনায় নিযুক্ত হয়েছিলেন—তাঁরা অর্ঘ্য এনে ৩ প্রভুর কাছে তা নিবেদন
করলেন, যথা: ছ’টা ঢাকা গরুর গাড়ি ও বারোটা বলদ, দু’ দু’জন নেতা একটা করে গাড়ি ও এক
একজন একটা করে বলদ এনে আবাসের সামনে উপস্থিত করলেন।
৪ তখন প্রভু মোশীকে বললেন, ৫ ‘সেই সমস্ত কিছু তুমি ওদের কাছ থেকে গ্রহণ করে নাও, তা
যেন সাক্ষাৎ-তাঁবুর সেবাকাজে ব্যবহৃত হয়; তুমি সেই সমস্ত কিছু লেবীয়দের দেবে: এক
একজনকে তার নিজ নিজ সেবাকাজ অনুসারে দেবে।’ ৬ তাই মোশী সেই সমস্ত গাড়ি ও বলদ
গ্রহণ করে লেবীয়দের দিলেন। ৭ গের্শোনের সন্তানদের কাছে তাদের সেবাকাজ অনুসারে তিনি
দু’টো গাড়ি ও চারটে বলদ দিলেন, ৮ এবং মেরারির সন্তানদের কাছে তাদের সেবাকাজ অনুসারে
চারটে গাড়ি ও আটটা বলদ দিলেন—এসব কিছু আরোন যাজকের সন্তান ইথামারের পরিচালনায়
করা হল। ৯ কিন্তু কেহাতের সন্তানদের তিনি কিছু দিলেন না, কেননা তাদের সেবাকাজ ছিল
পবিত্র বস্তুগুলো-সংক্রান্ত, ও তা তাদের কাঁধে করেই বইবার কথা ছিল।
১০ বেদি যেদিন অভিষিক্ত হল, সেদিন নেতারা বেদি-প্রতিষ্ঠার অর্ঘ্য আনলেন; নেতারা বেদির
সামনে নিজ নিজ অর্ঘ্য আনলে ১১ প্রভু মোশীকে বললেন, ‘এক একজন নেতা এক এক দিন
বেদি-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নিজ নিজ অর্ঘ্য আনবে।’
১২ প্রথম দিনে যিনি নিজের অর্ঘ্য আনলেন, তিনি হলেন যুদা-গোষ্ঠীর আম্মিনাদাবের সন্তান
নাহ্‌সোন; ১৩ তাঁর অর্ঘ্য পবিত্রধামের শেকেল অনুসারে একশ’ ত্রিশ শেকেল রুপোর একটা থালা,
ও সত্তর শেকেল রুপোর একটা বাটি: পাত্র দু’টো শস্য-নৈবেদ্যের জন্য তেল-মেশানো সেরা
ময়দায় পূর্ণ, ১৪ ধূপে ভরা দশ শেকেল সোনার একটা পাত্র, ১৫ আহুতির জন্য একটা বাছুর, একটা
ভেড়া, এক বছরের একটা মেষশাবক, ১৬ পাপার্থে বলিদানের জন্য একটা ছাগ, ১৭ মিলন-যজ্ঞের
জন্য দু’টো বলদ, পাঁচটা ভেড়া, পাঁচটা ছাগ, এক বছরের পাঁচটা মেষশাবক: এ হল
আম্মিনাদাবের সন্তান নাহ্‌সোনের অর্ঘ্য।
১৮ দ্বিতীয় দিনে ইসাখারের নেতা সুয়ারের সন্তান নেথানেয়েল অর্ঘ্য আনলেন; ১৯ তিনি নিজ
অর্ঘ্য হিসাবে আনলেন পবিত্রধামের শেকেল অনুসারে একশ’ ত্রিশ শেকেল রুপোর একটা থালা,
ও সত্তর শেকেল রুপোর একটা বাটি: পাত্র দু’টো শস্য-নৈবেদ্যের জন্য তেল-মেশানো সেরা

ময়দায় পূর্ণ, ২০ ধূপে ভরা দশ শেকেল সোনার একটা পাত্র, ২১ আহুতির জন্য একটা বাছুর, একটা
ভেড়া, এক বছরের একটা মেষশাবক, ২২ পাপার্থে বলিদানের জন্য একটা ছাগ, ২৩ মিলন-যজ্ঞের
জন্য দু'টো বলদ, পাঁচটা ভেড়া, পাঁচটা ছাগ, এক বছরের পাঁচটা মেষশাবক: এ হল সুয়ারের
সন্তান নেথানেয়েলের অর্ঘ্য।

২৪ তৃতীয় দিনে জাবুলোন-সন্তানদের নেতা হেলোনের সন্তান এলিয়াব অর্ঘ্য আনলেন; ২৫ তাঁর
অর্ঘ্য ছিল পবিত্রধামের শেকেল অনুসারে একশ' ত্রিশ শেকেল রুপোর একটা থালা, ও সত্তর
শেকেল রুপোর একটা বাটি: পাত্র দু'টো শস্য-নৈবেদ্যের জন্য তেল-মেশানো সেরা ময়দায় পূর্ণ,
২৬ ধূপে ভরা দশ শেকেল সোনার একটা পাত্র, ২৭ আহুতির জন্য একটা বাছুর, একটা ভেড়া, এক
বছরের একটা মেষশাবক, ২৮ পাপার্থে বলিদানের জন্য একটা ছাগ, ২৯ মিলন-যজ্ঞের জন্য দু'টো
বলদ, পাঁচটা ভেড়া, পাঁচটা ছাগ, এক বছরের পাঁচটা মেষশাবক: এ হল হেলোনের সন্তান
এলিয়াবের অর্ঘ্য।

৩০ চতুর্থ দিনে রূবেন-সন্তানদের নেতা শেদেউরের সন্তান এলিসুর অর্ঘ্য আনলেন; ৩১ তাঁর অর্ঘ্য
ছিল পবিত্রধামের শেকেল অনুসারে একশ' ত্রিশ শেকেল রুপোর একটা থালা, ও সত্তর শেকেল
রুপোর একটা বাটি: পাত্র দু'টো শস্য-নৈবেদ্যের জন্য তেল-মেশানো সেরা ময়দায় পূর্ণ, ৩২ ধূপে
ভরা দশ শেকেল সোনার একটা পাত্র, ৩৩ আহুতির জন্য একটা বাছুর, একটা ভেড়া, এক বছরের
একটা মেষশাবক, ৩৪ পাপার্থে বলিদানের জন্য একটা ছাগ, ৩৫ মিলন-যজ্ঞের জন্য দু'টো বলদ,
পাঁচটা ভেড়া, পাঁচটা ছাগ, এক বছরের পাঁচটা মেষশাবক: এ হল শেদেউরের সন্তান এলিসুরের
অর্ঘ্য।

৩৬ পঞ্চম দিনে সিমেয়োন-সন্তানদের নেতা সুরিসাদ্দাইয়ের সন্তান শেলুমিয়েল অর্ঘ্য আনলেন;
৩৭ তাঁর অর্ঘ্য ছিল পবিত্রধামের শেকেল অনুসারে একশ' ত্রিশ শেকেল রুপোর একটা থালা, ও
সত্তর শেকেল রুপোর একটা বাটি: পাত্র দু'টো শস্য-নৈবেদ্যের জন্য তেল-মেশানো সেরা ময়দায়
পূর্ণ, ৩৮ ধূপে ভরা দশ শেকেল সোনার একটা পাত্র, ৩৯ আহুতির জন্য একটা বাছুর, একটা ভেড়া,
এক বছরের একটা মেষশাবক, ৪০ পাপার্থে বলিদানের জন্য একটা ছাগ, ৪১ মিলন-যজ্ঞের জন্য
দু'টো বলদ, পাঁচটা ভেড়া, পাঁচটা ছাগ, এক বছরের পাঁচটা মেষশাবক: এ হল সুরিসাদ্দাইয়ের
সন্তান শেলুমিয়েলের অর্ঘ্য।

৪২ ষষ্ঠ দিনে গাদ-সন্তানদের নেতা রেউয়েলের সন্তান এলিয়াসাফ অর্ঘ্য আনলেন; ৪৩ তাঁর অর্ঘ্য
ছিল পবিত্রধামের শেকেল অনুসারে একশ' ত্রিশ শেকেল রুপোর একটা থালা, ও সত্তর শেকেল
রুপোর একটা বাটি: পাত্র দু'টো শস্য-নৈবেদ্যের জন্য তেল-মেশানো সেরা ময়দায় পূর্ণ, ৪৪ ধূপে
ভরা দশ শেকেল সোনার একটা পাত্র, ৪৫ আহুতির জন্য একটা বাছুর, একটা ভেড়া, এক বছরের
একটা মেষশাবক, ৪৬ পাপার্থে বলিদানের জন্য একটা ছাগ, ৪৭ মিলন-যজ্ঞের জন্য দু'টো বলদ,
পাঁচটা ভেড়া, পঁচটা ছাগ, এক বছরের পঁচটা মেষশাবক: এ হল রেউয়েলের সন্তান
এলিয়াসাফের অর্ঘ্য।

৪৮ সপ্তম দিনে এফ্রাইম-সন্তানদের নেতা আম্মিহুদের সন্তান এলিসামা অর্ঘ্য আনলেন; ৪৯ তাঁর
অর্ঘ্য ছিল পবিত্রধামের শেকেল অনুসারে একশ' ত্রিশ শেকেল রুপোর একটা থালা, ও সত্তর
শেকেল রুপোর একটা বাটি: পাত্র দু'টো শস্য-নৈবেদ্যের জন্য তেল-মেশানো সেরা ময়দায় পূর্ণ,
৫০ ধূপে ভরা দশ শেকেল সোনার একটা পাত্র, ৫১ আহুতির জন্য একটা বাছুর, একটা ভেড়া, এক

বছরের একটা মেষশাবক, ৫২ পাপার্থে বলিদানের জন্য একটা ছাগ, ৫৩ মিলন-যজ্ঞের জন্য দু’টো
বলদ, পাঁচটা ভেড়া, পাঁচটা ছাগ, এক বছরের পাঁচটা মেষশাবক: এ হল আম্মিহুদের সন্তান
এলিসামার অর্ঘ্য।
৫৪ অষ্টম দিনে মানাসে-সন্তানদের নেতা পেদাহ্‌সুরের সন্তান গামালিয়েল অর্ঘ্য আনলেন; ৫৫
তাঁর অর্ঘ্য ছিল পবিত্রধামের শেকেল অনুসারে একশ’ ত্রিশ শেকেল রুপোর একটা থালা, ও সত্তর
শেকেল রুপোর একটা বাটি: পাত্র দু’টো শস্য-নৈবেদ্যের জন্য তেল-মেশানো সেরা ময়দায় পূর্ণ,
৫৬ ধূপে ভরা দশ শেকেল সোনার একটা পাত্র, ৫৭ আহুতির জন্য একটা বাছুর, একটা ভেড়া, এক
বছরের একটা মেষশাবক, ৫৮ পাপার্থে বলিদানের জন্য একটা ছাগ, ৫৯ মিলন-যজ্ঞের জন্য দু’টো
বলদ, পাঁচটা ভেড়া, পাঁচটা ছাগ, এক বছরের পাঁচটা মেষশাবক: এ হল পেদাহ্‌সুরের সন্তান
গামালিয়েলের অর্ঘ্য।
৬০ নবম দিনে বেঞ্জামিন-সন্তানদের নেতা গিদিয়োনির সন্তান আবিদান অর্ঘ্য আনলেন; ৬১ তাঁর
অর্ঘ্য ছিল পবিত্রধামের শেকেল অনুসারে একশ’ ত্রিশ শেকেল রুপোর একটা থালা, ও সত্তর
শেকেল রুপোর একটা বাটি: পাত্র দু’টো শস্য-নৈবেদ্যের জন্য তেল-মেশানো সেরা ময়দায় পূর্ণ,
৬২ ধূপে ভরা দশ শেকেল সোনার একটা পাত্র, ৬৩ আহুতির জন্য একটা বাছুর, একটা ভেড়া, এক
বছরের একটা মেষশাবক, ৬৪ পাপার্থে বলিদানের জন্য একটা ছাগ, ৬৫ মিলন-যজ্ঞের জন্য দু’টো
বলদ, পাঁচটা ভেড়া, পাঁচটা ছাগ, এক বছরের পাঁচটা মেষশাবক: এ হল গিদিয়োনির সন্তান
আবিদানের অর্ঘ্য।
৬৬ দশম দিনে দান-সন্তানদের নেতা আম্মিসাদ্দাইয়ের সন্তান আহিয়েজের অর্ঘ্য আনলেন; ৬৭
তাঁর অর্ঘ্য ছিল পবিত্রধামের শেকেল অনুসারে একশ’ ত্রিশ শেকেল রুপোর একটা থালা, ও সত্তর
শেকেল রুপোর একটা বাটি: পাত্র দু’টো শস্য-নৈবেদ্যের জন্য তেল-মেশানো সেরা ময়দায় পূর্ণ,
৬৮ ধূপে ভরা দশ শেকেল সোনার একটা পাত্র, ৬৯ আহুতির জন্য একটা বাছুর, একটা ভেড়া, এক
বছরের একটা মেষশাবক, ৭০ পাপার্থে বলিদানের জন্য একটা ছাগ, ৭১ মিলন-যজ্ঞের জন্য দু’টো
বলদ, পাঁচটা ভেড়া, পাঁচটা ছাগ, এক বছরের পাঁচটা মেষশাবক: এ হল আম্মিসাদ্দাইয়ের সন্তান
আহিয়েজেরের অর্ঘ্য।
৭২ একাদশ দিনে আসের-সন্তানদের নেতা অক্রানের সন্তান পাগিয়েল অর্ঘ্য আনলেন; ৭৩ তাঁর
অর্ঘ্য ছিল পবিত্রধামের শেকেল অনুসারে একশ’ ত্রিশ শেকেল রুপোর একটা থালা, ও সত্তর
শেকেল রুপোর একটা বাটি: পাত্র দু’টো শস্য-নৈবেদ্যের জন্য তেল-মেশানো সেরা ময়দায় পূর্ণ,
৭৪ ধূপে ভরা দশ শেকেল সোনার একটা পাত্র, ৭৫ আহুতির জন্য একটা বাছুর, একটা ভেড়া, এক
বছরের একটা মেষশাবক, ৭৬ পাপার্থে বলিদানের জন্য একটা ছাগ, ৭৭ মিলন-যজ্ঞের জন্য দু’টো
বলদ, পাঁচটা ভেড়া, পাঁচটা ছাগ, এক বছরের পাঁচটা মেষশাবক: এ হল অক্রানের সন্তান
পাগিয়েলের অর্ঘ্য।
৭৮ দ্বাদশ দিনে নেফ্‌তালি-সন্তানদের নেতা এনানের সন্তান আহিরা অর্ঘ্য আনলেন; ৭৯ তাঁর
অর্ঘ্য ছিল পবিত্রধামের শেকেল অনুসারে একশ’ ত্রিশ শেকেল রুপোর একটা থালা, ও সত্তর
শেকেল রুপোর একটা বাটি: পাত্র দু’টো শস্য-নৈবেদ্যের জন্য তেল-মেশানো সেরা ময়দায় পূর্ণ,
৮০ ধূপে ভরা দশ শেকেল সোনার একটা পাত্র, ৮১ আহুতির জন্য একটা বাছুর, একটা ভেড়া, এক
বছরের একটা মেষশাবক, ৮২ পাপার্থে বলিদানের জন্য একটা ছাগ, ৮৩ মিলন-যজ্ঞের জন্য দু’টো

বলদ, পাঁচটা ভেড়া, পাঁচটা ছাগ, এক বছরের পাঁচটা মেষশাবক: এ হল এনানের সন্তান আহিরার
অর্ঘ্য।
৮৪ বেদি যেদিন অভিষিক্ত হল, সেদিন বেদি-প্রতিষ্ঠার জন্য ইস্রায়েলের নেতাদের দ্বারা এই এই
অর্ঘ্য দেওয়া হল: রুপোর বারোটা থালা, রুপোর বারোটা বাটি, রুপোর বারোটা পাত্র; ৮৫ তার
প্রত্যেকটা থালা একশ' ত্রিশ শেকেল, প্রত্যেকটা বাটি সত্তর শেকেল: সবসমেত এই সমস্ত পাত্রের
রুপো পবিত্রধামের শেকেল অনুসারে দু'হাজার চারশ' শেকেল; ৮৬ ধূপে ভরা সোনার বারোটা
পাত্র: প্রত্যেকটা পাত্র পবিত্রধামের শেকেল অনুসারে দশ শেকেল: সবসমেত এই সমস্ত পাত্রের
সোনা একশ' কুড়ি শেকেল; ৮৭ আহুতির জন্য সমস্ত পশু: বারোটা বলদ, বারোটা ভেড়া, এক
বছরের বারোটা বাছুর তাদের শস্য-নৈবেদ্য-সহ এবং পাপার্থে বলিদানের জন্য বারোটা ছাগ; ৮৮
মিলন-যজ্ঞের জন্য সবসমেত চব্বিশটা বলদ, ষাটটা ভেড়া, ষাটটা ছাগ, এক বছরের ষাটটা
মেষশাবক। বেদি অভিষিক্ত হওয়ার পর এই হল বেদি-প্রতিষ্ঠার অর্ঘ্য।
৮৯ যখন মোশী পরমেশ্বরের সঙ্গে কথা বলতে সাক্ষাৎ-তাঁবুতে প্রবেশ করতেন, তখন তিনি সেই
কণ্ঠস্বর শুনতেন যা সাক্ষ্য-মঞ্জুষার উপরে ও দুই খেরুবদের মধ্যে থাকা প্রায়শ্চিত্তাসন থেকে তাঁর
সঙ্গে কথা বলত; তিনি তাঁর সঙ্গে কথা বলতেন।

পবিত্রধামের দীপাধার

৮প্রভু মোশীকে বললেন, ২ 'তুমি আরোনের সঙ্গে কথা বল; তাকে বল: তুমি যখন প্রদীপগুলো
সাজাবে, তখন সেই সাত-প্রদীপ যেন দীপাধারের সামনের দিকেই আলো ছড়ায়।' ৩ আরোন
সেইমত করলেন: প্রদীপগুলো এমনভাবে সাজালেন, যেন দীপাধারের সামনের দিকেই আলো
ছড়ায়, যেমন প্রভু মোশীকে আজ্ঞা দিয়েছিলেন। ৪ দীপাধারটির গঠন এরূপ: তা ছিল পিটানো
সোনায় তৈরী, কাণ্ড থেকে ফুল পর্যন্তই পিটানো অখণ্ড কারুকাজ ছিল। প্রভু মোশীকে যে নমুনা
দেখিয়েছিলেন, তিনি সেই অনুসারে দীপাধারটিকে তৈরি করেছিলেন।

লেবীয়েরা ঈশ্বরের কাছে নিবেদিত

৫ প্রভু মোশীকে বললেন, ৬ 'তুমি ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্য থেকে লেবীয়দের নিয়ে তাদের
শুচীকৃত কর। ৭ তুমি এইভাবে তাদের শুচীকৃত করবে: তাদের উপরে পাপমোচনের জল ছিটিয়ে
দেবে; তারা তাদের সমস্ত গায়ে ক্ষুর বুলিয়ে পোশাক ধুয়ে নেবে। তখন তারা শুচি হবে। ৮ পরে
তারা একটা বাছুর ও তার সঙ্গে তেল-মেশানো সেরা ময়দার নিয়মিত নৈবেদ্য এনে দেবে, আর
তুমি পাপার্থে বলির জন্য আর একটা বাছুর নেবে। ৯ সাক্ষাৎ-তাঁবুর সামনে লেবীয়দের এগিয়ে
আনবে, ও ইস্রায়েল সন্তানদের গোটা জনমণ্ডলীকে একত্রে সমবেত করবে। ১০ তুমি লেবীয়দের
প্রভুর সামনে আনলে ইস্রায়েল সন্তানেরা তাদের উপরে হাত রাখবে। ১১ ইস্রায়েল সন্তানদের হয়ে
আরোন প্রভুর সামনে দোলনীয় নৈবেদ্যের রীতি পালন করে লেবীয়দের নিবেদন করবে, তখন
তারা প্রভুর সেবাকর্মে নিযুক্ত হবে।
১২ পরে লেবীয়েরা ওই দু'টো বাছুরের মাথায় হাত রাখবে, আর তুমি লেবীয়দের জন্য
প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করার জন্য প্রভুর উদ্দেশে একটা বাছুর পাপার্থে বলিরূপে ও অন্যটা
আহুতিবলিরূপে উৎসর্গ করবে। ১৩ আরোনের ও তার সন্তানদের সামনে লেবীয়দের দাঁড় করিয়ে
প্রভুর উদ্দেশে দোলনীয় নৈবেদ্যরূপে তাদের নিবেদন করবে। ১৪ এইভাবে তুমি ইস্রায়েল

সন্তানদের থেকে লেবীয়দের পৃথক করবে, আর এভাবে লেবীয়েরা আমারই হবে। ১৫ পরে
লেবীয়েরা সাক্ষাৎ-তাঁবুর সেবাকাজ করতে এগিয়ে আসবে; এইভাবে তুমি তাদের শুচীকৃত করে
দোলনীয় নৈবেদ্যরূপে নিবেদন করবে; ১৬ কেননা তারা নিবেদিত, ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্য থেকে
তারাই আমার কাছে নিবেদিত; আমি নিজে, যা কিছু মাতৃগর্ভ থেকে উদ্গত, তা থেকে, সমস্ত
ইস্রায়েল সন্তানদের প্রথমজাতকদেরই পরিবর্তে আমার নিজেরই বলে তাদের নিয়েছি। ১৭ কেননা
মানুষ হোক বা পশু হোক, ইস্রায়েল সন্তানদের সমস্ত প্রথমজাত আমারই; যেদিনে আমি মিশর
দেশের সমস্ত প্রথমজাতককে আঘাত করেছিলাম, সেদিনে নিজেরই উদ্দেশে তাদের পবিত্রীকৃত
করেছিলাম। ১৮ আমি ইস্রায়েল সন্তানদের সমস্ত প্রথমজাতের পরিবর্তে লেবীয়দেরই নিয়েছি। ১৯
আমি ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্য থেকে আরোনের কাছে ও তার সন্তানদের কাছে নিবেদিত ব্যক্তি
হিসাবে লেবীয়দের দিলাম, তারা যেন সাক্ষাৎ-তাঁবুতে ইস্রায়েল সন্তানদের হয়ে সেবাকাজ
অনুশীলন করে ও ইস্রায়েল সন্তানদের জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করে, পাছে ইস্রায়েল সন্তানেরা
পবিত্রধামের কাছে এগিয়ে এলে কোন আঘাত ইস্রায়েল সন্তানদের উপরে নেমে পড়ে।'

২০ মোশী, আরোন ও ইস্রায়েল সন্তানদের গোটা জনমণ্ডলী লেবীয়দের প্রতি সেইমত করল;
লেবীয়দের বিষয়ে প্রভু যে সমস্ত আজ্ঞা মোশীকে দিয়েছিলেন, ইস্রায়েল সন্তানেরা তাদের প্রতি
সেইমত করল। ২১ তাই লেবীয়েরা নিজেদের পাপমুক্ত করল ও যে যার পোশাক ধুয়ে নিল;
আরোন প্রভুর সামনে দোলনীয় নৈবেদ্যরূপে তাদের নিবেদন করলেন, আর আরোন তাদের
শুচীকৃত করার উদ্দেশে তাদের জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করলেন। ২২ পরে লেবীয়েরা আরোনের
সাক্ষাতে ও তাঁর সন্তানদের সাক্ষাতে যে যার সেবাকাজ অনুশীলন করার জন্য সাক্ষাৎ-তাঁবুতে
প্রবেশ করল। লেবীয়দের বিষয়ে প্রভু মোশীকে যেমন আজ্ঞা দিয়েছিলেন, তাদের প্রতি সেইমত
করা হল।

২৩ প্রভু মোশীকে বললেন, ২৪ 'লেবীয়দের বিষয়ে ব্যবস্থা এই: পঁচিশ বছর ও তার বেশি বয়সের
লেবীয়েরা সাক্ষাৎ-তাঁবুতে সেবাকাজ অনুশীলন করার জন্য শ্রেণীভুক্ত হবে; ২৫ পঞ্চাশ বছর বয়স
হলে পর তারা সেই সেবকদের শ্রেণী ত্যাগ করবে আর কখনও সেবাকাজ অনুশীলন করবে না।
২৬ তাদের দায়িত্বে যা ন্যস্ত, তারা সাক্ষাৎ-তাঁবুতে সেই সেবাকাজ অনুশীলনে তাদের ভাইদের
সহকারী হবে; কিন্তু আসল সেবাকাজ তারা আর কখনও করবে না। তুমি তাদের নিজ নিজ
দায়িত্ব অনুসারে লেবীয়দের প্রতি এই ব্যবস্থা পালন করবে।'

পাস্কা পর্বের তারিখ

৯ইস্রায়েল মিশর দেশ থেকে বেরিয়ে আসবার পর দ্বিতীয় বছরের প্রথম মাসে সিনাই মরুপ্রান্তরে
প্রভু মোশীকে বললেন, ২ 'ইস্রায়েল সন্তানেরা নির্দিষ্ট সময়েই পাস্কা পালন করবে। ৩ তোমরা
নির্দিষ্ট সময়েই—এই মাসের চতুর্দশ দিনে সন্ধ্যাকালে তা পালন করবে, পর্বের সমস্ত বিধি ও
সমস্ত নিয়মনীতি অনুসারে তা পালন করবে।' ৪ তখন মোশী ইস্রায়েল সন্তানদের পাস্কা পালন
করতে নির্দেশ দিলেন। ৫ তাই তারা, সিনাই মরুপ্রান্তরে, প্রথম মাসের চতুর্দশ দিনে সন্ধ্যাকালে
পাস্কা পালন করল; প্রভু মোশীকে যে সমস্ত আজ্ঞা দিয়েছিলেন, ইস্রায়েল সন্তানেরা সেইমত
করল।

৬ কিন্তু এমনটি ঘটল যে, কয়েকজন লোক ছিল, যারা একটা মৃতদেহ স্পর্শ করায় অশুচি হওয়ার
ফলে সেইদিন পাস্কা পালন করতে পারল না; তাই তারা সেইদিন মোশীর ও আরোনের সামনে

এসে দাঁড়িয়ে ৭ মোশীকে বলল, ‘আমরা একটা মৃতদেহ স্পর্শ করে অশুচি হয়েছি, তবে ইস্রায়েল
সন্তানদের মধ্যে নির্দিষ্ট সময়ে প্রভুর উদ্দেশে অর্ঘ্য নিবেদন করতে কেন আমাদের বাধা থাকবে?’
৮ মোশী উত্তরে তাদের বললেন: ‘দাঁড়াও, আমি শুনি তোমাদের বিষয়ে প্রভু কী আজ্ঞা করেন।’ ৯
প্রভু মোশীকে বললেন, ১০ ‘ইস্রায়েল সন্তানদের তুমি একথা বল: তোমাদের মধ্যে বা তোমাদের
ভাবী সন্তানদের মধ্যে যদিও কেউ কোন মৃতদেহ স্পর্শ করে অশুচি হয় কিংবা যাত্রাপথে দূরে
থাকে, তবুও সে প্রভুর উদ্দেশে পাস্কা পালন করতে পারবে। ১১ দ্বিতীয় মাসে চতুর্দশ দিনে
সন্ধ্যাকালে তারা তা পালন করবে; তারা খামিরবিহীন রুটি ও তিক্ত শাকের সঙ্গে শাবকটা খাবে;
১২ সকাল পর্যন্ত তার কিছুই বাকি রাখবে না, তার কোন হাড়ও ভাঙবে না; পাস্কার সমস্ত বিধি
অনুসারেই তারা তা পালন করবে। ১৩ কিন্তু যে কেউ শুচি, বা যাত্রাপথে না থাকে, সে যদি পাস্কা
পালন না করে, তবে তেমন ব্যক্তিকে তার আপন জনগণের মধ্য থেকে উচ্ছেদ করা হবে; কারণ
নির্দিষ্ট সময়ে প্রভুর উদ্দেশে অর্ঘ্য না আনায় সে তার নিজের পাপের দণ্ড বহন করবে। ১৪ আর
তোমাদের মধ্যে প্রবাসী হয়ে বাস করে এমন বিদেশী লোক যদি প্রভুর উদ্দেশে পাস্কা পালন করে,
সে পাস্কার বিধিমতে ও পর্বের নিয়মনীতি অনুসারেই তা পালন করবে; বিদেশী বা স্বদেশী
দু’জনেরই জন্য তোমাদের পক্ষে একটিমাত্র বিধি থাকবে।’

আবাসের উপরে মেঘের অবতরণ

১৫ যেদিন আবাসটি স্থাপিত হল, সেদিন মেঘটি আবাসটিকে অর্থাৎ সাক্ষাৎ-তাঁবুটিকে ঢেকে
দিল: সন্ধ্যাবেলায় মেঘটি আবাসের উপরে দেখতে আগুনের মত ছিল, এমন আগুন যা সকাল
পর্যন্ত থাকত। ১৬ তেমনটি সবসময়ই ঘটত: মেঘটি আবাস ঢেকে দিত, আর রাত্রে আগুনের মত
দেখা যেত। ১৭ যে কোন সময় মেঘ তাঁবুর উপর থেকে ঊর্ধ্বে সরে যেত, তখন ইস্রায়েল সন্তানেরা
রওনা হত; এবং মেঘ যেখানে থামত, ইস্রায়েল সন্তানেরা সেইখানে শিবির বসাত। ১৮ প্রভুর
আজ্ঞা অনুসারেই ইস্রায়েল সন্তানেরা রওনা হত, আবার প্রভুর আজ্ঞা অনুসারেই শিবির বসাত:
মেঘটি যতদিন আবাসের উপরে বসে থাকত, ততদিন তারা শিবিরে থাকত। ১৯ মেঘ যখন
আবাসের উপরে বেশি দিন থাকত, তখন ইস্রায়েল সন্তানেরা প্রভুর আদেশ মেনে চলে রওনা হত
না। ২০ কিন্তু যদি মেঘ অল্প দিন আবাসের উপরে থাকত, তাহলে যেমন প্রভুর আজ্ঞায় তারা শিবির
বসিয়েছিল, তেমনি প্রভুর আজ্ঞায় আবার রওনা হত। ২১ যদি মেঘ সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত বসে
থাকত, তাহলে মেঘটি সকালবেলায় ঊর্ধ্বে সরে গেলে তারা রওনা হত; অথবা মেঘটি যদি পুরো
এক দিন ও পুরো এক রাত বসে থাকত, তা ঊর্ধ্বে সরে গেলেই তারা রওনা হত। ২২ দু’ দিন বা
এক মাস বা এক বছর হোক, আবাসের উপরে মেঘ যতদিন বসে থাকত, ইস্রায়েল সন্তানেরাও
ততদিন শিবিরে বাস করত, রওনা হত না; কিন্তু মেঘটি ঊর্ধ্বে সরে গেলেই তারা রওনা হত। ২৩
প্রভুর আজ্ঞায়ই তারা শিবির বসাত, প্রভুর আজ্ঞায়ই রওনা হত; মোশীর মধ্য দিয়ে দেওয়া প্রভুর
আজ্ঞা অনুসারে তারা প্রভুর আদেশ পালন করত।

রুপোর তুরি দু’টো

১০প্রভু মোশীকে আরও বললেন, ২ ‘তুমি দু’টো রুপোর তুরি তৈরি কর; পিটানো রুপোরই তৈরি
কর। তুমি তা জনমণ্ডলীকে আহ্বান করার জন্য ও শিবির ওঠাবার জন্য ব্যবহার করবে। ৩ সেই
তুরি দু’টো বাজলে গোটা জনমণ্ডলী সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারে তোমার কাছে সমবেত হবে। ৪

কিন্তু কেবল একটা তুরি বাজলে তবে কেবল নেতারা, ইস্রায়েলের সেই সহস্রপতিরাই তোমার
কাছে সমবেত হবে। ৫ তোমরা রণধ্বনি সহ তুরি বাজালে পুবদিকের শিবিরের লোকেরা শিবির
ওঠাবে। ৬ তোমরা দ্বিতীয়বার রণধ্বনি সহ তুরি বাজালে দক্ষিণ দিকের শিবিরের লোকেরা শিবির
ওঠাবে; যখন তাদের রওনা হতে হবে তখন রণধ্বনি সহ তুরি বাজাতে হবে। ৭ কিন্তু যখন
জনমণ্ডলীকে একত্রে সমবেত করতে হবে, তখন তোমরা তুরি বাজাবে, কিন্তু রণধ্বনি সহ নয়। ৮
আরোনের সন্তান সেই যাজকেরাই সেই তুরি বাজাবে; তোমাদের ও তোমাদের বংশধরদের জন্য
এ হবে চিরস্থায়ী বিধি।
৯ যখন তোমরা তোমাদের দেশে তোমাদের আক্রমণকারী বিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাবে,
তখন রণধ্বনি সহ তুরি বাজাবে; তাতে তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর সামনে তোমাদের স্মরণ করা
হবে, ও তোমরা তোমাদের শত্রুদের হাত থেকে রেহাই পাবে। ১০ তেমনিভাবে তোমাদের আনন্দের
দিনে, পর্বদিনে ও মাসের শুরুতে তোমাদের আহুতির ও তোমাদের মিলন-যজ্ঞের উপরে তোমরা
সেই তুরি বাজাবে; তা তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর সামনে তোমাদের কথা স্মরণ করাবে। আমি
প্রভু তোমাদের পরমেশ্বর।'

যাত্রাপথে জনগণ বিন্যাস

১১ দ্বিতীয় বছরের দ্বিতীয় মাসে, সেই মাসের বিংশ দিনে মেঘটি সাক্ষ্যের আবাসের উপর থেকে
ঊর্ধ্বে সরে গেল, ১২ আর ইস্রায়েল সন্তানেরা তাদের যাত্রা-অনুক্রম অনুসারে সিনাই মরুপ্রান্তর
থেকে রওনা হল; মেঘটি পারান মরুপ্রান্তরে থামল। ১৩ তাই মোশীর মধ্য দিয়ে দেওয়া প্রভুর আজ্ঞা
অনুসারে তারা প্রথমবারের মত রওনা হল। ১৪ প্রথম হয়ে নিজ সৈন্যশ্রেণী অনুসারে
যুদা-সন্তানদের শিবিরের নিশান চলল: তাদের সেনাপতি ছিলেন আম্মিনাদাবের সন্তান নাহ্সোন;
১৫ ইসাখার গোষ্ঠীর সেনাপতি ছিলেন সুয়ারের সন্তান নেথানেয়েল; ১৬ জাবুলোন গোষ্ঠীর সেনাপতি
ছিলেন হেলোনের সন্তান এলিয়াব। ১৭ তখন আবাসটি খুলে দেওয়া হল, এবং গের্শোনের সন্তানেরা
ও মেরারির সন্তানেরা আবাসটি বহন করতে করতে এগিয়ে যেতে লাগল।
১৮ তারপর নিজ সৈন্যশ্রেণী অনুসারে রূবেনের শিবিরের নিশান চলল: তাদের সেনাপতি ছিলেন
শেদেউরের সন্তান এলিসুর; ১৯ সিমেয়োন গোষ্ঠীর সেনাপতি ছিলেন সুরিসাদ্দাইয়ের সন্তান
শেলুমিয়েল; ২০ গাদ গোষ্ঠীর সেনাপতি ছিলেন রেউয়েলের সন্তান এলিয়াসাফ। ২১ পরে
কেহাতীয়েরা পবিত্রধাম বহন করতে করতে রওনা হল; ওরা গন্তব্য স্থানে এসে পৌঁছবার আগেই
অন্যদের আবাস স্থাপন করার কথা ছিল। ২২ তারপর নিজ সৈন্যশ্রেণী অনুসারে এফ্রাইম-সন্তানদের
শিবিরের নিশান চলল: তাদের সেনাপতি ছিলেন আম্মিহুদের সন্তান এলিসামা; ২৩ মানাসে গোষ্ঠীর
সেনাপতি ছিলেন পেদাহ্সুরের সন্তান গামালিয়েল; ২৪ বেঞ্জামিন গোষ্ঠীর সেনাপতি ছিলেন
গিদিয়োনির সন্তান আবিদান। ২৫ তারপর সমস্ত শিবিরের পিছনে নিজ সৈন্যশ্রেণী অনুসারে
দান-সন্তানদের শিবিরের নিশান চলল: তাদের সেনাপতি ছিলেন আম্মিসাদ্দাইয়ের সন্তান
আহিয়েজের; ২৬ আসের গোষ্ঠীর সেনাপতি ছিলেন অক্রানের সন্তান পাগিয়েল; ২৭ নেফ্তালি
গোষ্ঠীর সেনাপতি ছিলেন এনানের সন্তান আহিরা। ২৮ তাদের সৈন্যশ্রেণী অনুসারে ইস্রায়েল
সন্তানদের যাত্রা-অনুক্রম এই ছিল; এইভাবে তারা রওনা হল।
২৯ মোশী তাঁর শ্বশুর মিদিয়ানীয় রুয়েলের সন্তান হোবাবকে বললেন, 'আমরা সেই স্থানেরই
দিকে রওনা হচ্ছি, যা বিষয়ে প্রভু বলেছেন: আমি তা তোমাদের অধিকারে দেব; তুমিও আমাদের

সঙ্গে এসো, আমরা তোমার মঙ্গল করব, কেননা প্রভু ইস্রায়েলের পক্ষে মঙ্গল করবেন বলে
প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।' ৩০ তিনি তাঁকে উত্তর দিলেন, 'আমি যাব না, আমি আমার আপন দেশে ও
আপন ভাইদের কাছে ফিরে যাব।' ৩১ মোশী বললেন, 'অনুরোধ করছি, আমাদের ছেড়ে যেয়ো না,
কেননা তুমিই জান মরুপ্রান্তরের মধ্যে আমাদের কোথায় শিবির বসানো উচিত, এতে তুমি
আমাদের পক্ষে চোখস্বরূপ হবে। ৩২ তুমি যদি আমাদের সঙ্গে চল, তবে প্রভু আমাদের প্রতি যে
মঙ্গল করবেন, আমরা তোমার প্রতি তাই করব।'
৩৩ তাই তারা প্রভুর পর্বত থেকে তিন দিন ধরে হেঁটে চলল; প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষাও তাদের জন্য
বিশ্রামস্থানের খোঁজে সেই তিন দিন ধরে তাদের আগে আগে চলল। ৩৪ শিবির থেকে রওনা
হওয়ার সময় থেকে প্রভুর মেঘ দিনের বেলায় তাদের উপরে থাকত। ৩৫ যখন মঞ্জুষা এগিয়ে যেত,
তখন মোশী বলতেন: 'প্রভু, উত্থিত হও, তোমার শত্রুরা ছত্রভঙ্গ হোক, তোমার বিদ্বেষীরা তোমার
সম্মুখ থেকে পালিয়ে যাক।' ৩৬ যখন মঞ্জুষাটি থামত, তখন তিনি বলতেন: 'প্রভু, সহস্র সহস্র
কোটি কোটি ইস্রায়েলীয়দের কাছে ফিরে এসো।'

মরুপ্রান্তরের মধ্য দিয়ে যাত্রা

১১তখন এমনটি ঘটল যে, জনগণ অসন্তোষে গজগজ করে কথা বলে বসল, এমন কথা যা প্রভু
দুঃখের সঙ্গেই শুনলেন; আর যখন প্রভু শুনলেন, তখন তাঁর ক্রোধ জেগে উঠল, আর তাদের
মধ্যে প্রভুর আগুন জ্বলে উঠে শিবিরের এক প্রান্তভাগ গ্রাস করল। ২ লোকেরা মোশীর কাছে
হাহাকার করল; তাই মোশী প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলে সেই আগুন নিভে গেল। ৩ তিনি ওই
জায়গার নাম তাবেরা রাখলেন, কেননা প্রভুর আগুন তাদের মধ্যে জ্বলেছিল।

জনগণের গজগজানি

৪ তাদের মধ্যে নানা জাতের যে লোকেরা ছিল, তারা অন্য ধরনের খাদ্যের লোভে আক্রান্ত হয়ে
উঠল, আর ইস্রায়েল সন্তানেরা আবার হাহাকার করতে লাগল; বলল, 'কে আমাদের মাংস খেতে
দেবে? ৫ হায় হায়, আমাদের মনে পড়ছে সেই মাছের কথা, যা মিশর দেশে আমরা বিনামূল্যে
খেতাম; সেই শশা, তরমুজ, নীলশাক, পিঁয়াজ ও রসুনের কথাই মনে পড়ছে! ৬ এখন আমাদের
প্রাণ শুকিয়ে যাচ্ছে; এখানে আর কিছু নেই; আমাদের চোখের সামনে এই মান্না ছাড়া আর কিছুই
নেই!'
৭ মান্নাটা ছিল ধনে বীজের মত, আর দেখতে সুরভি মলমের মত। ৮ লোকেরা এদিক ওদিক
গিয়ে তা কুড়োত, এবং জাঁতায় পিষে বা হামানে গুঁড়ো করে কড়াইতে সিদ্ধ করত বা পিঠা তৈরি
করত; তার স্বাদ ছিল তৈলাক্ত পিঠার মত। ৯ রাতে শিবিরের উপরে শিশির পড়লে ওই মান্নাও
তার উপরে পড়ত।
১০ মোশী লোকদের হাহাকার শুনতে পেলেন, প্রতিটি পরিবারের লোকেরা নিজ নিজ তাঁবুর
প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল। তখন প্রভুর প্রচণ্ড ক্রোধ জ্বলে উঠল; ব্যাপারটার জন্য মোশীরও
অসন্তোষ হল। ১১ মোশী প্রভুকে বললেন, 'তুমি কেন তোমার এই দাসের প্রতি এত দুর্ব্যবহার
করছ? কেনই বা আমি তোমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাইনি, যার ফলে তুমি এই সকল লোকের ভার
আমার মাথায় চেপে দিয়েছ? ১২ আমি কি এই সমস্ত লোককে নিজেরই গর্ভে ধারণ করেছি? আমিই
কি এদের জন্ম দিয়েছি যে, তুমি আমাকে বলবে: ধাইমা যেমন দুধের শিশুকে বয়, তেমনি তুমি

কোলে করে এদের বয়ে নিয়ে যাও সেই দেশভূমি পর্যন্ত, যা আমি এদের পূর্বপুরুষদের কাছে দেব
বলে শপথ করেছিলাম? ১৩ এই সমস্ত লোককে খেতে দেবার মত মাংস আমি কোথায় পাব? এরা
তো আমার কাছে হাহাকার করে শুধু বলছে, আমাদের মাংস খেতে দাও! ১৪ একাকী হয়ে এত
লোকের ভার সহ্য করা আমার অসাধ্য; হ্যাঁ, তেমন ভার আমার পক্ষে অতিরিক্ত। ১৫ তোমাকে
যদি এইভাবে আমার প্রতি ব্যবহার করতে হয়, তবে দোহাই তোমার, আমাকে একেবারে হত্যা
কর। তোমার দৃষ্টিতে যদি অনুগ্রহ পেয়ে থাকি, তাহলে আমি যেন আমার নিজের দুর্গতি না
দেখি!’

১৬ প্রভু মোশীকে বললেন, ‘যাদের তুমি লোকদের প্রবীণ ও শাস্ত্রী বলে জান, ইস্রায়েলের এমন
সত্তরজন প্রবীণ লোককে আমার কাছে সংগ্রহ কর; তাদের সাক্ষাৎ-তাঁবুর কাছে নিয়ে এসো;
তারা তোমার সঙ্গে সেখানে উপস্থিত হোক। ১৭ আমি নেমে এসে সেখানে তোমার সঙ্গে কথা বলব,
এবং তোমার উপরে যে আত্মা অধিষ্ঠিত, তাঁর কিছুটা অংশ নিয়ে তাদের উপরে অধিষ্ঠান করাব,
যেন তারা তোমার সঙ্গে লোকদের ভার বয় আর তোমাকে একাকীই লোকদের ভার না বইতে
হয়। ১৮ তুমি লোকদের বলবে: আগামীকালের জন্য নিজেদের শুচীকৃত কর, আর মাংস খেতে
পারবে, কেননা তোমরা প্রভুর কানে হাহাকার করেছ, বলেছ, কেইবা আমাদের মাংস খেতে
দেবে? হায় হায়, মিশরে আমাদের কতই না মঙ্গল ছিল! আচ্ছা, প্রভু তোমাদের মাংস দেবেন,
আর তোমরা তা খাবে: ১৯ একদিন বা দু’ দিন বা পাঁচ দিন বা দশ দিন বা কুড়ি দিন তা খাবে
এমন নয়; ২০ পুরা এক মাস ধরেই খাবে; যতদিন না তা তোমাদের নাক থেকে বের হয়, ততদিন
খাবে, কারণ তোমাদের মাঝে যিনি উপস্থিত, সেই প্রভুকে তোমরা অগ্রাহ্য করেছ, এবং তাঁর
সামনে হাহাকার করে একথা বলেছ: আমরা কেনই বা মিশর থেকে বের হয়ে এসেছি?’ ২১ মোশী
বললেন, ‘যাদের মধ্যে আমি রয়েছি, তাদের বয়স্কদের সংখ্যা ছ’লক্ষ! আর তুমি নাকি বলছ,
আমি তাদের মাংস দেব, আর তারা পুরা এক মাস মাংস খাবে? ২২ মেষ-ছাগের ও গবাদি পশুর
পাল মারলেও কি তাদের পক্ষে তা যথেষ্ট হবে? সমুদ্রের সমস্ত মাছ জড় করলেও কি তাদের
পক্ষে তা যথেষ্ট হবে?’ ২৩ প্রভু মোশীকে বললেন, ‘প্রভুর হাত কি খাটো হয়ে পড়েছে? এখন
দেখবে, তোমার কাছে আমার এই বাণী সার্থক হবে কিনা!’

সত্তরজন প্রবীণের উপরে আত্মা প্রদান

২৪ মোশী বাইরে গিয়ে প্রভুর বাণী লোকদের জানিয়ে দিলেন; এবং লোকদের প্রবীণদের মধ্যে
সত্তরজনকে সংগ্রহ করে তাঁবুর চারপাশে তাঁদের দাঁড় করিয়ে দিলেন। ২৫ তখন প্রভু মেঘে নেমে
এসে তাঁর সঙ্গে কথা বললেন, এবং যে আত্মা তাঁর উপরে ছিল, তার কিছুটা অংশ নিয়ে সেই
সত্তরজন প্রবীণের উপরে অধিষ্ঠান করালেন। আত্মা তাঁদের উপরে অধিষ্ঠান করলেই তাঁরা নবীর
মতই বাণী দিতে লাগলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে আর দিলেন না। ২৬ এদিকে শিবিরের মধ্যে দু’জন
লোক থেকে গেছিলেন, একজনের নাম এল্‌দাদ, আর একজনের নাম মেদাদ; সেই আত্মা তাঁদের
উপরে অধিষ্ঠান করল; তাঁবুর কাছে যাবার জন্য বাইরে না গেলেও তাঁরা ওই লোকদের মধ্যে
তালিকাভুক্ত হলেন। তাঁরা শিবিরের মধ্যে নবীয় বাণী দিতে লাগলেন। ২৭ তখন একটি যুবক
দৌড়ে গিয়ে মোশীকে বলল, ‘এল্‌দাদ ও মেদাদ শিবিরে নবীয় বাণী দিচ্ছেন।’ ২৮ তখন নূনের
সন্তান যোশুয়া, যিনি যৌবনকাল থেকে মোশীর সেবায় ছিলেন, তিনি বললেন, ‘হে আমার প্রভু
মোশী, তাঁদের বারণ করুন!’ ২৯ মোশী উত্তরে তাঁকে বললেন, ‘আমার পক্ষে কি তোমার ঈর্ষা

হচ্ছে? আহা, এমনটিই যদি হত যে, প্রভুর গোটা জনগণই নবী হত ও প্রভু তাদের সকলের
উপরে তাঁর আপন আত্মা অধিষ্ঠান করাতেন!' ৩০ পরে মোশী ও ইস্রায়েলের প্রবীণবর্গ শিবিরে
ফিরে গেলেন।

ভারুই পাখি

৩১ ইতিমধ্যে প্রভু দ্বারা প্রেরিত এমন বাতাস বইতে লাগল, যা সমুদ্র থেকে ভারুই পাখি এনে
শিবিরের উপরে ফেলল: শিবিরের চারদিকে এপাশে এক দিনের যত পথ, ওপাশে এক দিনের
যত পথ, তত পথ পর্যন্তই ফেলল, সেগুলো মাটির উপরে দু'হাত উচ্চ হয়ে রইল। ৩২ লোকেরা
সারাদিন ও সারারাত এবং পরদিন আবার সারাদিন ধরে ভারুই পাখি সংগ্রহ করতে ব্যস্ত থাকল;
তাদের মধ্যে কেউই দশ হোমরের নিচে সংগ্রহ করল না; পরে সেগুলোকে তারা শিবিরের
চারদিকে ছড়িয়ে রাখল। ৩৩ মাংস তখনও তাদের দাঁতের মধ্যে ছিল, তারা তখনও তা চিবাচ্ছিল,
এমন সময় প্রভুর ক্রোধ জনগণের উপরে জ্বলে উঠল: প্রভু ভারী মহামারী দ্বারা জনগণকে আঘাত
করলেন। ৩৪ মোশী সেই জায়গার নাম কিব্রোৎ-হাত্তাবা রাখলেন, কেননা যারা অন্য ধরনের
খাদ্যের লোভে পড়েছিল, সেই লোকদের তারা সেই জায়গায় সমাধি দিল। ৩৫ কিব্রোৎ-হাত্তাবা
থেকে জনগণ হাজেরোতের দিকে রওনা হল আর সেই হাজেরোতে থামল।

মোশীই একমাত্র মধ্যস্থ

১২যে কুশীয় স্ত্রীলোককে মোশী বিবাহ করেছিলেন, তাকে কেন্দ্র করে মরিয়ম ও আরোন মোশীর
বিরুদ্ধে কথা বলতে লাগলেন; তিনি আসলে কুশীয় একটি মেয়েকে বিবাহ করেছিলেন। ২ তাঁরা
বললেন, 'প্রভু কি কেবল মোশীর মধ্য দিয়েই কথা বলেছেন? আমাদেরও মধ্য দিয়ে কি
বলেননি?' প্রভু একথা শুনলেন। ৩ মোশী ছিলেন নম্র মানুষ, পৃথিবীর মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে নম্র
মানুষ। ৪ প্রভু সঙ্গে সঙ্গেই মোশী, আরোন ও মরিয়মকে বললেন, 'তোমরা তিনজনে বের হয়ে
সাক্ষাৎ-তাঁবুর কাছে এসো।' তাঁরা তিনজনে বেরিয়ে এলেন। ৫ তখন প্রভু এক মেঘস্তম্ভে নেমে
এসে তাঁবুর প্রবেশদ্বারে দাঁড়ালেন, এবং আরোন ও মরিয়মকে ডাকলেন; তাঁরা দু'জনে এগিয়ে
এলেন। ৬ তিনি বললেন, 'তোমরা আমার বাণী শোন! তোমাদের মধ্যে যদি কেউ নবী হয়, তবে
আমি প্রভু তার কাছে দর্শনযোগে নিজেকে প্রকাশ করি, স্বপ্নে তার সঙ্গে কথা বলি। ৭ আমার দাস
মোশীর ব্যাপারে তেমন নয়, আমার সমস্ত গৃহের মধ্যে সে-ই বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি; ৮ তার সঙ্গে
আমি মুখোমুখি হয়ে কথা বলি—নিগূঢ় ভাষার আশ্রয়ে নয়, প্রকাশ্যেই; এবং সে প্রভুর রূপ
দেখতে পায়। তাই তোমরা আমার দাস এই মোশীর বিরুদ্ধে কথা বলতে কেমন করে ভীত
হওনি?' ৯ তাঁদের উপরে প্রভুর ক্রোধ জ্বলে উঠল, আর তিনি চলে গেলেন; ১০ আর তাঁবুর উপর
থেকে মেঘটি সরে গেলে দেখা গেল যে, মরিয়ম সংক্রামক চর্মরোগে আক্রান্ত হয়েছেন, তাঁর সারা
গা তুষারের মত সাদা; আরোন মরিয়মের দিকে ফিরে তাকালেন, আর দেখ, তিনি সংক্রামক
চর্মরোগে আক্রান্ত! ১১ আরোন মোশীকে বললেন, 'হায়, প্রভু আমার, দোহাই তোমার, নির্বোধের
মত আমরা এই যে পাপ করে ফেলেছি, তেমন পাপের ফল আমাদের আরোপ করো না। ১২ মরা
অবস্থায় যে শিশুর জন্ম, মাতৃগর্ভ থেকে বের হওয়ার সময়ে যার অর্ধেক শরীর পচা থাকে,
মরিয়মের অবস্থা যেন তেমন না হয়!' ১৩ মোশী চিৎকার করে প্রভুকে ডাকলেন, 'ঈশ্বর, দোহাই
তোমার, একে নিরাময় কর!' ১৪ প্রভু মোশীকে বললেন, 'তার পিতা যদি তার মুখে থুথু দিত,

তাহলে সে কি সাত দিন তার লজ্জা ভোগ করত না? সে সাত দিন ধরে শিবিরের বাইরে পৃথক
থাকুক; তারপরে তাকে আবার ভিতরে আনা হোক।' ১৫ তাই মরিয়মকে সাত দিন শিবিরের
বাইরে পৃথক করে রাখা হল, আর যতদিন মরিয়মকে ভিতরে আনা না হল, ততদিন জনগণ
রওনা হল না। ১৬ পরে জনগণ হাজেরোৎ থেকে রওনা হয়ে পারান মরুপ্রান্তরে শিবির বসাল।

কানান দেশ পরিদর্শন

১৩প্রভু মোশীকে বললেন, ২ 'আমি ইস্রায়েল সন্তানদের যে কানান দেশ দিতে চলেছি, তা
পরিদর্শন করতে তুমি লোক পাঠাও—প্রত্যেক গোষ্ঠী থেকে একজন করে লোক সেখানে পাঠাও;
তাদের প্রত্যেককে হতে হবে তাদের গোষ্ঠীর নেতাদের মধ্যে একজন।' ৩ প্রভুর আজ্ঞা অনুসারে
মোশী পারান মরুপ্রান্তর থেকে তাঁদের পাঠিয়ে দিলেন; তাঁরা সকলে ইস্রায়েল সন্তানদের নেতা
ছিলেন।

৪ তাঁদের নাম এই: রূবেন গোষ্ঠীর জন্য জাক্কুর সন্তান শাম্মুয়া; ৫ সিমেয়োন গোষ্ঠীর জন্য হোরীর
সন্তান শাফাট; ৬ যুদা গোষ্ঠীর জন্য যেফুন্নির সন্তান কালেব; ৭ ইসাখার গোষ্ঠীর জন্য যোসেফের
সন্তান ইগাল; ৮ এফ্রাইম গোষ্ঠীর জন্য নূনের সন্তান হোসেয়া; ৯ বেঞ্জামিন গোষ্ঠীর জন্য রাফুর
সন্তান পাল্‌টি; ১০ জাবুলোন গোষ্ঠীর জন্য সোদির সন্তান গাদ্দিয়েল; ১১ যোসেফ গোষ্ঠীর অর্থাৎ
মানাসে গোষ্ঠীর জন্য সুসির সন্তান গাদ্দি; ১২ দান গোষ্ঠীর জন্য গেমাল্লির সন্তান আম্মিয়েল; ১৩
আসের গোষ্ঠীর জন্য মিখায়েলের সন্তান সেথুর; ১৪ নেফ্‌তালি গোষ্ঠীর জন্য বপ্সির সন্তান নাহ্‌বি;
১৫ গাদ গোষ্ঠীর জন্য মাখির সন্তান গেউয়েল। ১৬ যাঁদের মোশী দেশ পরিদর্শন করতে পাঠালেন,
সেই লোকদের নাম এই। মোশী নূনের সন্তান হোসেয়ার নাম যোশুয়া রাখলেন।

১৭ কানান দেশ পরিদর্শনে পাঠানোর সময়ে মোশী তাঁদের বললেন, 'তোমরা নেগেবের মধ্য
দিয়ে সেখানে যাও, পরে পার্বত্য অঞ্চলের পথ ধরে ১৮ দেখ সেই দেশ কেমন, সেখানকার
অধিবাসীরা শক্তিশালী কি দুর্বল, সংখ্যায় অল্প কি অনেক; ১৯ তারা যে অঞ্চলে বাস করে তা
কেমন, ভাল কি মন্দ, ও যে শহরগুলোতে তারা বাস করে, সেগুলো কী ধরনের: সেগুলো উন্মুক্ত
কি প্রাচীরে ঘেরা, ২০ ভূমি কি ধরনের, উর্বর কি অনুর্বর, গাছপালা আছে কিনা। তোমরা সাহসী
হও, সেই দেশের কিছু ফল সঙ্গে নিয়ে এসো।' তখন আঙুরফল পাকার সময় ছিল।

২১ তাঁরা রওনা হয়ে সীন মরুপ্রান্তর থেকে রেহোব পর্যন্ত লেবো-হামাতের কাছে সমস্ত দেশ
পরিদর্শন করলেন। ২২ তাঁরা নেগেবের মধ্য দিয়ে পথ ধরে হেব্রোন পর্যন্ত গেলেন, সেখানে
আনাকের তিন সন্তান আহিমান, শেশাই ও তাল্‌মাই ছিল। মিশরে তানিস স্থাপনের সাত বছর
আগেই হেব্রোন স্থাপিত হয়েছিল। ২৩ তাঁরা এস্কোল উপত্যকায় এসে পৌঁছে সেখানে আঙুরগুচ্ছ সহ
আঙুরলতার এক শাখা কেটে তাদের মধ্যে দু'জন তা দণ্ডে করে বয়ে আনলেন; তাঁরা কতগুলো
ডালিম ও ডুমুরফলও সঙ্গে আনলেন। ২৪ ইস্রায়েল সন্তানেরা সেখানে সেই আঙুরগুচ্ছ কেটেছিলেন
বিধায় সেই উপত্যকা এস্কোল নামে অভিহিত হল। ২৫ তাঁরা দেশ পরিদর্শন করে চল্লিশদিন পরে
ফিরে এলেন।

২৬ তাঁরা পারান মরুপ্রান্তরের কাদেশ নামে জায়গায় মোশী, আরোন ও ইস্রায়েল সন্তানদের সঙ্গে
সাক্ষাৎ করতে গেলেন, ও তাঁদের কাছে ও গোটা জনমণ্ডলীর কাছে তাঁদের যাত্রার একটা বিবরণ
দিলেন, এবং সেই দেশের ফল তাদের দেখালেন। ২৭ তাঁরা বর্ণনা করে বললেন, 'আপনি যে দেশে
আমাদের পাঠিয়েছেন, আমরা সেখানে গিয়েছি: দেশটি দুধ ও মধু-প্রবাহী বটে; এই দেখুন,

এগুলো তার ফল! ২৮ যাই হোক, সেখানকার অধিবাসীরা প্রতাপশালী, সেখানকার শহরগুলো
প্রাচীরে ঘেরা ও খুবই বড়; এবং সেখানে আমরা আনাকের সন্তানদেরও দেখেছি। ২৯ নেগেব
অঞ্চল আমালেকীয়দের বাসস্থান; পার্বত্য অঞ্চল হিত্তীয়, যেবুসীয় ও আমোরীয়দের বাসস্থান;
এবং সমুদ্রের কাছে ও যর্দনের ধারে কানানীয়দের বাসস্থান।' ৩০ কালেব মোশীর চারপাশের
লোকদের শান্ত করে বললেন, 'এসো, আমরা তাড়াতাড়ি গিয়ে দেশটিকে দখল করি, কেননা তা
জয় করার ক্ষমতা আমাদের নিশ্চয়ই আছে।' ৩১ কিন্তু যে লোকেরা তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন, তাঁরা
বললেন, 'সেই লোকদের বিরুদ্ধে যাব, তেমন ক্ষমতা আমাদের নেই, কেননা তারা আমাদের চেয়ে
শক্তিশালী।' ৩২ যে দেশ পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন, ইস্রায়েল সন্তানদের সামনে তাঁরা সেই দেশ
অবজ্ঞা করতে লাগলেন, বললেন, 'আমরা যে দেশ পরিদর্শন করতে জায়গায় জায়গায়
গিয়েছিলাম, সেই দেশ তার আপন অধিবাসীদের গ্রাস করে ফেলে! সেই দেশে আমরা যত লোক
দেখেছি, তারা সকলে বিরাট লম্বা! ৩৩ সেখানে আমরা আনাকের বংশধর দৈত্যজাতের সেই
দৈত্যদেরও দেখেছি, যাদের কাছে—আমাদের মনে হচ্ছিল—আমরা যেন ফড়িঙ্গের মত; আর
তাদের চোখেও আমরা ঠিক তাই ছিলাম।'

ইস্রায়েলীয়দের বিদ্রোহ

১৪তখন গোটা জনমণ্ডলী হইচই করে চিৎকার করতে লাগল, আর সেইদিন লোকেরা সারারাত
ধরে হাহাকার করল। ২ ইস্রায়েল সন্তানেরা সকলে মোশীর বিরুদ্ধে ও আরোনের বিরুদ্ধে গজগজ
করল, ও গোটা জনমণ্ডলী তাঁদের বলল, 'হায় হায়, আমরা যদি মিশর দেশে মরে যেতাম! যদি
এই মরুপ্রান্তরেই মরে যেতাম! ৩ প্রভু আমাদের খড়্গের আঘাতে ধরাশায়ী হতে কেন আমাদের এই
দেশে চালনা করছেন? আমাদের বধূ ও ছেলেরা লুটের বস্তু হয়ে যাবে! আমাদের পক্ষে কি মিশরে
ফিরে যাওয়াই ভাল নয়?' ৪ তারা পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল: 'এসো, আমরা
একজনকে নেতা করে মিশরে ফিরে যাই!'

৫ এতে মোশী ও আরোন ইস্রায়েল সন্তানদের সমবেত গোটা জনমণ্ডলীর সামনে উপুড় হয়ে
পড়লেন। ৬ যাঁরা দেশ পরিদর্শন করে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে নূনের সন্তান যোশুয়া ও যেফুন্নির
সন্তান কালেব নিজ পোশাক ছিঁড়লেন, ৭ এবং ইস্রায়েল সন্তানদের গোটা জনমণ্ডলীকে উদ্দেশ করে
একথা বললেন, 'আমরা যে দেশ পরিদর্শন করতে গিয়েছিলাম, তা একেবারে উত্তম দেশ। ৮ প্রভু
যদি আমাদের প্রতি প্রীত হন, তবে তিনি আমাদের সেই দেশে প্রবেশ করিয়ে তা আমাদের
দেবেন; সেই তো দুধ ও মধু-প্রবাহী এক দেশ! ৯ কিন্তু তোমরা যেন কোন মতে প্রভুর প্রতি
বিদ্রোহী না হও, সেই দেশের লোকদেরও যেন ভয় না কর, কারণ তারা আমাদের কাছে রুটির
মত! এবং তাদের রক্ষাকারী দেবতারা তাদের ছেড়ে গেছে, কিন্তু প্রভু আমাদের সঙ্গে আছেন;
তাদের বিষয়ে ভয় করো না!'

প্রভুর ক্রোধ ও মোশীর মধ্যস্থতা

১০ গোটা জনমণ্ডলী সেই দু'জনকে পাথর ছুড়ে মারার কথা বলছিল, এমন সময় সাক্ষাৎ-তাঁবুতে
প্রভুর গৌরব সমস্ত ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে দেখা দিল। ১১ প্রভু মোশীকে বললেন, 'এই লোকেরা
আর কতকাল আমাকে অবজ্ঞা করে যাবে? এবং আমি এদের মধ্যে যে সকল চিহ্ন দেখিয়ে
দিয়েছি, তা দেখেও এরা আর কতকাল আমার প্রতি অবিশ্বাসী হয়ে থাকবে? ১২ আমি মহামারী
দ্বারা এদের আঘাত করব, আমার আপন জাতি বলে এদের অস্বীকার করব, এবং তোমাকেই

এদের চেয়ে বিরাট ও শক্তিশালী জাতি করব।’
১৩ মোশী প্রভুকে বললেন, ‘কিন্তু মিশরীয়েরা জানতে পেরেছে যে, তোমার আপন শক্তি দ্বারা
তুমি এই জনগণকে তাদের মধ্য থেকে বের করে এনেছ, ১৪ একথা তারা এই দেশের অধিবাসীদের
কাছেও বলে দিল। তারা এও শুনতে পেয়েছে যে, তুমি, প্রভু, এই জনগণের মধ্যে আছ; তুমি,
প্রভু, এদের মুখোমুখি হয়ে নিজেকে দেখাও; তোমার মেঘ এদের উপরে অধিষ্ঠিত, এবং তুমি
দিনের বেলায় মেঘস্তম্ভে ও রাত্রিবেলায় অগ্নিস্তম্ভে থেকে এদের আগে আগে হেঁটে চল। ১৫ তুমি যদি
এখন এই জনগণকে ঠিক একটা মানুষই মাত্র যেন মেরে ফেল, তবে ওই যে জাতিগুলো তোমার
সুখ্যাতি শুনেছে, তারা বলবে: ১৬ প্রভু এই জনগণকে যে দেশ দেবেন বলে শপথ করেছিলেন, সেই
দেশে তাদের প্রবেশ করাতে সক্ষম হননি বলে মরুপ্রান্তরে তাদের সংহার করেছেন। ১৭ এখন বরং
আমার প্রভুর মহাপ্রতাপ-ই প্রকাশিত হোক, যেহেতু তুমি নিজেই বলেছিলে: ১৮ প্রভু ক্রোধে ধীর ও
কৃপায় ধনবান; অপরাধ ও অন্যায় ক্ষমা করেন; কিন্তু শাস্তি থেকে রেহাই দেন না; পিতার
শঠতার দণ্ড সন্তানদের উপরে ডেকে আনেন তাদের তৃতীয় ও চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত। ১৯ দোহাই
তোমার, তোমার কৃপার মহত্ত্ব অনুসারে, এবং মিশর দেশ থেকে এই পর্যন্ত এই জনগণকে যেমন
ক্ষমা করে এসেছ, সেই অনুসারে এই জনগণের অপরাধ ক্ষমা কর।’ ২০ প্রভু বললেন, ‘তোমার
অনুরোধ অনুসারে আমি ক্ষমা করলাম! ২১ তবু, যেমন সত্যি আমি জীবন্ত, যেমন সত্যি সমস্ত
পৃথিবী প্রভুর গৌরবে পরিপূর্ণ, ২২ তেমনি যত লোক আমার গৌরব এবং মিশরে ও মরুপ্রান্তরে
সাধিত আমার চিহ্নগুলো দেখেও এই দশবার আমাকে পরীক্ষা করেছে ও আমার কথা মানেনি, ২৩
আমি যে দেশ সম্বন্ধে তাদের পিতৃপুরুষদের কাছে শপথ করেছিলাম, তারা কেউই সেই দেশ
দেখতে পাবে না; যারা আমাকে অবজ্ঞা করেছে, তাদের মধ্যে কেউই তা দেখতে পাবে না। ২৪
তথাপি, যেহেতু আমার দাস কালেব অন্য আত্মার মানুষ, ও পূর্ণ বিশ্বস্ততার সঙ্গে আমার অনুসরণ
করেছে, সে যে দেশে গিয়েছে, আমি সেই দেশে তাকে প্রবেশ করাব, এবং তার বংশ হবে সেই
দেশের অধিকারী। ২৫ (সমভূমি হল আমালেকীয় ও কানানীয়দের বাসস্থান।) আগামীকাল তোমরা
পিছন ফিরে লোহিত-সাগরের পথ দিয়ে মরুপ্রান্তরের দিকে রওনা হও।’
২৬ প্রভু মোশী ও আরোনকে আরও বললেন, ২৭ ‘আমার বিরুদ্ধে গজগজ করছে এই ধূর্ত
জনমণ্ডলীকে আমি আর কতকাল সহ্য করব? ইস্রায়েল সন্তানেরা গজগজ করে আমার বিরুদ্ধে যে
কথা বলে, তা আমি শুনেছি। ২৮ তুমি তাদের বল: আমার জীবনের দিব্যি!—প্রভুর উক্তি—
আমার কর্ণগোচরে তোমরা যা বলেছ, আমি তা তোমাদের প্রতি করবই করব! ২৯ এই মরুপ্রান্তরে
তোমাদের মৃতদেহ পড়ে থাকবে; কুড়ি বছর ও তার বেশি বয়সের তোমরা সকলে যারা
তালিকাভুক্ত হয়েছিলে ও গজগজ করে আমার বিরুদ্ধে কথা বলেছ, ৩০ আমি তোমাদের যে দেশে
বাস করাব বলে শপথ করেছিলাম, সেই দেশে তোমরা কেউই ঢুকবে না, কেবল যেফুন্নির সন্তান
কালেব ও নূনের সন্তান যোশুয়াই ঢুকবে। ৩১ তোমরা তোমাদের যে ছেলেদের বিষয়ে বলেছ, “এরা
লুটের বস্তু হবে,” তাদেরই আমি সেখানে প্রবেশ করাব: যে দেশ তোমরা তুচ্ছ করেছ, তারাই
তার পরিচয় পাবে। ৩২ কিন্তু তোমাদের মৃতদেহ এই মরুপ্রান্তরেই পড়ে থাকবে। ৩৩ তোমাদের
ছেলেরা চল্লিশ বছর এই মরুপ্রান্তরে উদ্দেশবিহীন ভাবে ঘুরে বেড়াবে, এবং এই মরুপ্রান্তরে
তোমাদের মৃতদেহের সংখ্যা যতদিন পূর্ণ না হয়, ততদিন তারা তোমাদের ব্যভিচারের ফল ভোগ
করবে। ৩৪ তোমরা যে চল্লিশ দিন দেশটি পরিদর্শন করেছ, সেই দিনের সংখ্যা অনুসারে চল্লিশ

বছর—এক এক দিনের জন্য এক এক বছর—তোমরা তোমাদের অপরাধ বহন করবে; হ্যাঁ,
আমার বিপক্ষতা কেমন, তা তোমরা জানতে পারবে। ৩৫ আমি, প্রভু, কথা বলেছি! এই যে
জনমণ্ডলী আমার বিরুদ্ধে একজোট হয়েছে, এই সমগ্র ধূর্ত জনমণ্ডলীর প্রতি আমি তা করবই:
এই মরুপ্রান্তরে তারা নিশ্চিহ্ন হবে, এইখানে তারা মরবে।'
৩৬ দেশ পরিদর্শন করতে মোশী যে লোকদের পাঠিয়েছিলেন, যাঁরা ফিরে এসে ওই দেশের দুর্নাম
রটিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে গোটা জনমণ্ডলীকে গজগজ করিয়েছিলেন, ৩৭ যাঁরা দেশের দুর্নাম
রটিয়েছিলেন, সেই লোকেরা প্রভুর সামনে মরণ-আঘাতে মারা পড়লেন। ৩৮ যে লোকেরা দেশ
পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে কেবল নূনের সন্তান যোশুয়া ও যেফুন্নির সন্তান
কালেব বেঁচে থাকলেন।

লোকদের দুঃসাহস

৩৯ যখন মোশী সমস্ত ইস্রায়েল সন্তানকে সেই কথা জানালেন, তখন জনগণ খুবই অবসন্ন হল।
৪০ ভোরে উঠে তারা পর্বতের চূড়ার দিকে রওনা হয়ে বলছিল: 'দেখ, সেই স্থানের দিকে রওনা
হই, যে স্থান থেকে প্রভু বলেছেন যে, আমরা পাপ করেছি।' ৪১ এতে মোশী বললেন, 'এখন
তোমরা প্রভুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করছ কেন? তোমাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবেই। ৪২ তোমরা যেয়ো না,
কারণ প্রভু তোমাদের মধ্যে নেই; গেলে তোমরা শত্রু দ্বারা পরাজিত হবে। ৪৩ কেননা তোমাদের
সামনে সেই আমালেকীয়েরা ও কানানীয়েরা রয়েছে; খড়্গের আঘাতে তোমাদের পতন হবে,
তোমরা প্রভুকে ছেড়ে সরে গেছ বলে প্রভু তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন না।' ৪৪ তথাপি তারা
দুঃসাহসের সঙ্গে পর্বতচূড়ায় উঠতে লাগল; কিন্তু প্রভুর সাক্ষ্য-মঞ্জুষা ও মোশী শিবির থেকে
নড়লেন না। ৪৫ তখন পর্বতবাসী সেই আমালেকীয়েরা ও কানানীয়েরা নেমে এসে তাদের আঘাত
করল ও হর্মা পর্যন্ত তাদের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করল।

নানা বিধি-নিয়ম

১৫প্রভু মোশীকে বললেন, ২ 'ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে কথা বল; তাদের বল: আমি তোমাদের
যে দেশ দিতে যাচ্ছি, তোমাদের বসতির জন্য সেই দেশে প্রবেশ করার পর ৩ তোমরা যখন
তোমাদের মানত পূরণ করার জন্য বা স্বেচ্ছাকৃত নৈবেদ্যের জন্য বা তোমাদের নিরূপিত উৎসবে
গবাদি পশুপাল বা মেষ-ছাগের পাল থেকে প্রভুর উদ্দেশে সৌরভ ছড়াবার জন্য প্রভুর উদ্দেশে
অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্যরূপে আহুতি বা যজ্ঞবলি উৎসর্গ করবে, ৪ তখন যে লোক অর্ঘ্য উৎসর্গ করে, সে
প্রভুর কাছে এক হিনের চার ভাগের এক ভাগ তেল-মেশানো ময়দার এক এফার দশ ভাগের এক
ভাগ শস্য-নৈবেদ্য আনবে। ৫ তুমি আহুতিবলি কিংবা যজ্ঞবলির জন্য প্রত্যেকটি মেষশাবক ছাড়া
পানীয় নৈবেদ্যরূপে এক হিনের চার ভাগের এক ভাগ আঙুররসও নিবেদন করবে। ৬ একটা
ভেড়ার জন্য তুমি শস্য-নৈবেদ্যরূপে এক হিনের তিন ভাগের এক ভাগ তেল-মেশানো সেরা
ময়দার এক এফার দু'ভাগের এক ভাগ নিবেদন করবে ৭ এবং পানীয়-নৈবেদ্যের জন্য এক হিনের
তিন ভাগের এক ভাগ আঙুররস প্রভুর উদ্দেশে সুরভিত অর্ঘ্যরূপে উৎসর্গ করবে। ৮ যদি তুমি
প্রভুর উদ্দেশে আহুতির জন্য বা মানত পূরণ করার জন্য বলিদানের উদ্দেশ্যে বা মিলন-যজ্ঞবলির
জন্য গবাদি পশু উৎসর্গ কর, ৯ তবে সেই পশুকে ছাড়া শস্য-নৈবেদ্যরূপে তুমি আধ হিন তেলে
মেশানো এক এফার তিন দশমাংশ ময়দা নিবেদন করবে ১০ এবং পানীয়-নৈবেদ্যরূপে আধ হিন

আঙুররস নিবেদন করবে: এ অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্য, প্রভুর উদ্দেশে সৌরভ। ১১ এক একটা বলদ, ভেড়া,
মেষশাবক ও ছাগের বাচ্চার জন্য এইভাবে করতে হবে। ১২ তোমরা যত পশু উৎসর্গ করবে,
সেগুলোর সংখ্যা অনুসারে প্রত্যেকটির জন্য এইভাবে করবে। ১৩ স্বদেশী যত মানুষ অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্য
—প্রভুর উদ্দেশে সৌরভই নিবেদন করার সময়ে এই নিয়ম অনুসারেই এই সমস্ত কিছু করবে। ১৪
তোমাদের মাঝে কিছু দিনের মত বাস করে যে বিদেশী, কিংবা তোমাদের মধ্যে ভাবীকালে বাস
করবে যে কোন লোক যদি অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্য—প্রভুর উদ্দেশে সৌরভই নিবেদন করতে চায়, সেও
তেমনি করবে। ১৫ গোটা জনমণ্ডলীর জন্য তোমরা এবং তোমাদের মধ্যে কিছু দিনের মত বাস
করে সকল বিদেশী লোক, উভয়েরই জন্য বিধান একই হবে; এ চিরস্থায়ী বিধি, যা তোমাদের
পুরুষানুক্রমে পালনীয়; প্রভুর সামনে তোমরা যেমন, বিদেশীরাও তেমনি হবে। ১৬ তোমাদের ও
তোমাদের মধ্যে কিছু দিনের মত বাস করে যত বিদেশীদের জন্য বিধান একই হবে, নিয়ম একই
হবে।'

১৭ প্রভু মোশীকে আরও বললেন, ১৮ 'ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে কথা বল; তাদের বল: আমি
তোমাদের যে দেশে নিয়ে যাচ্ছি, সেই দেশে প্রবেশ করার পর ১৯ তোমরা যখন সেই দেশের রুটি
খাবে, তখন তা থেকে প্রভুর উদ্দেশে নিবেদন করার জন্য একটা অংশ বাঁচিয়ে রাখবে। ২০
তোমাদের ছানা ময়দার অগ্রিমাংশ রূপে তোমরা একটা পিঠা বাঁচিয়ে রাখবে; যেমন খামারের
উত্তোলনীয় অর্ঘ্য বাঁচিয়ে রাখ, এও তেমনিভাবে বাঁচিয়ে রাখবে। ২১ তোমরা পুরুষানুক্রমে
তোমাদের ছানা ময়দার অগ্রিমাংশ থেকে একটা অংশ প্রভুর উদ্দেশে বাঁচিয়ে রাখবে।

২২ তোমরা যদি পূর্ণ সচেতন না হয়ে পাপ কর, মোশীর কাছে প্রভু এই যে সকল আজ্ঞা
দিয়েছেন, তা যদি পালন না কর, ২৩ এমনকি, প্রভু যেদিনে তোমাদের কাছে আজ্ঞা দিয়েছেন,
সেদিন থেকে তোমাদের পুরুষপরম্পরার জন্য প্রভু মোশীর হাতে তোমাদের যত আজ্ঞা দিয়েছেন,
সেই সমস্ত আজ্ঞা যদি পালন না কর, ২৪ তেমন পাপ যদি জনমণ্ডলীর অজান্তে অসচেতনতার
ফলেই হয়ে থাকে, তবে গোটা জনমণ্ডলী প্রভুর উদ্দেশে সুরভিত আহুতিরূপে একটা বাছুর ও
বিধিমতে তার নিয়মিত শস্য ও পানীয়-নৈবেদ্য, এবং পাপার্থে বলিরূপে একটা ছাগ উৎসর্গ
করবে। ২৫ যাজক ইস্রায়েল সন্তানদের গোটা জনমণ্ডলীর জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করবে, তখন
তাদের ক্ষমা করা হবে, কেননা সেই পাপ অসচেতনতায়ই কৃত পাপ, এবং তারা তাদের
অসচেতনতার জন্য তাদের অর্ঘ্যরূপে প্রভুর উদ্দেশে অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্য ও প্রভুর সামনে পাপার্থে বলি
আনল। ২৬ ইস্রায়েল সন্তানদের গোটা জনমণ্ডলীকে ও তাদের মধ্যে কিছু দিনের মত বাস করে
সেই বিদেশীদেরও ক্ষমা করা হবে, কেননা সকলে পূর্ণ সচেতন না হয়েই পাপ করেছিল। ২৭ যদি
কোন লোক পূর্ণ সচেতন না হয়ে পাপ করে, তবে সে পাপার্থে বলিরূপে এক বছরের একটা ছাগী
আনবে। ২৮ যাজক প্রভুর সামনে সেই অসচেতন লোকের জন্য তার অসচেতনতায় কৃত পাপের
জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করবে; একবার তার প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালিত হলে তার পাপের ক্ষমা
হবে। ২৯ ইস্রায়েল সন্তানদের স্বজাতীয় হোক বা তাদের মধ্যে কিছুদিনের মত বাস করে এমন
বিদেশী হোক, পূর্ণ সচেতন না হয়ে যে পাপ করে, তার জন্য তোমাদের বিধান একই হবে। ৩০
কিন্তু স্বজাতীয় বা বিদেশী যে লোক পূর্ণ সচেতনতায়ই পাপ করে, সে তো প্রভুনিন্দাই করে; তেমন
লোককে তার আপন জনগণের মধ্য থেকে উচ্ছেদ করা হবে। ৩১ যেহেতু সে প্রভুর বাণী অবজ্ঞা
করল ও তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘন করল, তেমন লোককে একেবারে উচ্ছেদ করা হবে, তার অপরাধের

ফল সে নিজে ভোগ করবে।’
৩২ ইস্রায়েল সন্তানেরা যখন মরুপ্রান্তরে ছিল, তখন একজনকে পেল যে সাব্বাৎ দিনে কাঠ জড়
করছিল। ৩৩ যারা তাকে কাঠ জড় করতে দেখল, তারা মোশীর, আরোনের ও গোটা জনমণ্ডলীর
কাছে তাকে আনল। ৩৪ তারা তাকে আটকিয়ে রাখল, কেননা তার প্রতি কী করণীয়, তা তখনও
নিরূপিত হয়নি। ৩৫ প্রভু মোশীকে বললেন, ‘সেই লোকের প্রাণদণ্ড হবে; গোটা জনমণ্ডলীই তাকে
শিবিরের বাইরে পাথর ছুড়ে মেরে ফেলবে।’ ৩৬ তাই গোটা জনমণ্ডলী লোকটিকে শিবিরের বাইরে
নিয়ে গিয়ে পাথর ছুড়ে মেরে ফেলল, যেমন প্রভু মোশীকে আজ্ঞা করেছিলেন।
৩৭ প্রভু মোশীকে আরও বললেন, ৩৮ ‘ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে কথা বল; তাদের বল: তারা
পুরুষানুক্রমে তাদের পোশাকের কোণে থোপ দিক, ও প্রতিটি কোণের থোপে বেগুনি সুতো বেঁধে
দিক। ৩৯ তোমাদের জন্য সেই থোপ থাকবে, তা দেখে তোমরা প্রভুর সমস্ত আজ্ঞা স্মরণ করবে,
তা পালন করবে; তবেই তোমাদের হৃদয় ও চোখের পিছু পিছু গিয়ে তোমরা যে ব্যভিচার করে
থাক, সেইমত তাদের পিছনে আর যাবে না। ৪০ এভাবে তোমরা আমার সমস্ত আজ্ঞা স্মরণ করবে,
তা পালন করবে, ও তোমাদের পরমেশ্বরের উদ্দেশে পবিত্র হবে। ৪১ আমি প্রভু তোমাদের
পরমেশ্বর, যিনি তোমাদের আপন পরমেশ্বর হবার জন্য মিশর দেশ থেকে তোমাদের বের করে
এনেছেন। আমি প্রভু তোমাদের পরমেশ্বর!’

কোরাহ্, দাথান ও আবিরামের বিদ্রোহ

১৬লেবীয় কেহাতের পৌত্র ইস্‌হারের ছেলে যে কোরাহ্, সে বিদ্রোহ করল; আর রূবেন-সন্তানদের
মধ্যে এলিয়াবের ছেলে দাথান ও আবিরাম, এবং পেলেতের ছেলে ওন মোশীর বিরুদ্ধে রুখে
দাঁড়াল; ২ ইস্রায়েল সন্তানদের দু'শো পঞ্চাশজন লোকও তেমনি করল: এরা সকলে ছিল
জনমণ্ডলীর নেতা, সমাজের সদস্য ও গণ্যমান্য ব্যক্তি। ৩ তারা মোশী ও আরোনের বিরুদ্ধে
একজোট হয়ে তাঁদের বলল, ‘আর নয়! গোটা জনমণ্ডলী ও তার প্রত্যেকজনেই পবিত্র, এবং প্রভু
তাদের মাঝে উপস্থিত; তবে তোমরা কেন প্রভুর জনসমাবেশের উপরে নিজেদের উন্নীত করছ?’
৪ একথা শুনে মোশী উপুড় হয়ে পড়লেন। ৫ তিনি কোরাহ্‌কে ও তার দলের সকলকে বললেন,
‘কে প্রভুরই, কে পবিত্র, কাকে তিনি নিজের কাছে এগিয়ে আসতে দেন, তা প্রভু আগামীকাল
সকালে জানাবেন; তিনি যাকে বেছে নেবেন, তাকেই নিজের কাছে এগিয়ে আসতে দেবেন। ৬
তোমরা একাজ কর: তোমরা কোরাহ্‌র ধূপদানি নাও, তার দলের যত লোককেও নাও; ৭
আগামীকাল তার মধ্যে আগুন দিয়ে প্রভুর সামনে তার উপরে ধূপ দাও; প্রভু যাকে বেছে নেবেন,
সে-ই পবিত্র হবে। হে লেবি-সন্তানেরা, আর নয়!’
৮ পরে মোশী কোরাহ্‌কে উদ্দেশ করে বললেন, ‘হে লেবি-সন্তানেরা, অনুরোধ করছি, আমার
কথা শোন। ৯ এ কি তোমাদের কাছে সামান্য ব্যাপার যে, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর তোমাদেরই
ইস্রায়েল জনমণ্ডলী থেকে পৃথক করে প্রভুর আবাসের সেবাকর্ম করার জন্য ও জনমণ্ডলীর সামনে
দাঁড়িয়ে তার সেবাকর্ম অনুশীলন করার জন্য নিজের কাছে এগিয়ে আসতে দিয়েছেন? ১০ তিনি
তোমাকে ও তোমার সঙ্গে তোমার সমস্ত ভাই সেই লেবি-সন্তানদের নিজের কাছে এগিয়ে আসতে
দিয়েছেন, আর এখন তোমরা কি যাজকত্বও দাবি করছ? ১১ এজন্যই তুমি ও তোমার সমস্ত দল
প্রভুরই বিপক্ষে একজোট হয়েছ! আর আরোন কে যে তোমরা তাঁর বিরুদ্ধে গজগজ করবে?’
১২ মোশী লোক পাঠিয়ে এলিয়াবের সন্তান দাথান ও আবিরামকে ডাকলেন, কিন্তু তারা বলল,

‘আমরা যাব না! ১৩ এ কি এত সামান্য ব্যাপার যে, মরুপ্রান্তরে বধ করার জন্য তুমি দুধ ও
মধু-প্রবাহী এক দেশ থেকে আমাদের এইখানে এনেছে যেন আমাদের উপর একাই প্রভুত্ব করতে
পার? ১৪ দুধ ও মধু-প্রবাহী দেশেও আমাদের আননি, শস্যখেতের ও আঙুরখেতের অধিকারও
দাওনি! তুমি কি মনে কর, এই লোকদের চোখে ধুলা দেবে? না, আমরা যাব না।’ ১৫ মোশী খুবই
ক্রুদ্ধ হলেন, প্রভুকে তিনি বললেন, ‘ওদের নৈবেদ্য গ্রাহ্য করো না। আমি ওদের কাছ থেকে
একটা গাধা পর্যন্তও নিইনি, ওদের একজনেরও ক্ষতি করিনি।’

বিদ্রোহীদের শাস্তি

১৬ মোশী কোরাহ্‌কে বললেন, ‘তুমি ও তোমার সমস্ত দলের সকলে, তোমরা আগামীকাল
আরোনের সঙ্গে প্রভুর সাক্ষাতে এসো; ১৭ প্রত্যেকজন ধূপদানি নিয়ে তার উপরে ধূপ দিয়ে প্রভুর
সামনে নিজ নিজ ধূপদানি এগিয়ে দেবে; দু’শো পঞ্চাশটা ধূপদানি এগিয়ে দেবে; তুমি ও
আরোনও নিজ নিজ ধূপদানি নেবে।’ ১৮ তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ ধূপদানি নিয়ে তাতে আগুন
সাজিয়ে ধূপ দিয়ে মোশী ও আরোনের সঙ্গে সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারে দাঁড়াল।
১৯ কোরাহ্‌ সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারে তাঁদের বিপক্ষে গোটা জনমণ্ডলীকে সমবেত করেছিল,
এমন সময় প্রভুর গৌরব গোটা জনমণ্ডলীর কাছে দেখা দিল। ২০ প্রভু মোশী ও আরোনকে
বললেন, ২১ ‘তোমরা এই জনমণ্ডলীর মধ্য থেকে সরে যাও, আমি এক নিমেষে এদের সংহার
করতে যাচ্ছি।’ ২২ কিন্তু তাঁরা উপুড় হয়ে পড়লেন, বললেন, ‘হে ঈশ্বর, হে সমস্ত প্রাণীর আত্মার
পরমেশ্বর, একজন পাপ করলে তুমি কি গোটা জনমণ্ডলীর প্রতি কোপ দেখাবে?’ ২৩ উত্তরে প্রভু
মোশীকে বললেন, ২৪ ‘তুমি জনমণ্ডলীর কাছে কথা বলে এই আদেশ দাও: তোমরা কোরাহ্‌র,
দাথানের ও আবিরামের আবাসের চারদিক থেকে দূরে সরে যাও।’
২৫ মোশী উঠে দাথানের ও আবিরামের কাছে গেলেন; প্রবীণবর্গও তাঁর পিছু পিছু গেলেন। ২৬
তিনি জনমণ্ডলীকে বললেন, ‘তোমরা এই ধূর্ত লোকদের তাঁবু থেকে দূরে যাও, এদের কিছুই স্পর্শ
করো না, পাছে এদের সমস্ত পাপের কারণে তোমাদেরও বিনাশ ঘটে।’ ২৭ তাই তারা কোরাহ্‌র,
দাথানের ও আবিরামের আবাসের চারদিক থেকে দূরে গেল। দাথান ও আবিরাম বের হয়ে তাদের
স্ত্রী, ছেলেমেয়ে ও শিশুদের সঙ্গে যে যার তাঁবুর প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে রইল।
২৮ মোশী বললেন, ‘প্রভুই যে আমাকে এই সমস্ত কাজ করতে পাঠিয়েছেন, আমি যে নিজের
ইচ্ছামতই তা করিনি, তা তোমরা এতেই জানতে পারবে। ২৯ যদি এই লোকদের সাধারণ মানুষের
মৃত্যুর মত মৃত্যু হয়, কিংবা সাধারণ লোকের শাস্তির মত শাস্তি হয়, তবে প্রভু আমাকে পাঠাননি।
৩০ কিন্তু প্রভু যদি অঘটন ঘটান এবং ভূমি নিজের মুখ হা করে এদের ও এদের সবকিছু গ্রাস করে
ফেলে, আর এরা জিয়ন্তই পাতালে নেমে যায়, তবে তোমরা জানতে পারবে, এরা প্রভুকে অবজ্ঞা
করেছে।’ ৩১ মোশী এই সমস্ত কথা বলা শেষ করামাত্র তাদের পায়ের নিচের মাটি তলিয়ে গেল, ৩২
আর ভূমি তার নিজের মুখ হা করে তাদের, তাদের পরিবারের সকলকে ও কোরাহ্‌র স্বপক্ষের
সমস্ত লোককে এবং তাদের সমস্ত সম্পত্তি গ্রাস করে ফেলল। ৩৩ তারা ও তাদের সমস্ত সম্পত্তি
পাতালে নেমে গেল, এবং ভূমি তাদের উপরে চেপে পড়ল; এইভাবে জনসমাবেশের মধ্য থেকে
তারা বিলুপ্ত হল। ৩৪ তাদের চিৎকারে চারদিকের গোটা ইস্রায়েল পালিয়ে গেল; তারা বলছিল:
‘পাছে ভূমি আমাদেরও গ্রাস করে ফেলে।’ ৩৫ প্রভুর কাছ থেকে আগুন নির্গত হয়ে, যারা ধূপ
নিবেদন করছিল, সেই দু’শো পঞ্চাশজন লোককে গ্রাস করে ফেলল।

কোরাহ্‌ পন্থীদের শাস্তি

১৭প্রভু মোশীকে বললেন, ২ ‘তুমি আরোন যাজকের সন্তান এলেয়াজারকে বল, সে যেন অগ্নিদাহ
থেকে ওই সকল ধূপদানি উঠিয়ে নেয় ও সেগুলোর আগুন এখান থেকে দূরে ঝেড়ে ফেলে, কেননা
সেই সকল ধূপদানি পবিত্র। ৩ ওই যে পাপীরা পাপ করে নিজেদের প্রাণের সর্বনাশ ঘটিয়েছিল,
তাদের ধূপদানিগুলো পিটিয়ে যজ্ঞবেদিতে মুড়ে দেবার জন্য পাত প্রস্তুত করা হোক, কেননা সেই
সবগুলো প্রভুর সামনে নিবেদন করা হয়েছিল বলে পবিত্রীকৃতই হয়েছে; সেই সবগুলো ইস্রায়েল
সন্তানদের পক্ষে সাবধান-চিহ্ন হবে।’ ৪ তাই যারা পুড়ে মরল, তারা ব্রঞ্জের যে যে ধূপদানি
নিবেদন করেছিল, এলেয়াজার যাজক সেই সবগুলো নিলেন; তা পিটিয়ে যজ্ঞবেদিতে মুড়ে দেবার
জন্য পাত প্রস্তুত করা হল, ৫ যেমন প্রভু মোশীর মধ্য দিয়ে তাঁকে আজ্ঞা করেছিলেন। ইস্রায়েল
সন্তানদের জন্য তা স্মরণ-চিহ্ন: হ্যাঁ, আরোন-বংশজাত নয় অন্য বংশের এমন কোন মানুষ যেন
প্রভুর সামনে ধূপ জ্বালাতে এগিয়ে না যায় এবং কোরাহ্‌র ও তার দলের মত দশা তারও যেন না
হয়।

জনগণের বিদ্রোহ

৬ পরদিন ইস্রায়েল সন্তানদের গোটা জনমণ্ডলী মোশীর ও আরোনের বিরুদ্ধে গজগজ করে
একথা বলল: ‘তোমরাই প্রভুর জনগণের মৃত্যু ঘটালে!’ ৭ জনমণ্ডলী মোশীর ও আরোনের বিরুদ্ধে
একজোট হলে লোকেরা সাক্ষাৎ-তাঁবুর দিকে মুখ ফেরাল, আর দেখ, মেঘটি তা ঢেকে দিয়েছে ও
প্রভুর গৌরব দেখা দিয়েছে। ৮ তখন মোশী ও আরোন সাক্ষাৎ-তাঁবুর সামনে এগিয়ে এলেন। ৯ প্রভু
মোশীকে বললেন, ১০ ‘তোমরা এই জনমণ্ডলীর মধ্য থেকে দূরে যাও, আমি এক নিমেষেই এদের
সংহার করব!’ তাঁরা উপুড় হয়ে পড়লেন; ১১ তখন মোশী আরোনকে বললেন, ‘একটা ধূপদানি
নাও, যজ্ঞবেদির উপর থেকে আগুন নিয়ে তার মধ্যে দাও, ও তার মধ্যে ধূপ দিয়ে তাড়াতাড়ি
জনমণ্ডলীর কাছে গিয়ে তাদের জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন কর; কেননা প্রভুর সামনে থেকে
ক্রোধ নির্গত হল, মড়ক শুরু হয়ে গেল। ১২ মোশীর কথামত আরোন তৎক্ষণাৎ ধূপদানি হাতে
নিয়ে জনসমাবেশের মাঝখানে দৌড়ে গেলেন, কিন্তু ইতিমধ্যে জনগণের মধ্যে মড়ক শুরু
হয়েছিল; তাই তিনি ধূপ দিয়ে জনগণের জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করলেন। ১৩ তিনি মৃত ও
জীবিত লোকদের মধ্যে দাঁড়ালেন আর মড়ক থেমে গেল। ১৪ যারা কোরাহ্‌র ব্যাপারে মারা
পড়েছিল, তারা ছাড়া আরও চৌদ্দ হাজার সাতশ’ লোক ওই মড়কের আঘাতে মারা পড়ল। ১৫
আরোন সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারে মোশীর কাছে ফিরে গেলেন, আর মড়ক থামানো হল।

আরোনের লাঠি

১৬ প্রভু মোশীকে বললেন, ১৭ ‘ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে কথা বল, ও তাদের পিতৃকুল অনুসারে
সমস্ত নেতাদের পক্ষ থেকে এক এক পিতৃকুলের জন্য এক একটা লাঠি, মোট বারোটা লাঠি নাও;
প্রতিটি লাঠিতে তার নাম লিখবে: ১৮ লেবির লাঠিতে আরোনের নাম লিখবে, কেননা তাদের এক
একজন পিতৃকুলপতির জন্য এক একটা লাঠি হবে। ১৯ সাক্ষাৎ-তাঁবুতে যে স্থানে আমি তোমার
সঙ্গে সাক্ষাৎ করি, সেইখানে সাক্ষ্য-মঞ্জুষার সামনে সেই লাঠিগুলো রাখবে। ২০ যে লোক আমার
মনোনীত, তার লাঠিতে কঁচি-ফুল ধরবে, তাতে ইস্রায়েল সন্তানেরা গজগজ করে তোমাদের
বিরুদ্ধে যে কথা বলে, তা আমি নিজের সামনে থেকেও বন্ধ করে দেব।’

২১ মোশী ইস্রায়েল সন্তানদের এই সমস্ত কথা বললে তাদের নেতারা সকলে তাদের পিতৃকুল
অনুসারে এক একজন নেতার জন্য এক একটা লাঠি—মোট বারোটা লাঠি—তাঁকে দিলেন;
আরোনের লাঠি সবগুলোর মধ্যে ছিল। ২২ মোশী ওই সকল লাঠি নিয়ে সাক্ষ্য-তাঁবুতে প্রভুর
সামনে রাখলেন। ২৩ পরদিন মোশী সাক্ষ্য-তাঁবুতে ঢুকলেন, আর দেখ, লেবি গোষ্ঠীর পক্ষে
আরোনের লাঠিতে অঙ্কুর ধরেছে: হ্যাঁ, তাতে কঁচি-ফুল ধরেছে, ও পুষ্পিত হয়ে বাদাম ফল
ধরেছে। ২৪ তখন মোশী প্রভুর সামনে থেকে ওই সকল লাঠি বের করে সমগ্র ইস্রায়েল সন্তানদের
সামনে আনলেন; তাঁরা তা দেখে প্রত্যেকে নিজ নিজ লাঠি নিলেন।
২৫ প্রভু মোশীকে বললেন, 'আরোনের লাঠি আবার সাক্ষ্য-মঞ্জুষার সামনে রাখ, তা বিদ্রোহীদের
বিরুদ্ধে সাবধান-চিহ্ন হবে, এতে আমার বিরুদ্ধে এদের গজগজানিও বন্ধ হবে, যেন এরা না মরে।'
২৬ প্রভু তাঁকে যেমন বলেছিলেন, মোশী সেইমত করলেন; তিনি ঠিক তাই করলেন। ২৭ ইস্রায়েল
সন্তানেরা মোশীকে বলল, 'এই যে, আমরা মরতে বসেছি, আমাদের বিনাশ ঘটছে, আমাদের
সকলেরই বিনাশ ঘটছে! ২৮ যে কেউ প্রভুর আবাসের কাছে কখনও এগিয়ে যায়, সে মরে; তবে
আমরা কি সকলেই মারা পড়ব?'

যাজক ও লেবীয়দের ভূমিকা

১৮প্রভু আরোনকে বললেন, 'তুমি, এবং তোমার সঙ্গে তোমার সন্তানেরা ও তোমার পিতৃকুল,
পবিত্রধামে যত অপরাধ ঘটবে, তোমরাই সেগুলোর দণ্ড বহন করবে; তুমি ও তোমার সঙ্গে
তোমার সন্তানেরা, তোমাদের যাজকত্ব অনুশীলনে যত অপরাধ ঘটবে, সেগুলোর দণ্ড তোমরাই
বহন করবে। ২ তোমার ভাইয়েরা—লেবি গোষ্ঠী তোমারই সেই পিতৃবংশ—তাদেরও তোমার
কাছে এগিয়ে আনাবে, যখন তুমি ও তোমার সঙ্গে তোমার সন্তানেরা সাক্ষ্য-তাঁবুর সামনে থাকবে,
তখন তারা যেন তোমার সঙ্গে যোগ দিয়ে তোমার সেবায় রত থাকে। ৩ তারা তোমার সেবায় ও
সমস্ত তাঁবুর সেবায় দাঁড়াবে; কিন্তু পবিত্র পাত্রের ও বেদির কাছে এগিয়ে যাবে না, পাছে তাদের
ও তোমাদের মৃত্যু ঘটে। ৪ তারা তোমার সঙ্গে যোগ দিয়ে তাঁবুর সমস্ত সেবাকাজের জন্য
সাক্ষাৎ-তাঁবুর দায়িত্ব পালন করবে; অন্য গোষ্ঠীর কেউই তোমাদের কাছে এগিয়ে যাবে না। ৫
তোমরা পবিত্রধাম ও বেদির রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হবে, তবেই ইস্রায়েল সন্তানদের উপর ক্রোধ
আর কখনও এসে পড়বে না। ৬ আর আমি, দেখ, আমি ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্য থেকে তোমার
ভাইদের, সেই লেবীয়দের, নিলাম; প্রভুর কাছে তাদের দেওয়া হয়েছে, আবার দানরূপে
তোমাদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে, যেন তারা সাক্ষাৎ-তাঁবুতে সেবাকাজ অনুশীলন করে। ৭
তুমি ও তোমার সঙ্গে তোমার সন্তানেরা, তোমরা বেদি-সংক্রান্ত সকল বিষয়ে ও পরদার ভিতরের
যত বিষয়ে তোমাদের যাজকত্ব অনুশীলন করবে; তোমরা তোমাদের সেবাকাজ পালন করবে।
আমি দানরূপেই যাজকত্ব তোমাদের দিলাম; অন্য গোষ্ঠীর যে কোন লোক কাছে এগিয়ে যাবে,
তার প্রাণদণ্ড হবে।'

যাজকদের প্রাপ্য অংশ

৮ প্রভু আরোনকে আরও বললেন, 'দেখ, ইস্রায়েল সন্তানদের দ্বারা সমস্ত পবিত্রীকৃত জিনিসের
ভার, অর্থাৎ আমার উদ্দেশে উত্তোলনীয় অর্ঘ্যের ভার আমি নিজেই তোমাকে দিলাম; অভিষেকের
চিরস্থায়ী অধিকার-রূপেই এই সমস্ত কিছু তোমাকে ও তোমার সন্তানদের দিলাম। ৯ পরমপবিত্র

বস্তুর মধ্যে, অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্যের মধ্যে এ তোমারই হবে, তথা: আমার উদ্দেশে নিবেদিত প্রতিটি
শস্য-নৈবেদ্য, প্রতিটি পাপার্থে বলি ও সংস্কার-বলিগুলো; এগুলো সবই পরমপবিত্র: তা তোমার
ও তোমার সন্তানদের হবে। ১০ তুমি পরমপবিত্র এক স্থানে তা খাবে, প্রত্যেক পুরুষলোক তা
খাবে; তা তুমি পরমপবিত্র বলেই গণ্য করবে। ১১ তাছাড়া এই সমস্তও তোমার হবে, তথা,
ইস্রায়েল সন্তানদের সমস্ত উত্তোলনীয় অর্ঘ্য ও দোলনীয় অর্ঘ্য; আমি চিরস্থায়ী অধিকার-রূপে সেই
সমস্ত কিছু তোমাকে, তোমার ছেলেদের, ও তোমার মেয়েদের দিলাম: তোমার ঘরে শুচি
প্রত্যেকেই তা খেতে পারবে। ১২ তাছাড়া প্রভুর উদ্দেশে তারা তাদের সকল সেরা তেল, আঙুররস
ও গম ইত্যাদি বস্তুর যে অগ্রিমাংশ উৎসর্গ করে, তাও আমি তোমাকে দিলাম। ১৩ তাদের দেশে
উৎপন্ন সর্বপ্রকার ফলের যে প্রথমাংশ তারা প্রভুর উদ্দেশে নিবেদন করবে, তা তোমার হবে;
তোমার ঘরে শুচি প্রত্যেকেই তা খেতে পারবে। ১৪ ইস্রায়েলের মধ্যে যা কিছু বিনাশ-মানতের বস্তু,
তাও তোমার হবে। ১৫ মানুষ হোক কি পশু হোক, সমস্ত প্রাণীর মধ্যে যা কিছু মাতৃগর্ভ থেকে
প্রথমজাত হয়ে উদ্গত হয় ও প্রভুর উদ্দেশে নিবেদিত হয়, তা তোমার হবে; কিন্তু মানুষের
প্রথমজাতককে তুমি নিশ্চয় মুক্তিমূল্য দিয়ে মুক্ত করাবে, অশুচি পশুর প্রথমজাতককেও মুক্তিমূল্য
দিয়ে মুক্ত করাবে। ১৬ যাকে মুক্তিমূল্য দিয়ে মুক্ত করতে হবে, তাকে তুমি তার এক মাস বয়সেই
মুক্ত করাবে—নিরূপণীয় মূল্য অনুসারে, অর্থাৎ পবিত্রধামের কুড়ি গেরা পরিমিত শেকেল অনুসারে
পাঁচ শেকেল রুপো। ১৭ কিন্তু গরুর প্রথমজাতকে বা মেষের প্রথমজাতকে বা ছাগের প্রথমজাতকে
তুমি মুক্তিমূল্য দিয়ে মুক্ত করাবে না: সেগুলো পবিত্র; তুমি বেদির উপরে তাদের রক্ত ছিটিয়ে
ছিটিয়ে ছড়াবে, এবং সেগুলোর চর্বি অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্যরূপে, প্রভুর উদ্দেশে সৌরভ-রূপে পুড়িয়ে দেবে;
১৮ দোলনীয় বুকটা ও ডান জঙ্ঘা যেমন তোমার, তেমনি সেগুলোর মাংসও তোমার হবে। ১৯
ইস্রায়েল সন্তানেরা সমস্ত পবিত্র বস্তু থেকে যা কিছু প্রভুর উদ্দেশে বাঁচিয়ে রাখে, সেইসব কিছু
আমি চিরস্থায়ী অধিকার-রূপে তোমাকে, আর তোমার ছেলেদের ও মেয়েদের দিলাম: তোমার ও
তোমার বংশের পক্ষে এ হল প্রভুর সামনে চিরস্থায়ী ও অলঙ্ঘনীয় সন্ধি।'

২০ প্রভু আরোনকে বললেন, 'তাদের দেশে তোমার কোন উত্তরাধিকার থাকবে না, ও তাদের
মধ্যে তোমার কোন অংশ থাকবে না; ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে আমিই তোমার অংশ ও
উত্তরাধিকার।'

লেবীয়দের প্রাপ্য অংশ

২১ 'দেখ, লেবির সন্তানেরা যে সেবাকাজ সম্পাদন করছে, সাক্ষাৎ-তাঁবু সংক্রান্ত তাদের সেই
সেবাকাজের প্রতিদানে আমি তাদের অধিকারে ইস্রায়েলের মধ্যে সমস্ত দশমাংশ দিলাম। ২২
ইস্রায়েল সন্তানেরা সাক্ষাৎ-তাঁবুর কাছে আর এগিয়ে আসবে না, পাছে এমন পাপের দণ্ড বহন
করে যা মৃত্যুজনক। ২৩ বরং লেবীয়েরাই সাক্ষাৎ-তাঁবু সংক্রান্ত সেবাকাজ অনুশীলন করবে; তারা
নিজেরাই নিজেদের অপরাধের দণ্ড বহন করবে; এ তোমাদের পুরুষানুক্রমে চিরস্থায়ী বিধি:
ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে তারা উত্তরাধিকার বলে কিছুই পাবে না। ২৪ কেননা ইস্রায়েল সন্তানেরা
প্রভুর উদ্দেশে যে দশমাংশ পৃথক করে রাখে, তা-ই সেই উত্তরাধিকার যা আমি লেবীয়দের
দিলাম; এজন্য তাদের বিষয়ে আমি বলছি: ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে তারা উত্তরাধিকার বলে
কিছুই পাবে না।'

২৫ প্রভু মোশীকে বললেন, ২৬ 'তুমি লেবীয়দের কাছে আবার কথা বলবে; তাদের বলবে:

তোমাদের উত্তরাধিকার-রূপে ইস্রায়েল সন্তানদের কাছ থেকে যে দশমাংশ আমি তোমাদের দিলাম, তা যখন তোমরা তাদের কাছ থেকে নেবে, তখন প্রভুর উদ্দেশে উত্তোলনীয় অর্ঘ্যরূপে সেই দশমাংশের দশ ভাগের এক ভাগ বাঁচিয়ে রাখবে। ২৭ তোমাদের বাঁচিয়ে রাখা অর্ঘ্য তোমাদের জন্য খামারের গমের মত ও পেষাইযন্ত্র থেকে নির্গত নতুন আঙুররসের মতই নিরূপিত হবে। ২৮ এইভাবে তোমরা ইস্রায়েল সন্তানদের কাছ থেকে যে সমস্ত দশমাংশ নেবে, তা থেকে তোমরাও প্রভুর উদ্দেশে একটা অংশ বাঁচিয়ে রাখবে, ও প্রভুর উদ্দেশে যে অর্ঘ্য বাঁচিয়ে রাখবে, তা আরোন যাজককে দেবে। ২৯ তোমাদের যে সমস্ত দান মঞ্জুর করা হবে, তা থেকে তোমরা প্রভুর উদ্দেশে অর্ঘ্য বাঁচিয়ে রাখবে; তার সমস্ত উত্তম বস্তু থেকে তোমরা ততটুকু বাঁচিয়ে রাখবে, যতটুকু পবিত্রীকৃত করতে হবে। ৩০ তুমি তাদের বলবে: তোমরা যখন তা থেকে উত্তম বস্তু বাঁচিয়ে রাখবে, তখন তা লেবীয়দের পক্ষে খামারের উৎপন্ন দ্রব্যের মত ও পেষাইযন্ত্র থেকে উৎপন্ন দ্রব্যের মত নিরূপিত হবে। ৩১ তোমরা ও তোমাদের পরিবার-পরিজন যে কোন স্থানেই তা খেতে পারবে, কেননা সাক্ষাৎ-তাঁবুতে তোমরা যে সেবাকাজ কর, তা সেই কাজের বিনিময়ে তোমাদের মজুরিস্বরূপ। ৩২ এইভাবে, যেহেতু তোমরা নিজেদের জন্য উত্তম অংশ বাঁচিয়ে রাখবে না, সেজন্য কোন পাপেও পাপী হবে না; তোমরা ইস্রায়েল সন্তানদের পবিত্র বস্তু অপবিত্র করবে না, ফলে মারা পড়বে না।'

লাল গাভীর ছাই

১৯প্রভু মোশী ও আরোনকে আরও বললেন, ২ 'এ হল বিধানের এমন বিধি, যা স্বয়ং প্রভু জারি করেছেন। তুমি ইস্রায়েল সন্তানদের বল, তারা দেহে কোথাও কলঙ্ক ও খুঁত নেই, জোয়াল কখনও বহন করেনি, এমন একটা লাল গাভী তোমার কাছে আনুক। ৩ তোমরা এলেয়াজার যাজককে সেই গাভী দেবে, এবং সে তা শিবিরের বাইরে নিয়ে যাবে ও তার নিজের সাক্ষাতে তা জবাই করাবে। ৪ এলেয়াজার যাজক তার আঙুল দিয়ে কিছুটা রক্ত নিয়ে সাক্ষাৎ-তাঁবুর সামনে সাতবার সেই রক্ত ছিটিয়ে দেবে। ৫ গাভীটাকে তার চোখের সামনে পুড়িয়ে দেওয়া হবে; গোবর সমেত চামড়া, মাংস ও রক্তও পুড়িয়ে দেওয়া হবে। ৬ যাজক এরসকাঠ, হিসোপ ও লাল পশম নিয়ে তা সেই আগুনে ফেলে দেবে যার মধ্যে গাভীটাকে পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। ৭ যাজক তার নিজের পোশাক ধুয়ে নেবে ও নিজেই জলে স্নান করবে; এরপর শিবিরে ফিরে যাবে; তবু যাজক সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি থাকবে। ৮ আর যে লোক গাভীটাকে পুড়িয়ে দিল, সেও নিজের পোশাক জলে ধুয়ে নেবে ও নিজেও জলে স্নান করবে, এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি থাকবে। ৯ শুচি একজন লোক গাভীটার ছাই জড় করে শিবিরের বাইরে শুচি কোন জায়গায় রাখবে; তা ইস্রায়েল সন্তানদের জনমণ্ডলীর জন্য, শুচীকরণ-রীতির জলের জন্যই রাখা হবে: এ পাপার্থে বলিদান। ১০ আর যে লোক গাভীটার ছাই জড় করেছে, সে তার পোশাক ধুয়ে নেবে ও সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি থাকবে: এ এমন চিরস্থায়ী বিধি, যা ইস্রায়েল সন্তানদের ও তাদের মধ্যে প্রবাসী হয়ে বাস করে সমস্ত বিদেশীর পক্ষে পালনীয়।'

অশুচিতা বিষয়ক নানা উদাহরণ

১১ 'যে কেউ কোন মানুষের মৃতদেহ স্পর্শ করে, সে সাত দিন অশুচি থাকবে; ১২ তৃতীয় ও সপ্তম দিনে ওই জল দিয়ে নিজেকে পাপমুক্ত করার পর সে শুচি হবে; কিন্তু যদি তৃতীয় দিনে ও সপ্তম দিনে নিজেকে পাপমুক্ত না করে, তবে সে শুচি হবে না। ১৩ যে কেউ কোন মৃত মানুষের লাশ স্পর্শ

করে, সে প্রভুর আবাস কলুষিত করে; তাকে ইস্রায়েলের মধ্য থেকে উচ্ছেদ করা হবে; তার
উপরে শুচীকরণের জল ছিটিয়ে ছড়িয়ে দেওয়া হয়নি বিধায় সে অশুচি; অশুচিতা এখনও তার
গায়ে রয়েছে।
১৪ কোন মানুষ তাঁবুর মধ্যে মরলে, এই পরিপ্রেক্ষিতে বিধান এই: যে কেউ সেই তাঁবুতে ঢুকবে
ও যে কেউ সেই তাঁবুতে থাকবে, তারা সকলে সাত দিন অশুচি থাকবে। ১৫ খোলা যত পাত্র—
এমন পাত্র যার উপরে ঢাকনা বা বাঁধন নেই—তা অশুচি হবে। ১৬ যে কেউ খোলা মাঠে খড়্গের
আঘাতে মেরে ফেলা বা এমনিই মরা কোন মানুষের মৃতদেহ কিংবা মানুষের কোন হাড় বা কবর
স্পর্শ করে, সে সাত দিন অশুচি থাকবে। ১৭ সেই অশুচি লোকের জন্য পাপার্থে বলি পুড়িয়ে দেবার
জন্য খানিকটা ছাই নিয়ে তা একটা পাত্রে রেখে তার উপরে স্রোত-জল ঢেলে দেওয়া হবে। ১৮
পরে কোন শুচি লোক হিসোপ নিয়ে সেই জলে ঢুবিয়ে ওই তাঁবুর উপরে ও সেই জায়গার সমস্ত
দ্রব্য-সামগ্রীর ও সমস্ত প্রাণীর উপরে, এবং হাড়ের উপরে ও মেরে ফেলা বা এমনি মৃতলোকের
দেহ বা কবর যে স্পর্শ করেছিল তার উপরে তা ছিটিয়ে দেবে। ১৯ সেই শুচি লোক তৃতীয় দিনে ও
সপ্তম দিনে অশুচি লোকটার উপরে সেই জল ছিটিয়ে দেবে; সপ্তম দিনে সে তাকে পাপমুক্ত
করবে; পরে যে লোক অশুচি ছিল, সে নিজের পোশাক ধুয়ে নেবে ও জলে স্নান করবে; পরে
সন্ধ্যায় শুচি হবে। ২০ কিন্তু যে লোক অশুচি হয়ে নিজেকে পাপমুক্ত করে না, তাকে জনসমাবেশের
মধ্য থেকে উচ্ছেদ করা হবে, কেননা সে প্রভুর পবিত্রধাম অশুচি করেছে ও শুচীকরণের জল তার
উপরে ছিটিয়ে দেওয়া হয়নি; সে অশুচি। ২১ এ এমন চিরস্থায়ী বিধি, যা তাদের পক্ষে পালনীয়;
যে লোক সেই শুচীকরণের জল ছিটিয়ে দেয়, সে নিজের পোশাক ধুয়ে নেবে; এবং সেই
শুচীকরণের জল যাকে স্পর্শ করে, সে সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি থাকবে। ২২ অশুচি লোক যা কিছু স্পর্শ
করে, তা অশুচি হবে; আর যে কেউ তাকে স্পর্শ করে, সে সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি থাকবে।'

মেরিবার জল

২০ইস্রায়েল সন্তানেরা, গোটা জনমণ্ডলীই, বছরের প্রথম মাসে সীন মরুপ্রান্তরে এসে পৌঁছল;
জনগণ কিছুকালের মত কাদেশে থামল; সেইখানে মরিয়মের মৃত্যু হল আর সেইখানে তাঁর
সমাধি দেওয়া হল।
২ সেখানে জনমণ্ডলীর জন্য জল ছিল না, তাই লোকেরা মোশী ও আরোনের বিরুদ্ধে একজোট
হল। ৩ তারা মোশীর সঙ্গে বিবাদ করে বলল, 'আহা, আমাদের ভাইয়েরা যখন প্রভুর সামনে মারা
গেল, তখন যদি আমাদেরও মৃত্যু হত! ৪ তোমরা আমাদের ও আমাদের পশুদের মৃত্যু ঘটাবার
জন্য কেনই বা প্রভুর জনমণ্ডলীকে এই মরুপ্রান্তরে নিয়ে এসেছ? ৫ তেমন অলক্ষুণে জায়গায়
আনবার জন্য তোমরা কেন মিশর থেকে আমাদের বের করে এনেছ? এ তো চাষ করার মত
জায়গা নয়; এখানে ডুমুর বা আঙুর বা ডালিমও নেই; এমনকি খাবার জলও নেই!'
৬ মোশী ও আরোন জনসমাবেশ ছেড়ে সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারে গিয়ে উপুড় হয়ে পড়লেন,
এবং প্রভুর গৌরব তাঁদের দেখা দিল। ৭ তখন প্রভু মোশীকে বললেন, ৮ 'লাঠি নাও, এবং তুমি ও
তোমার ভাই আরোন জনমণ্ডলীকে একত্রে সমবেত করে তাদের সাক্ষাতে ওই শৈলকে উদ্দেশ
করে কথা বল, আর তা জল দেবে; তুমি তাদের জন্য শৈল থেকে জল বের করে জনমণ্ডলীকে ও
তাদের পশুদের পান করাবে।' ৯ মোশী প্রভুর আজ্ঞামত তাঁর সামনে থেকে লাঠিটা নিলেন। ১০
পরে মোশী ও আরোন সেই শৈলের সামনে জনমণ্ডলীকে একত্রে সমবেত করে তাদের বললেন,

‘হে বিদ্রোহীর দল, শোন! আমরা তোমাদের জন্য কি এই শৈল থেকে জল বের করব?’ ১১ মোশী
তাঁর হাত তুলে ওই লাঠি দিয়ে শৈলে দু’বার আঘাত করলেন, তখন প্রচুর জল বের হল, এবং
জনমণ্ডলী ও তাদের পশুরা জল খেল। ১২ কিন্তু প্রভু মোশী ও আরোনকে বললেন, ‘ইস্রায়েল
সন্তানদের চোখে আমার পবিত্রতা প্রকাশ করার জন্য তোমরা আমাতে আস্থা রাখনি বলে আমি
তাদের যে দেশ দিতে চলেছি, সেই দেশে তোমরা এই জনমণ্ডলীকে প্রবেশ করাবে না!’ ১৩ এ হল
মেরিবার জল: সেখানে ইস্রায়েল সন্তানেরা প্রভুর সঙ্গে বিবাদ করল, আর সেখানে তিনি তাদের
মাঝে নিজেকে পবিত্র বলে প্রকাশ করলেন।

যাত্রাপথ দিতে এদোমের অস্বীকার

১৪ মোশী কাদেশ থেকে এদোমের রাজার কাছে দূতের মাধ্যমে বলে পাঠালেন: ‘তোমার ভাই
ইস্রায়েল একথা বলছে, তুমি তো জান, আমাদের কষ্টকর কত কিছুই না ঘটেছে: ১৫ আমাদের
পিতৃপুরুষেরা মিশরে নেমে গেছিলেন, আর আমরা সেই মিশরে বহুদিন বাস করলাম এবং
মিশরীয়েরা আমাদের প্রতি ও আমাদের পিতৃপুরুষদের প্রতি দুর্ব্যবহার করল। ১৬ তখন আমরা
চিৎকার করে প্রভুকে ডাকলাম, আর তিনি আমাদের চিৎকার শুনলেন, এবং দূত পাঠিয়ে মিশর
থেকে আমাদের বের করে আনলেন; এই যে আমরা এখন এই কাদেশে আছি, যা তোমার দেশের
প্রান্তে অবস্থিত এক শহর। ১৭ আমাদের অনুরোধ, তুমি তোমার দেশের মধ্য দিয়ে আমাদের যেতে
দাও; আমরা শস্যখেত বা আঙুরখেত দিয়ে যাব না, কোন কুয়োর জলও পান করব না; কেবল
সোজা রাস্তা দিয়েই যাব; যে পর্যন্ত তোমার এলাকা পার না হই, সেপর্যন্ত ডানে কি বাঁয়ে কোথাও
পথ ছাড়ব না।’ ১৮ কিন্তু এদোম তাঁকে উত্তরে বললেন, ‘তুমি আমার দেশের মধ্য দিয়ে যেতে
পারবে না, গেলে আমি খড়্গ নিয়ে তোমার বিরুদ্ধে বেরিয়ে পড়ব!’ ১৯ ইস্রায়েল সন্তানেরা তাঁকে
বলল, ‘আমরা তো সোজা রাস্তা দিয়েই যাব; আমি বা আমার পশুরা, আমরা যদি তোমার জল
পান করি, তবে আমি তার দাম দেব; আমাকে শুধু পায়ে হেঁটে যেতে দাও, আর কিছুই চাই না।’
২০ কিন্তু তিনি উত্তরে বললেন, ‘তুমি যেতে পারবে না!’ আর এদোম বহু লোক সঙ্গে নিয়ে ও
শক্তিশালী হাতে তাদের বিরুদ্ধে বেরিয়ে পড়লেন। ২১ যখন এদোম ইস্রায়েলকে তাঁর আপন
এলাকার মধ্য দিয়ে যেতে দিতে রাজি হলেন না, তখন ইস্রায়েল তাঁর কাছ থেকে দূরে চলে গেল।

আরোনের মৃত্যু

২২ ইস্রায়েল সন্তানেরা, গোটা জনমণ্ডলীই, কাদেশ থেকে শিবির তুলে হোর পর্বতে গিয়ে
পৌঁছল। ২৩ এদোম দেশের সীমানার কাছে যে হোর পর্বত, সেই পর্বতে প্রভু মোশী ও আরোনকে
বললেন, ২৪ ‘আরোন তার আপন পূর্বপুরুষদের সঙ্গে মিলিত হতে যাচ্ছে; আমি যে দেশ ইস্রায়েল
সন্তানদের দিয়েছি, সেই দেশে সে প্রবেশ করবে না; কারণ মেরিবার জলের ধারে তোমরা আমার
আজ্ঞার প্রতি বিদ্রোহ করেছিলে। ২৫ তুমি আরোনকে ও তার সন্তান এলেয়াজারকে হোর পর্বতের
উপরে নিয়ে যাও। ২৬ পরে আরোনকে তার পোশাক ত্যাগ করিয়ে তার সন্তান এলেয়াজারকে তা
পরিয়ে দাও; আরোন সেইখানে তার আপন পূর্বপুরুষদের সঙ্গে মিলিত হবে, সেইখানে সে
মরবে।’ ২৭ মোশী প্রভুর আজ্ঞামত কাজ করলেন; তাঁরা গোটা জনমণ্ডলীর চোখের সামনে হোর
পর্বতে উঠলেন। ২৮ মোশী আরোনকে তাঁর পোশাক ত্যাগ করিয়ে তাঁর সন্তান এলেয়াজারকে তা
পরালেন; আরোন সেখানে, সেই পর্বতচূড়ায়, প্রাণত্যাগ করলেন। পরে মোশী ও এলেয়াজার

পর্বত থেকে নেমে এলেন। ২৯ যখন গোটা জনমণ্ডলী দেখল যে, আরোন প্রাণত্যাগ করেছেন, তখন
গোটা ইস্রায়েলকুল আরোনের জন্য ত্রিশ দিন শোকপালন করল।

কানানীয়দের উপরে প্রথম জয়লাভ

২১নেগেব-নিবাসী কানান-বংশীয় আরাদের রাজা যেইমাত্র শুনতে পেলেন, ইস্রায়েল আথারিমের
পথ দিয়ে আসছে, তখনই ইস্রায়েলকে আক্রমণ করলেন ও তাদের কয়েকজনকে বন্দি করলেন। ২
তখন ইস্রায়েল এই বলে প্রভুর উদ্দেশে মানত করল: 'তুমি যদি এই লোকদের আমার হাতে তুলে
দাও, তবে আমি তাদের শহরগুলো বিনাশ-মানতের বস্তু করব।' ৩ প্রভু ইস্রায়েলের কণ্ঠে কান
দিয়ে সেই কানানীয়দের তাদের হাতে তুলে দিলেন, আর ইস্রায়েল তাদের ও তাদের সমস্ত শহর
বিনাশ-মানতের বস্তু করল, এবং সেই জায়গার নাম হর্মা রাখল।

সেই ব্রঞ্জের সাপ

৪ তারা হোর পর্বত থেকে রওনা হয়ে এদোম অঞ্চলের পাশ কাটিয়ে যাবার জন্য
লোহিত-সাগরের দিকে যাত্রা করল; কিন্তু পথ চলতে চলতে তারা ধৈর্যহারা হয়ে পড়ল। ৫ তারা
পরমেশ্বর ও মোশীর বিরুদ্ধে বলতে লাগল: 'এই মরুপ্রান্তরে আমাদের মৃত্যু ঘটাবার জন্য তোমরা
কেন মিশর থেকে আমাদের বের করে এনেছ? এখানে রুটিও নেই, জলও নেই; আর এই হালকা
খাবারের প্রতি আমাদের একেবারে বিতৃষ্ণা হয়েছে।' ৬ তখন প্রভু লোকদের মধ্যে বিষাক্ত সাপ
পাঠালেন: এগুলো লোকদের কামড় দিলে ইস্রায়েলের অনেকে মারা পড়ল। ৭ লোকেরা মোশীকে
এসে বলল, 'প্রভুর বিরুদ্ধে ও তোমার বিরুদ্ধে কথা বলে আমরা পাপ করেছি। তুমি প্রভুর কাছে
প্রার্থনা কর, যেন তিনি আমাদের কাছ থেকে এই সকল সাপ দূর করে দেন।' মোশী লোকদের
হয়ে প্রার্থনা করলেন, ৮ এবং প্রভু মোশীকে বললেন, 'তুমি একটা সাপ তৈরি করে তা একটা
পতাকাদণ্ডের মাথায় লাগাও; যাকে সাপে কামড়িয়েছে, সে এই সাপের দিকে তাকালে বাঁচবে।' ৯
মোশী ব্রঞ্জের একটা সাপ তৈরি করে তা পতাকাদণ্ডের মাথায় লাগালেন; আর সাপে কোন
মানুষকে কামড়ালে সে যদি ওই ব্রঞ্জের সাপের দিকে তাকাত, তাহলে বাঁচত।

সিহোন ও ওগের উপরে জয়লাভ

১০ পরে ইস্রায়েল সন্তানেরা রওনা হয়ে ওবোতে শিবির বসাল; ১১ ওবোৎ থেকে রওনা হয়ে,
সূর্যোদয়ের দিকে মোয়াবের সামনে যে মরুপ্রান্তর রয়েছে, সেই প্রান্তরে ইয়ে-আবারিমে শিবির
বসাল। ১২ সেখান থেকে রওনা হয়ে জেরেদ উপত্যকায় শিবির বসাল। ১৩ তারপর সেখান থেকে
রওনা হয়ে আর্নোনের ওপারে শিবির বসাল: এই আর্নোন নদী মরুপ্রান্তরে বয়, তার উৎস
আমোরীয়দের এলাকা থেকে নির্গত; আসলে আর্নোন মোয়াবের ও আমোরীয়দের মধ্যে মোয়াবের
সীমানা। ১৪ এজন্য প্রভুর যুদ্ধপুস্তকে বলা আছে:

'সুফাতে বাহেব ও তার যত খরস্রোত,
আর্নোন ১৫ ও যত খরস্রোতের পার্শ্ব-ভূমি,
যা আর্ লোকালয়ের দিকে বয়ে যায়
ও মোয়াবের সীমানায় ভর করে।'

১৬ সেখান থেকে তারা বের নামে জায়গায় এল: এই কুয়োর বিষয়েই প্রভু মোশীকে বলেছিলেন,

‘তুমি জনগণকে সমবেত কর, আমি তাদের জল দেব।’ ১৭ সেসময়ই ইস্রায়েল এই সঙ্গীত গান
করল:

‘হে কুয়ো, তোমা থেকে জল নির্গত হোক;
তোমরা কুয়োটার উদ্দেশে গান কর!
১৮ এ সেই কুয়ো, যা নেতাদের দ্বারা খোঁড়া হয়েছে,
যা রাজদণ্ড ও তাদের যষ্টি দিয়ে
জনগণের প্রধানেরা খুঁড়েছেন।’

মরুপ্রান্তর থেকে তারা মাত্তানায়, ১৯ মাত্তানা থেকে নাহালিয়েলে, নাহালিয়েল থেকে বামোতে, ২০
ও বামোৎ থেকে সেই উপত্যকায় গেল, যা রয়েছে মোয়াবের নিম্নভূমিতে সেই পিস্‌গার চূড়ার
কাছে যা মরুপ্রান্তরের সম্মুখীন।
২১ ইস্রায়েল দূত পাঠিয়ে আমোরীয়দের রাজা সিহোনকে বলল: ২২ ‘তোমার দেশের মধ্য দিয়ে
আমাদের যেতে দাও; আমরা পথ ছেড়ে শস্যখেতে বা আঙুরখেতে ঢুকব না, কুয়োর জলও পান
করব না; যে পর্যন্ত তোমার এলাকা পার না হই, সেপর্যন্ত সোজা রাস্তা দিয়ে চলব।’ ২৩ কিন্তু
সিহোন তাঁর এলাকার মধ্য দিয়ে ইস্রায়েলকে যেতে দিলেন না; বরং তাঁর সমস্ত জনগণকে জড়
করে ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে মরুপ্রান্তরে বেরিয়ে পড়লেন, এবং যাহাসে এসে পৌঁছে ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে
যুদ্ধ করলেন। ২৪ ইস্রায়েল খড়্গের আঘাতে তাঁকে প্রাণে মেরে পরাস্ত করল ও আর্নোন থেকে
যাব্বোক পর্যন্ত অর্থাৎ আম্মোনীয়দের কাছ পর্যন্ত তাঁর দেশ জয় করে নিল; কারণ আম্মোনীয়দের
সীমানা শক্তিশালী ছিল। ২৫ ইস্রায়েল সেই সমস্ত শহর কেড়ে নিল, এবং ইস্রায়েল আমোরীয়দের
সকল শহরে, হেস্‌বোনে ও সেখানকার সমস্ত উপনগরে বাস করতে লাগল; ২৬ বস্তুতপক্ষে
হেস্‌বোন ছিল আমোরীয়দের রাজা সিহোনের রাজধানী; তিনি মোয়াবের আগেকার রাজার
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাঁর হাত থেকে আর্নোন পর্যন্ত তাঁর সমস্ত দেশ ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। ২৭ এজন্য
কবিরা বলেন:

‘তোমরা হেস্‌বোনে এসো,
সিহোনের শহর শক্ত করেই নির্মিত ও স্থাপিত!
২৮ কেননা হেস্‌বোন থেকে আগুন নির্গত হল,
সিহোনের শহর থেকে অগ্নিশিখা নির্গত হয়ে আর্‌-মোয়াবকে গ্রাস করল,
আর্নোনের উচ্চস্থানগুলোর নেতৃবৃন্দকে গ্রাস করল।
২৯ হে মোয়াব, ধিক্‌ তোমাকে!
হে কামোশের প্রজাবৃন্দ, তোমাদের বিনাশ হল।
সে তার আপন সন্তানদের করল পলাতক,
তার আপন কন্যাদের তুলে দিল বন্দিদশায়
আমোরীয়দের রাজা সিহোনের হাতে।
৩০ কিন্তু আমরা তাদের বিঁধিয়ে ফেলেছি!
হেস্‌বোন এবার দিবোন পর্যন্ত ধ্বংসিত;
আমরা নোফাহ্‌ পর্যন্ত সব ধ্বংস করেছি,
যা মেদেবার কাছে অবস্থিত।’

৩১ তাই ইস্রায়েল আমোরীয়দের দেশে বসতি করল। ৩২ মোশী যায়াস পরিদর্শন করতে লোক
পাঠালেন, আর ইস্রায়েল সন্তানেরা সেখানকার শহরগুলো কেড়ে নিল ও সেখানে যে আমোরীয়েরা
ছিল, তাদের দেশছাড়া করল। ৩৩ পরে তারা অন্য দিকে ফিরে বাশানের দিকের পথে গিয়ে উঠল।
বাশানের রাজা ওগ ও তাঁর সমস্ত জনগণ বেরিয়ে পড়ে তাদের বিরুদ্ধে এদ্রেইতে যুদ্ধ করতে
গেলেন। ৩৪ প্রভু মোশীকে বললেন, 'তুমি একে ভয় পেয়ো না, কেননা আমি একে, এর সমস্ত
জনগণকে ও এর দেশ তোমার হাতে তুলে দিলাম। তুমি এর প্রতি সেইমত ব্যবহার কর,
হেস্‌বোনে বাস করত আমোরীয়দের রাজা সেই সিহোনের প্রতি যেভাবে ব্যবহার করেছিলে।' ৩৫
ইস্রায়েল সন্তানেরা তাঁকে, তাঁর সন্তানদের ও তাঁর সমস্ত লোককে এমন আঘাত হানল যে, তাঁর
কেউই বেঁচে থাকল না। তারা তাঁর দেশ অধিকার করে নিল।

বালায়ামের কাছে বালাকের সাহায্য-প্রার্থনা

২২ইস্রায়েল সন্তানেরা রওনা হয়ে যেরিখোর দিকে যর্দনের ওপারে মোয়াবের তলভূমিতে শিবির
বসাল।
২ ইস্রায়েল আমোরীয়দের প্রতি যা কিছু করেছিল, সিপ্পোরের সন্তান বালাক তা সবই
দেখেছিলেন; ৩ আর এত বড় লোকসংখ্যার কারণে মোয়াব তাদের কারণে ভীষণ ভয় পেল;
ইস্রায়েল সন্তানদের সামনে মোয়াব আতঙ্কিত হল। ৪ তাই মোয়াব মিদিয়ানের প্রবীণদের বলল,
'বলদ যেমন মাঠের ঘাস চেটে খায়, তেমনি এই লোকারণ্য আমাদের চারদিকে যা কিছু আছে তা
সবই চেটে খাবে।' সেসময় সিপ্পোরের সন্তান বালাক মোয়াবের রাজা ছিলেন। ৫ তিনি বেয়োরের
সন্তান বালায়ামকে ডেকে আনতে আমাউ-সন্তানদের দেশে নদীর কূলে অবস্থিত পেথোর শহরে
দূত পাঠিয়ে তাকে বললেন, 'দেখুন, মিশর থেকে এক জাতি বেরিয়ে এসেছে; দেখুন, তারা
পৃথিবী আচ্ছন্ন করে আমার সামনাসামনিই বসেছে। ৬ এখন আমার অনুরোধ, আপনি এসে আমার
জন্য সেই লোকদের অভিশাপ দিন, কারণ তারা আমার চেয়ে শক্তিশালী। হয় তো আমি তাদের
আঘাত করে দেশ থেকে দূর করে দিতে পারব, কেননা আমি জানি, আপনি যাকে আশীর্বাদ
করেন, সে আশিসপ্রাপ্ত হয়, ও যাকে অভিশাপ দেন, সে অভিশপ্ত হয়।'
৭ মোয়াবের প্রবীণেরা ও মিদিয়ানের প্রবীণেরা মন্ত্রের জন্য মজুরি সঙ্গে করে রওনা হল, এবং
বালায়ামের কাছে এসে পৌঁছে তাকে বালাকের কথা জানাল। ৮ সে তাদের বলল, 'তোমরা এখানে
রাত কাটাও; আর প্রভু আমাকে যা বলবেন, সেই অনুসারে আমি তোমাদের উত্তর দেব।' তাই
মোয়াবের নেতারা বালায়ামের কাছে রাত কাটাল। ৯ তখন এমনটি ঘটল যে, পরমেশ্বর
বালায়ামকে এসে বললেন, 'তোমার কাছে আছে এই যে লোকেরা, তারা কে?' ১০ উত্তরে বালায়াম
পরমেশ্বরকে বলল, 'মোয়াবের রাজা সিপ্পোরের সন্তান বালাক আমার কাছে বলে পাঠালেন: ১১
দেখ, মিশর থেকে ওই যে জাতি বেরিয়ে এসেছে, তারা পৃথিবী আচ্ছন্ন করছে। এখন তুমি এসে
আমার জন্য তাদের অভিশাপ দাও; হয় তো আমি তাদের পরাজিত করে দূর করে দিতে পারব।'
১২ পরমেশ্বর বালায়ামকে বললেন, 'তুমি এদের সঙ্গে যাবে না, সেই জাতিকে অভিশাপ দেবে না,
কেননা তারা আশীর্বাদ-মণ্ডিত।' ১৩ বালায়াম সকালে উঠে বালাকের নেতাদের বলল, 'তোমরা
তোমাদের দেশে চলে যাও, কেননা আমি তোমাদের সঙ্গে যাব, এতে প্রভু বারণ দিলেন।' ১৪ তাই
মোয়াবের নেতারা উঠে বালাককে গিয়ে বলল, 'বালায়াম আমাদের সঙ্গে আসতে রাজি হলেন
না।'

১৫ তখন বালাক আবার তাদের চেয়ে বহুসংখ্যক ও সম্ভ্রান্ত নেতাদের পাঠালেন। ১৬ তারা
বালায়ামের কাছে এসে তাকে বলল, 'সিপ্পোরের সন্তান বালাক একথা বলছেন: আপনার দোহাই,
আমার কাছে আসবার জন্য কিছুই যেন আপনাকে বাধা না দেয়; ১৭ কেননা আমি আপনাকে মহা
সম্মান দেখাব। আপনি আমাকে যা কিছু বলবেন, আমি তা সবই করব; অতএব, আপনার
দোহাই, আপনি এসে আমার জন্য সেই জনগণকে অভিশাপ দেন।' ১৮ বালায়াম বালাকের দূতদের
এই উত্তর দিল: 'যদিও বালাক রুপো ও সোনায় ভরা তার নিজের গৃহ আমাকে দেন, তবুও আমি
অল্প বা বেশি কিছু করার জন্য আমার পরমেশ্বর প্রভুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করতে পারব না। ১৯ কিন্তু
তবুও তোমরাও এখানে রাত কাটাও, প্রভু আমাকে আর কী বলবেন, তা যেন আমি জানতে
পারি।' ২০ রাত্রিকালে পরমেশ্বর বালায়ামের কাছে এসে তাকে বললেন, 'ওই লোকেরা যখন
তোমাকে ডাকতে এসেছে, তখন তুমি ওঠ, তাদের সঙ্গে যাও; কিন্তু আমি তোমাকে যা করতে
বলব, তুমি শুধু তা-ই করবে।' ২১ বালায়াম সকালে উঠে তার গাধী সাজিয়ে মোয়াবের নেতাদের
সঙ্গে রওনা হল।

বালায়ামের গাধী

২২ কিন্তু তার যাওয়ায় পরমেশ্বরের ক্রোধ জ্বলে উঠল, এবং প্রভুর দূত তাকে বাধা দেবার জন্য
পথে দাঁড়ালেন। সে তার আপন গাধীর পিঠে চড়ে যাচ্ছিল, আর তার দুই দাস তার সঙ্গে ছিল। ২৩
গাধীটা দেখল, প্রভুর দূত নিষ্কোষিত খড়্গ হাতে করে পথে দাঁড়িয়ে আছেন, তাই গাধীটা পথ
ছেড়ে মাঠে যেতে লাগল; তাতে বালায়াম গাধীকে পথে আনবার জন্য তাকে মারল। ২৪ তখন
প্রভুর দূত দুই আঙুরখেতের এমন গলি-পথে দাঁড়ালেন, যার এপাশেও প্রাচীর ছিল, ওপাশেও
প্রাচীর ছিল। ২৫ গাধীটা প্রভুর দূত দেখে প্রাচীরের গা ঘেঁষে গেল, আর প্রাচীরে বালায়ামের পায়ে
ঘষা লাগল; তাতে সে আবার তাকে মারল। ২৬ প্রভুর দূত আর একটু এগিয়ে গিয়ে ডানে বা বামে
ফেরার পথ নেই এমন এক চাপা জায়গায় দাঁড়ালেন। ২৭ গাধীটা প্রভুর দূত দেখে বালায়ামের নিচে
মাটিতে বসে পড়ল; ক্রোধে জ্বলে উঠে বালায়াম গাধীকে লাঠি দিয়ে মারল। ২৮ তখন প্রভু
গাধীটার মুখ খুলে দিলেন, এবং সে বালায়ামকে বলল, 'আমি তোমাকে এমন কী করেছি যে, তুমি
এই তিনবার আমাকে মেরেছ?' ২৯ বালায়াম উত্তরে গাধীকে বলল, 'তুমি তো আমাকে নিয়ে ঠাট্টা
করেছ! আমার হাতে যদি খড়্গ থাকত আমি এখনই তোমাকে মেরে ফেলতাম।' ৩০ গাধীটা
বালায়ামকে বলল, 'তুমি জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত যার পিঠে চড়ে থাক, আমি কি তোমার সেই গাধী
নই? আমি তোমার প্রতি কি এইভাবে কখনও ব্যবহার করেছি?' সে উত্তর দিল, 'না।' ৩১ তখন
প্রভু বালায়ামের চোখ খুলে দিলেন, আর সে দেখল, প্রভুর দূত নিষ্কোষিত খড়্গ হাতে করে পথে
দাঁড়িয়ে আছেন; তখন সে মাথা নত করে উপুড় হয়ে পড়ল। ৩২ প্রভুর দূত তাকে বললেন, 'তুমি
এই তিনবার তোমার গাধীকে কেন মেরেছ? দেখ, আমি নিজেই তোমার পথে বাধা দেবার জন্য
বেরিয়েছি; আমি যতক্ষণ থাকি, ততক্ষণ তোমার পথ রুদ্ধ। ৩৩ গাধী আমাকে দেখে এই তিনবার
আমার সামনে থেকে অন্য দিকে ঘুরে গেল; সে যদি আমার সামনে থেকে অন্য দিকে ঘুরে না
যেত, তবে আমি নিশ্চয় তোমাকে বধ করতাম আর একে বাঁচিয়ে রাখতাম।' ৩৪ বালায়াম প্রভুর
দূতকে বলল, 'আমি পাপ করেছি! আমি তো জানতাম না যে, আমার যাওয়াটা বন্ধ করার জন্য
আপনি পথে দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু আমার এই কাজে যদি আপনার অসন্তোষ হয়, তবে আমি
ফিরে যাব।' ৩৫ প্রভুর দূত বালায়ামকে বললেন, 'ওই লোকদের সঙ্গে যাও, কিন্তু আমি তোমাকে

যা বলব, তুমি শুধু তা-ই বলবে।’ তাই বালায়াম বালাকের নেতাদের সঙ্গে গেল।
৩৬ বালায়াম আসছে শুনে বালাক তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ইর-মোয়াবে গেলেন; তা দেশের
সীমানার প্রান্তে, আর্নোনের সীমানায় অবস্থিত শহর। ৩৭ বালাক বালায়ামকে বললেন, ‘আমি
আপনাকে ডাকিয়ে আনবার জন্য কি লোক পাঠিয়ে সাধাসাধি করিনি? আপনি আমার কাছে কেন
আসেননি? আমি কি আপনাকে সম্মান দেখাতে অসমর্থ?’ ৩৮ বালায়াম বালাককে বলল, ‘এই যে,
আমি আপনার কাছে এলাম; কিন্তু যে কোন কথা বলার ক্ষমতা আমার এখন আছে কি? পরমেশ্বর
আমার মুখে যে বাণী দেন, তা-ই বলব।’ ৩৯ বালায়াম বালাকের সঙ্গে গেল, আর তাঁরা
কিরিয়াৎ-হুসোতে গিয়ে পৌঁছলেন। ৪০ বালাক কতগুলো বলদ ও ভেড়া বলিদান করে সেগুলোর
মাংস বালায়ামের কাছে ও সেই নেতাদেরও কাছে পাঠিয়ে দিলেন, যারা তার সঙ্গে ছিল।
৪১ সকালে বালাক বালায়ামকে নিলেন, ও তাঁকে বামোৎ-বায়ালে আনলেন; সেখান থেকে
জনগণের শিবিরের প্রান্তভাগ দেখা যেত।
২৩ বালায়াম বালাককে বলল, ‘এখানে আমার জন্য সাতটা বেদি গাঁথুন, ও এখানে আমার জন্য
সাতটা বাছুর ও সাতটা ভেড়ার আয়োজন করুন।’ ২ বালাক বালায়ামের কথামত ঠিক তাই
করলেন; এবং বালাক ও বালায়াম এক একটা বেদিতে একটা করে বাছুর ও একটা করে ভেড়া
উৎসর্গ করলেন। ৩ পরে বালায়াম বালাককে বলল, ‘আপনার আহুতিবলির কাছে দাঁড়িয়ে থাকুন;
আমি যাব; হয় তো প্রভু আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসবেন; তিনি আমাকে যা দেখাবেন, তা
আমি আপনাকে বলব।’ সে শুষ্ক একটা পাহাড়ে গিয়ে উঠল।

বালায়ামের বিবিধ দৈবোক্তি

৪ পরমেশ্বর বালায়ামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন, আর সে তাঁকে বলল: ‘আমি সেই সাতটা
বেদি প্রস্তুত করেছি, আর এক একটা বেদিতে একটা করে বাছুর ও একটা করে ভেড়া উৎসর্গ
করেছি।’ ৫ তখন প্রভু বালায়ামের মুখে একটি বাণী দিলেন ও তাকে বললেন, ‘বালাকের কাছে
ফিরে গিয়ে এইভাবে কথা বল।’ ৬ তাই সে তাঁর কাছে ফিরে গেল; বালাক তখনও মোয়াবের
নেতাদের সঙ্গে তাঁর আহুতিবলির কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ৭ তখন বালায়াম এই বলে তার দৈববাণী
দিতে শুরু করল:

‘আরাম থেকেই বালাক আমাকে আনালেন,
প্রাচ্য পর্বতমালা থেকেই মোয়াব-রাজ আমাকে আনালেন;
এসো, আমার জন্য যাকোবকে অভিশাপ দাও;
এসো, ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে অভিযোগ আন।
৮ ঈশ্বর অভিশাপ না দিলে কেমন করে আমি অভিশাপ দেব?
প্রভু অভিযোগ না আনলে কেমন করে আমি অভিযোগ আনব?
৯ হ্যাঁ, আমি শৈলের চূড়া থেকে তাকে দেখতে পাচ্ছি;
দেখ, গিরিমালা থেকে তাকে প্রত্যক্ষ করছি;
দেখ, এমন জনগণ, যারা স্বতন্ত্রই বাস করে,
জাতিগুলির মধ্যে যারা গণ্য নয়।
১০ যাকোবের ধূলিকণা কে গণনা করতে পারে?
ইস্রায়েলের বালুকণা কে গুনতে পারে?

ধার্মিকের মৃত্যুর মতই হোক আমার মৃত্যু,
তাদের পরিণামের মতই হোক আমার পরিণাম।’

১১ তখন বালাক বালায়ামকে বললেন, ‘আমার প্রতি আপনি এ কি করলেন? আমার শত্রুদের
অভিশাপ দেবার জন্যই আমি আপনাকে আনিয়েছিলাম; অথচ দেখুন, আপনি তাদের আশীর্বাদই
করলেন!’ ১২ সে উত্তরে বলল, ‘প্রভু আমার মুখে যে কথা দেন, সতর্ক হয়ে তা-ই উচ্চারণ করা কি
আমার উচিত নয়?’ ১৩ বালাক বললেন, ‘আপনার দোহাই, আমার সঙ্গে অন্য এমন জায়গায়
আসুন, যেখান থেকে তাদের দেখতে পাবেন; এখানে আপনি কেবল তাদের প্রান্তভাগ দেখতে
পাচ্ছেন, সবই দেখতে পাচ্ছেন না; সেই জায়গা থেকেই আমার জন্য তাদের অভিশাপ দেন।’
১৪ বালাক তাকে পিস্‌গার চূড়ায়, সোফিমের মাঠে নিয়ে গিয়ে সেখানে সাতটা বেদি গাঁথলেন,
এবং এক একটা বেদিতে একটা করে বাছুর ও একটা করে ভেড়া উৎসর্গ করলেন। ১৫ বালায়াম
তাঁকে বলল, ‘যতক্ষণ সেই জায়গায় আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ না ঘটে, ততক্ষণ আপনি এখানে
আপনার আহুতিবলির কাছে দাঁড়িয়ে থাকুন।’ ১৬ প্রভু বালায়ামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসে তার
মুখে একটি বাণী দিলেন ও তাকে বললেন, ‘বালাকের কাছে ফিরে গিয়ে এইভাবে কথা বল।’ ১৭
তাই সে তাঁর কাছে ফিরে গেল; বালাক তখনও মোয়াবের নেতাদের সঙ্গে তাঁর আহুতিবলির কাছে
দাঁড়িয়ে ছিলেন। বালাক তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘প্রভু কী বললেন? ১৮ তখন বালায়াম এই বলে
তার দৈববাণী দিতে শুরু করল:

‘ওঠ, বালাক, এবার শোন;
হে সিপ্পোরের সন্তান, আমার কথায় কান দাও;
১৯ ঈশ্বর তো মানুষ নন যে মিথ্যা বলবেন!
তিনি তো আদমসন্তান নন যে নিজের মন পাল্টাবেন;
তিনিই কি ব’লে তা সাধন করেন না?
তিনিই কি ব’লে তার সিদ্ধি ঘটান না?
২০ দেখ, আমি আশীর্বাদ করতেই আজ্ঞা পেলাম,
তিনি আশীর্বাদ করেছেন, আমি তা ফেরাতে অক্ষম।
২১ যাকোবে কোন শঠতা দেখা যাচ্ছে না,
ইস্রায়েলে কোন অপরাধ ধরা পড়ছে না;
তার পরমেশ্বর প্রভু তার সঙ্গে সঙ্গেই আছেন,
রাজার জয়ধ্বনি তারই মাঝে রয়েছে।
২২ ঈশ্বর মিশর থেকে তাকে বের করে এনেছেন;
তাতে সে বৃষের শক্তির অধিকারী!
২৩ কেননা যাকোবে কোন মায়াবল নেই,
ইস্রায়েলে কোন মন্ত্র নেই:
যথাসময় যাকোবের ও ইস্রায়েলের বিষয়ে বলা হবে:
পরমেশ্বর কী না সাধন করেছেন!
২৪ দেখ, এমন জনগণ, যারা সিংহীর মত উঠছে,
তারা সিংহের মত নিজেদের উত্তোলন করছে;

তারা শুয়ে পড়ে না, যতক্ষণ তাদের শিকার গ্রাস না করে,
যতক্ষণ নিহতদের রক্ত পান না করে।’

২৫ বালাক বালায়ামকে বললেন, ‘আপনি যখন ওদের মোটেই অভিশাপ দিচ্ছেন না, তখন
কমপক্ষে ওদের যেন আশীর্বাদ না করেন!’ ২৬ বালায়াম উত্তরে বালাককে বলল, ‘আমি কি
আপনাকে বলিনি যে, প্রভু আমাকে যা কিছু বলবেন, আমি তা-ই বলব?’

২৭ বালাক বালায়ামকে বললেন, ‘আপনার দোহাই, আমি আপনাকে অন্য এক জায়গায় নিয়ে
যাই; হয় তো পরমেশ্বর এতে প্রীত হবেন যে, সেখান থেকেই আপনি আমার জন্য তাদের
অভিশাপ দেবেন।’ ২৮ তাই বালাক বালায়ামকে পেওর-চূড়ায় নিয়ে গেলেন; জায়গাটি মরুভূমির
সামনে অবস্থিত। ২৯ বালায়াম বালাককে বলল, ‘এখানে আমার জন্য সাতটা বেদি গাঁথুন, ও
এখানে আমার জন্য সাতটা বাছুর ও সাতটা ভেড়ার আয়োজন করুন।’ ৩০ বালাক বালায়ামের
কথামত ঠিক তাই করলেন; এবং এক একটা বেদিতে একটা করে বাছুর ও একটা করে ভেড়া
উৎসর্গ করলেন।

২৪বালায়াম তখন দেখল, ইস্রায়েলকে আশীর্বাদ করায়ই প্রভু প্রীত। আগের মত সে জাদুমন্ত্রের
দিকে আর না ফিরে মরুপ্রান্তরের দিকেই বরং মুখ ফেরাল। ২ বালায়াম চোখ তুলে দেখল,
ইস্রায়েলের গোষ্ঠী অনুসারে তাঁবুগুলো খাটানো রয়েছে; আর তখন পরমেশ্বরের আত্মা তার উপর
নেমে এল। ৩ সে এই বলে তার দৈববাণী দিতে শুরু করল:

‘বেয়োরের সন্তান বালায়ামের উক্তি,
তীক্ষ্ণ চোখ-মানুষের উক্তি;
৪ ঈশ্বরের বাণী-শ্রোতার উক্তি:
সে সর্বশক্তিমানের দর্শনের দর্শক,
সমাধিমগ্ন হলে তার চোখের আবরণ সরে যায়।
৫ যাকোব, তোমার তাঁবুগুলো,
ইস্রায়েল, তোমার আবাসগুলো কেমন মনোরম।
৬ সেগুলো প্রসারিত উপত্যকার মত,
নদীর কূলে উদ্যানের মত,
প্রভুর রোপিত অগুরুগাছের মত,
জলাশয়ের ধারে এরসগাছের মত।
৭ তার কলস থেকে উথলে পড়বে জল,
অপর্যাপ্ত জলে সিক্ত হবে তার বীজ,
তার রাজা আগাগের চেয়েও শক্তিশালী হবেন,
তার রাজ্য সঙ্কীর্তিত হবে।
৮ ঈশ্বর তাকে মিশর থেকে বের করে এনেছেন,
সে একটা বৃষের মত শক্তিশালী;
সে আপন বিপক্ষ জাতিগুলোকে গ্রাস করে,
তাদের অস্থি চূর্ণবিচূর্ণ করে,
আপন তীর দিয়ে তাদের ভেদ করে।

৯ সে শুয়ে প'ড়ে পা গুটিয়ে বসল একটা সিংহের মত,
একটা সিংহীরই মত—তাকে ওঠাবে, এমন সাহস কার?
যে তোমাকে আশীর্বাদ করে, সে আশিসপ্রাপ্ত হোক,
যে তোমাকে অভিশাপ দেয়, সে অভিশপ্ত হোক।'

১০ তখন বালায়ামের উপরে বালাকের ক্রোধ জ্বলে উঠল; তিনি হাতে হাত ঘষে বালায়ামকে
বললেন, 'আমার শত্রুদের অভিশাপ দেবার জন্যই আমি আপনাকে নিয়ে এসেছিলাম, আর দেখুন,
এই তিন তিনবারই আপনি সবদিক দিয়ে তাকে আশীর্বাদ করেছেন। ১১ এখন আপনার অঞ্চলে
চলেই যান! আমি বলেছিলাম, আপনাকে বহু বহু গৌরব দান করব, কিন্তু দেখুন, প্রভু আপনাকে
সেই গৌরব থেকে বঞ্চিত করেছেন।' ১২ উত্তরে বালায়াম বালাককে বলল, 'আমি কি আপনার
পাঠানো দূতদের সামনেই বলিনি যে, ১৩ যদিও বালাক সোনা-রূপোয় ভরা তাঁর নিজের গৃহ
আমাকে দেন, তবু আমি নিজের ইচ্ছামতই ভাল কি মন্দের জন্য প্রভুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করতে পারি
না: প্রভু যা বলবেন, আমি তা-ই বলব? ১৪ এখন দেখুন, আমি আমার স্বজাতীয়দের কাছে ফিরে
যাচ্ছি; তাই আসুন, এই জাতি ভাবীকালে আপনার জাতির প্রতি যে কী করবে, তা আপনাকে
জানিয়ে দিই।' ১৫ সে এই বলে তার দৈববাণী দিতে শুরু করল:

'বেয়োরের সন্তান বালায়ামের উক্তি,
তীক্ষ্ণ চোখ-মানুষের উক্তি;
১৬ ঈশ্বরের বাণী-শ্রোতার উক্তি,
পরাৎপরের জ্ঞানের অংশীদারের উক্তি:
সে সর্বশক্তিমানের দর্শনের দর্শক,
সমাধিমগ্ন হলে তার চোখের আবরণ সরে যায়।
১৭ আমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছি—কিন্তু এখন নয়,
আমি তাঁর দর্শন পাচ্ছি—কিন্তু কাছাকাছি নয়;
যাকোব থেকে একটি তারা উদিত হচ্ছে,
ইস্রায়েল থেকে একটি রাজদণ্ড গজে উঠছে,
তা মোয়াবের কপালের দুই পাশ ভেঙে দেবে,
সেথ-সন্তানদের খুলি চূর্ণ করবে।
১৮ এদোম হবে তাঁর জয়ের অধিকার,
তাঁর শত্রু সেইরও হবে তাঁর জয়ের অধিকার,
যখন ইস্রায়েল আপন বীর্য দেখাবে!
১৯ যাকোবের কে যেন একজন আপন শত্রুদের উপর প্রভুত্ব করবেন
এবং আরে যারা রক্ষা পেয়েছে, তাদের বিনাশ করবেন।'

২০ পরে সে আমালেককে দেখতে পেয়ে তার দৈববাণী দিতে শুরু করল:
'আমালেক জাতিগুলির মধ্যে প্রথমই ছিল,
কিন্তু এর শেষ দশা হবে বিনাশ!'

২১ পরে সে কেনীয়দের দেখতে পেয়ে তার দৈববাণী দিতে শুরু করল:

‘হে কাইন, তোমার নিবাস নিরাপদ বটে,
তোমার নীড়ও শৈলে স্থাপিত,
২২ অথচ তা অবক্ষয়ের হাতে তুলে দেওয়া হবে,
আর শেষে আসুর তোমাকে বন্দি করে নিয়ে যাবে।’

২৩ সে আবার তার দৈববাণী দিতে শুরু করল :
‘হায় হায়! প্রভু তেমনটি করলে পর কে বেঁচে থাকবে?
২৪ কিত্তিমের তীর থেকে জাহাজ আসবে,
তারা আসুরকে অত্যাচার করবে, এবেরকেও অত্যাচার করবে,
কিন্তু তারও বিনাশ ঘটবে।’

২৫ পরে বালায়াম উঠে তার নিজের অঞ্চলে ফিরে গেল, বালাকও তাঁর নিজের পথে চলে গেলেন।

পেওরে ইস্রায়েলের বিশ্বাসঘাতকতা

২৫ইস্রায়েল সিত্তিমে বসতি করল, আর লোকেরা মোয়াবীয় মেয়েদের সঙ্গে অবৈধ ভাবে আচরণ
করতে শুরু করল। ২ সেই মেয়েরা জনগণকে তাদের দেবতাদের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত বলিদানে
নিমন্ত্রণ করল, আর লোকেরা প্রসাদ গ্রহণ করল ও তাদের দেবতাদের সামনে প্রণিপাত করল। ৩
ইস্রায়েল বায়াল-পেওরের প্রতি আসক্ত হতে লাগল আর তখন ইস্রায়েলের উপর পরমেশ্বরের
ক্রোধ জ্বলে উঠল। ৪ প্রভু মোশীকে বললেন, ‘জনগণের সমস্ত নেতাদের সঙ্গে নিয়ে প্রভুর উদ্দেশে
রোদের নিচে ওদের ঝুলাও, যেন প্রভুর প্রচন্ড ক্রোধ ইস্রায়েল থেকে সরে যায়।’ ৫ মোশী
ইস্রায়েলের বিচারকদের বললেন, ‘তোমরা প্রত্যেকে তোমাদের লোকদের মধ্যে যারা
বায়াল-পেওরের প্রতি আসক্ত, তাদের বধ কর।’
৬ মোশী ও ইস্রায়েল সন্তানদের গোটা জনমণ্ডলী সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারে হাহাকার করছিলেন
এমন সময় তাঁদের চোখের সামনে ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে একটি পুরুষলোক তার ভাইদের
কাছে মিদিয়ানীয়া একটি স্ত্রীলোককে আনছিল। ৭ তা দেখে আরোন যাজকের পৌত্র এলেয়াজারের
সন্তান ফিনেয়াস জনমণ্ডলীর মধ্য থেকে উঠে হাতে বর্শা নিলেন, ৮ ও সেই ইস্রায়েলীয় লোকের
পিছু পিছু কুটিরে ঢুকে ওই দু'জনের—সেই ইস্রায়েলীয় পুরুষলোকের ও সেই স্ত্রীলোকের পেটে
বিঁধিয়ে দিলেন; তখন ইস্রায়েলের মধ্যে মড়ক থেমে গেল। ৯ যারা ওই মড়কের আঘাতে মারা
পড়েছিল, তাদের সংখ্যা চব্বিশ হাজার।
১০ প্রভু মোশীকে বললেন, ১১ ‘জনগণের মধ্যে আমার পক্ষে ধর্মাগ্রহ প্রকাশ করেছে বিধায়
আরোন যাজকের পৌত্র এলেয়াজারের সন্তান ফিনেয়াস ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্য থেকে আমার
ক্রোধ সরিয়ে দিয়েছে; এজন্য আমি অন্তর্জ্বালায় ইস্রায়েল সন্তানদের সংহার করলাম না। ১২
সুতরাং তুমি একথা বল: দেখ, আমি তার সঙ্গে আমার শান্তি-সন্ধি স্থাপন করছি, ১৩ তা তার পক্ষে
ও তার ভাবী বংশের পক্ষে চিরস্থায়ী যাজকত্বেরই সন্ধি হবে; কেননা সে তার আপন পরমেশ্বরের
পক্ষে ধর্মাগ্রহ প্রকাশ করেছে ও ইস্রায়েল সন্তানদের জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করেছে।’ ১৪
ইস্রায়েলীয় যে পুরুষলোককে মিদিয়ানীয়া স্ত্রীলোকের সঙ্গে বধ করা হয়েছিল, তার নাম ছিল জিম্রি,
সে ছিল সালুর ছেলে; সে সিমেয়োনীয়দের একজন পিতৃকুলপতি ছিল। ১৫ আর যে স্ত্রীলোককে বধ

করা হয়েছিল, সেই মিদিয়ানীয়ার নাম ছিল কজ্‌বি, সে ছিল সূরের মেয়ে; ওই সূর মিদিয়ানের
লোকদের মধ্যে এক কুলপতি ছিল।
১৬ প্রভু মোশীকে বললেন, ১৭ 'মিদিয়ানীয়দের তুমি শত্রু মনে কর, তাদের মেরে ফেল, ১৮ কারণ
পেওরের ব্যাপারে ও কজ্‌বির ব্যাপারে ছলনায়ই তোমাদের প্রবঞ্চনা করে তারা শত্রুর মতই
তোমাদের সঙ্গে ব্যবহার করেছে। হ্যাঁ, সেই কজ্‌বি, সে তো ছিল তাদের আত্মীয়া: মিদিয়ানীয়
এক কুলপতির মেয়ে; তাকে মড়কের দিনে বধ করা হয়েছে, আর সেই মড়ক ঘটেছিল পেওরের
ব্যাপারের জন্য!'

দ্বিতীয় লোকগণনা

২৬সেই মড়কের পরে প্রভু মোশীকে ও আরোনের সন্তান এলেয়াজার যাজককে বললেন, ২
'ইস্রায়েল সন্তানদের গোটা জনমণ্ডলীর মধ্যে নিজ নিজ পিতৃকুল অনুসারে, ইস্রায়েলে কুড়ি বছর
ও তার বেশি বয়সের যত পুরুষ সৈন্যদলে যোগ দেবার যোগ্য, তাদের গণনা কর।' ৩ তাই মোশী
ও এলেয়াজার যাজক যেরিখোর এলাকায় যর্দনের ধারে মোয়াবের নিম্নভূমিতে তাদের বললেন, ৪
'কুড়ি বছর ও তার বেশি বয়সের লোকদের গণনা করা হোক, যেমন প্রভু মোশী ও ইস্রায়েলীয়দের
আজ্ঞা করেছিলেন যখন তারা মিশর দেশ ছেড়ে চলে এসেছিল।'
যে ইস্রায়েল সন্তানেরা মিশর দেশ থেকে বেরিয়ে এসেছিল, তারা এ:
৫ রূবেন ইস্রায়েলের জ্যেষ্ঠ পুত্র; রূবেনের সন্তানেরা: হানোক থেকে হানোকীয় গোত্র; পাল্লু
থেকে পাল্লুয়ীয় গোত্র; ৬ হেস্রোন থেকে হেস্রোনীয় গোত্র; কার্মি থেকে কার্মীয় গোত্র। ৭ এরা
রূবেনীয় গোত্র; এদের মধ্যে তালিকাভুক্ত লোক তেতাল্লিশ হাজার সাতশ' ত্রিশজন।
৮ পাল্লুর সন্তান এলিয়াব; ৯ এলিয়াবের সন্তানেরা: নামুয়েল, দাথান ও আবিরাম; এরা
জনমণ্ডলীর সভাসদ সেই দাথান ও আবিরাম, যারা, যখন কোরাহ্‌র দল প্রভুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ
করল, তখন সেই দলের সঙ্গে মোশীর ও আরোনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল। ১০ ভূমি মুখ খুলে
তাদের ও কোরাহ্‌কে গ্রাস করল, যখন সেই দল মারা পড়ল ও আগুন দু'শো পঞ্চাশজন মানুষকে
গ্রাস করল; তারা এমন মানুষ, যারা চিহ্ন স্বরূপ হয়ে দাঁড়াল। ১১ কিন্তু কোরাহ্‌র ছেলেরা সেসময়ে
মরেনি।
১২ নিজ নিজ গোত্র অনুসারে সিমেয়োনের সন্তানেরা: নেমুয়েল থেকে নেমুয়েলীয় গোত্র; যামিন
থেকে যামিনীয় গোত্র; যাখিন থেকে যাখিনীয় গোত্র; ১৩ জেরাহ্‌ থেকে জেরাহীয় গোত্র; সৌল
থেকে সৌলীয় গোত্র। ১৪ এরা সিমেয়োনীয় গোত্র; এদের মধ্যে তালিকাভুক্ত লোক বাইশ হাজার
দু'শো জন।
১৫ নিজ নিজ গোত্র অনুসারে গাদের সন্তানেরা: সেফোন থেকে সেফোনীয় গোত্র; হাগ্‌গি থেকে
হাগ্‌গীয় গোত্র; সুনি থেকে সুনীয় গোত্র; ১৬ ওজ্‌নি থেকে ওজ্‌নীয় গোত্র; এরি থেকে এরীয়
গোত্র; ১৭ আরোদ থেকে আরোদীয় গোত্র; আরেলি থেকে আরেলীয় গোত্র। ১৮ এরা গাদীয় গোত্র;
এদের মধ্যে তালিকাভুক্ত লোক চল্লিশ হাজার পাঁচশ'জন।
১৯ যুদার সন্তানেরা: এর ও ওনান। এর ও ওনান কানান দেশে মরেছিল। ২০ নিজ নিজ গোত্র
অনুসারে এরা যুদার সন্তানেরা: সেলা থেকে সেলায়ীয় গোত্র; পেরেস থেকে পেরেসীয় গোত্র;
জেরাহ্‌ থেকে জেরাহীয় গোত্র। ২১ পেরেসের সন্তানেরা ছিল হেস্রোন থেকে হেস্রোনীয় গোত্র; হামুল
থেকে হামুলীয় গোত্র। ২২ এরা যুদার গোত্র; এদের মধ্যে তালিকাভুক্ত লোক ছিয়াত্তর হাজার

পাঁচশ’জন।
২৩ নিজ নিজ গোত্র অনুসারে ইসাখারের সন্তানেরা : তোলা থেকে তোলায়ীয় গোত্র ; পুবা থেকে
পুবায়ীয় গোত্র ; ২৪ যাসুব থেকে যাসুবীয় গোত্র ; সিম্রোন থেকে সিম্রোনীয় গোত্র। ২৫ এরা
ইসাখারের গোত্র ; এদের মধ্যে তালিকাভুক্ত লোক চৌষট্টি হাজার তিনশ’জন।
২৬ নিজ নিজ গোত্র অনুসারে জাবুলোনের সন্তানেরা : সেরেদ থেকে সেরেদীয় গোত্র ; এলোন
থেকে এলোনীয় গোত্র ; যাহ্‌লেল থেকে যাহ্‌লেলীয় গোত্র। ২৭ এরা জাবুলোনের গোত্র ; এদের
মধ্যে তালিকাভুক্ত লোক ষাট হাজার পাঁচশ’জন।
২৮ নিজ নিজ গোত্র অনুসারে যোসেফের সন্তান : মানাসে ও এফ্রাইম। ২৯ মানাসের সন্তানেরা :
মাখির থেকে মাখিরীয় গোত্র ; মাখির গিলেয়াদের পিতা ; গিলেয়াদ থেকে গিলেয়াদীয় গোত্র। ৩০
এরা গিলেয়াদের সন্তানেরা : ইয়েজের থেকে ইয়েজেরীয় গোত্র ; হেলেক থেকে হেলেকীয় গোত্র ;
৩১ আস্রিয়েল থেকে আস্রিয়েলীয় গোত্র ; সিখেম থেকে সিখেমীয় গোত্র ; ৩২ শেমিদা থেকে
শেমিদায়ীয় গোত্র ; হেফের থেকে হেফেরীয় গোত্র। ৩৩ হেফেরের সন্তান যে সেলফ্‌হাদ, তার কোন
ছেলে ছিল না, কেবল মেয়ে ছিল ; সেই সেলফ্‌হাদের মেয়েদের নাম মাহ্‌লা, নোয়া, হগ্‌লা, মিল্কা
ও তির্সা। ৩৪ এরা মানাসের গোত্র ; এদের মধ্যে তালিকাভুক্ত লোক বাহান্ন হাজার সাতশ’জন।
৩৫ নিজ নিজ গোত্র অনুসারে এরা এফ্রাইমের সন্তানেরা : সুথেলাহ্‌ থেকে সুথেলাহীয় গোত্র ;
বেখের থেকে বেখেরীয় গোত্র ; তাহান থেকে তাহানীয় গোত্র। ৩৬ এরা সুথেলাহ্‌র সন্তান : এরান
থেকে এরানীয় গোত্র। ৩৭ এরা এফ্রাইমের গোত্র ; এদের মধ্যে তালিকাভুক্ত লোক বত্রিশ হাজার
পাঁচশ’জন ; নিজ নিজ গোত্র অনুসারে এরা যোসেফের সন্তান।
৩৮ নিজ নিজ গোত্র অনুসারে বেঞ্জামিনের সন্তানেরা : বেলা থেকে বেলায়ীয় গোত্র ; আস্‌বেল
থেকে আস্‌বেলীয় গোত্র ; আহিরাম থেকে আহিরামীয় গোত্র ; ৩৯ শেফুফাম থেকে শেফুফামীয়
গোত্র ; হুফাম থেকে হুফামীয় গোত্র। ৪০ বেলার সন্তানেরা ছিল আর্দ ও নামান : আর্দ থেকে আর্দীয়
গোত্র ; নামান থেকে নামানীয় গোত্র। ৪১ নিজ নিজ গোত্র অনুসারে এরা বেঞ্জামিনের সন্তান ; এদের
মধ্যে তালিকাভুক্ত লোক পঁয়তাল্লিশ হাজার ছ’শো জন।
৪২ নিজ নিজ গোত্র অনুসারে এরা দানের সন্তানেরা : সুহাম থেকে সুহামীয় গোত্র ; নিজ নিজ
গোত্র অনুসারে এরা দানের গোত্র। ৪৩ সুহামীয় সমস্ত গোত্রের তালিকাভুক্ত লোক চৌষট্টি হাজার
চারশ’জন।
৪৪ নিজ নিজ গোত্র অনুসারে আসেরের সন্তানেরা : ইম্না থেকে ইম্নায়ীয় গোত্র ; ইস্‌বি থেকে
ইস্‌বীয় গোত্র ; বেরিয়া থেকে বেরিয়ায়ীয় গোত্র। ৪৫ বেরিয়ার সন্তানদের থেকে : হেবের থেকে
হেবেরীয় গোত্র ; মাল্কিয়েল থেকে মাল্কিয়েলীয় গোত্র। ৪৬ আসেরের মেয়ের নাম সেরাহ্‌। ৪৭ এরা
আসেরের গোত্র : এদের মধ্যে তালিকাভুক্ত লোক তিপ্পান্ন হাজার চারশ’জন।
৪৮ নিজ নিজ গোত্র অনুসারে নেফ্‌তালির সন্তানেরা : যাহ্‌ৎসিয়েল থেকে যাহ্‌ৎসিয়েলীয় গোত্র ;
গুনি থেকে গুনীয় গোত্র ; ৪৯ যেসের থেকে যেসেরীয় গোত্র ; শিল্লেম থেকে শিল্লেমীয় গোত্র। ৫০ নিজ
নিজ গোত্র অনুসারে এরা নেফ্‌তালির গোত্র ; এদের মধ্যে তালিকাভুক্ত লোক পঁয়তাল্লিশ হাজার
চারশ’জন।
৫১ ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে তালিকাভুক্ত এই সকল লোকের সংখ্যা ছ’লক্ষ এক হাজার সাতশ’
ত্রিশ।

৫২ প্রভু মোশীকে বললেন, ৫৩ ‘নাম-সংখ্যা অনুসারে তাদের আপন উত্তরাধিকার হবার জন্য দেশ
বিভক্ত হোক। ৫৪ যার লোক বেশি, তুমি তাকে উত্তরাধিকার রূপে বেশি দেবে, ও যার লোক অল্প,
তাকে উত্তরাধিকার রূপে অল্প দেবে: লোকগণনা অনুসারেই যাকে যার উত্তরাধিকার দেওয়া হোক।
৫৫ কিন্তু তবুও দেশ গুলিবাঁট ক্রমেই বিভক্ত হবে; তারা নিজ নিজ পিতৃবংশের নাম অনুসারে
উত্তরাধিকার পাবে। ৫৬ উত্তরাধিকার গুলিবাঁট ক্রমে ছোট বড় সকল গোষ্ঠীর মধ্যে বিভক্ত হবে।’

লেবীয়দের দ্বিতীয় লোকগণনা

৫৭ নিজ নিজ গোত্র অনুসারে লেবীয়দের মধ্যে গণিত লোক এ: গের্শোন থেকে গের্শোনীয়
গোত্র; কেহাৎ থেকে কেহাতীয় গোত্র; মেরারি থেকে মেরারীয় গোত্র। ৫৮ এরা লেবির গোত্রগুলো:
লিব্‌নীয় গোত্র, হেব্রোনীয় গোত্র, মাহলীয় গোত্র, মুশীয় গোত্র, কোরাহ্‌র গোত্র। কেহাৎ আম্রামের
পিতা; ৫৯ আম্রামের স্ত্রীর নাম যোকেবেদ: তিনি লেবির মেয়ে, মিশরে লেবির ঔরসে তাঁর জন্ম
হয়; তিনি আম্রামের ঘরে আরোন, মোশী ও তাঁদের বোন মরিয়মকে প্রসব করলেন। ৬০ আরোন
ছিলেন নাদাব ও আবিহুর, এবং এলেয়াজার ও ইথামারের পিতা। ৬১ কিন্তু প্রভুর সামনে অবৈধ
আগুন নিবেদন করায় নাদাব ও আবিহু মারা পড়েন। ৬২ সবসমেত তালিকাভুক্ত লোকদের সংখ্যা
হল তেইশ হাজার: এরা সকলে পুরুষলোক, এদের বয়স ছিল এক মাস ও তার ঊর্ধ্বে। ইস্রায়েল
সন্তানদের মধ্যে তাদের কোনও স্বত্বাধিকার না দেওয়ায় তারা ইস্রায়েল সন্তানদের লোকগণনার
মধ্যে গণিত হয়নি।

৬৩ এই সকল লোক মোশী ও এলেয়াজার যাজক দ্বারা তালিকাভুক্ত হল। তাঁরা যেরিখোর
এলাকায় যর্দনের ধারে মোয়াবের নিম্নভূমিতে ইস্রায়েল সন্তানদের লোকগণনা করলেন। ৬৪ মোশী
ও আরোন যাজক যখন সিনাই মরুপ্রান্তরে ইস্রায়েল সন্তানদের লোকগণনা করেছিলেন, তখন যারা
তাঁদের দ্বারা তালিকাভুক্ত হয়েছিল, তাদের একজনও এদের মধ্যে ছিল না; ৬৫ কেননা প্রভু তাদের
বিষয়ে বলেছিলেন: ‘তারা মরুপ্রান্তরে মরবেই মরবে!’ তাদের মধ্যে যেফুন্নির সন্তান কালেব ও
নূনের সন্তান যোশুয়া ছাড়া একজনও বেঁচে থাকল না।

স্ত্রীলোকদের প্রাপ্য উত্তরাধিকার

২৭যোসেফের সন্তান মানাসের গোষ্ঠীভুক্ত সেলফ্‌হাদের মেয়েরা এগিয়ে এল: সেলফ্‌হাদ হেফেরের
সন্তান, হেফের গিলেয়াদের সন্তান, গিলেয়াদ মাখিরের সন্তান, মাখির মানাসের সন্তান। সেই
মেয়েদের নাম এই: মাহ্‌লা, নোয়া, হগ্‌লা, মিল্কা ও তির্সা। ২ তারা মোশীর সামনে ও এলেয়াজার
যাজকের সামনে এবং নেতাদের ও গোটা জনমণ্ডলীর সামনে সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে
একথা বলল: ৩ ‘আমাদের পিতা মরুপ্রান্তরে মরেছেন; প্রভুর বিরুদ্ধে যারা একজোট হয়েছিল,
তাদের দলের লোক ছিলেন না; না, তিনি কোরাহ্‌র সেই দলের লোক ছিলেন না; তাঁর নিজের
পাপের কারণেই তিনি পুত্রসন্তান-বিহীন হয়ে মরলেন। ৪ আমাদের পিতার কোন ছেলে হয়নি
বিধায় তাঁর গোত্র থেকে তাঁর নাম কেন বিলুপ্ত হবে? আমাদের পিতৃকুলের ভাইদের মধ্যে
স্বত্বাধিকার বলে কিছু জমি দিন।’

৫ মোশী প্রভুর সামনে তাদের ব্যাপার এনে উপস্থিত করলেন, ৬ আর প্রভু মোশীকে বললেন, ৭
‘সেলফ্‌হাদের মেয়েরা ঠিকই বলছে; তুমি ওদের পিতৃকুলের ভাইদের মধ্যে নিশ্চয় উত্তরাধিকার
বলে ওদের কিছু দেবে, ও ওদের পিতার উত্তরাধিকার ওদেরই হাতে হস্তান্তর করবে। ৮ তাছাড়া
তুমি ইস্রায়েল সন্তানদের একথা বলবে: কেউ যদি কোন ছেলে না রেখে মরে, তবে তোমরা তার

উত্তরাধিকার তার মেয়েকেই দেবে। ৯ যদি তার কোন মেয়ে না থাকে, তবে তার উত্তরাধিকার তার
ভাইদের দেবে। ১০ যদি তার কোন ভাই না থাকে, তবে তার উত্তরাধিকার জেঠা মশায়দের দেবে;
১১ যদি কোন জেঠা না থাকে, তবে তার উত্তরাধিকার তার গোত্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়কেই
দেবে, সে-ই তার অধিকারী হবে। ইস্রায়েল সন্তানদের পক্ষে এ হবে বিচার-বিধি, যেমন প্রভু
মোশীকে আজ্ঞা দিলেন।'

জনগণের পরিচালনা-পদে যোশুয়া

১২ প্রভু মোশীকে বললেন, 'তুমি আবারিমের এই পর্বতে ওঠ ও যে দেশ আমি ইস্রায়েল
সন্তানদের দিতে যাচ্ছি, তা দেখ। ১৩ তা দেখলে পর তুমিও তোমার ভাই আরোনের মত তোমার
পূর্বপুরুষদের সঙ্গে মিলিত হবে; ১৪ কেননা সীন মরুপ্রান্তরে যখন জলের ব্যাপারে জনমণ্ডলী
আমার সঙ্গে বিবাদ করল ও তোমরা জনগণের চোখে আমার পবিত্রতা প্রকাশ করনি, তখন
তোমরা দু'জনেই আমার প্রতি বিদ্রোহ করলে।' এ হল সীন মরুপ্রান্তরে কাদেশ অঞ্চলে মেরিবার
সেই জল।

১৫ মোশী প্রভুকে বললেন, ১৬ 'সকল প্রাণীর প্রাণবায়ু দানকারী পরমেশ্বর প্রভু জনমণ্ডলীর উপরে
এমন একজনকে নিযুক্ত করুন, ১৭ যে তাদের আগে আগে বাইরে যায়, আবার তাদের আগে আগে
ভিতরে আসে, এবং তাদের বাইরে নিয়ে যায়, আবার ভিতরে নিয়ে আসে, যেন প্রভুর জনমণ্ডলী
পালকবিহীন মেষপালের মত না হয়।' ১৮ প্রভু মোশীকে বললেন, 'তুমি নূনের সন্তান যোশুয়াকে
নাও; সে এমন মানুষ, যার অন্তর আত্মার অধিকারী; তুমি তার মাথায় হাত রাখবে, ১৯
এলেয়াজার যাজকের ও গোটা জনমণ্ডলীর সামনে তাকে এনে দাঁড় করাবে, তাদের সাক্ষাতে
তাকে তোমার আদেশগুলি দেবে, ২০ এবং তাকে তোমার নিজের কর্তৃত্বের একটা অংশ দেবে, যেন
ইস্রায়েল সন্তানদের গোটা জনমণ্ডলী তার প্রতি বাধ্যতা স্বীকার করে। ২১ সে এলেয়াজার যাজকের
সামনে এসে দাঁড়াবে, এবং এলেয়াজার তার জন্য প্রভুর সামনে উরিমের বিচার জিজ্ঞাসা করবে;
এরপর সে ও তার সঙ্গে সমস্ত ইস্রায়েল সন্তান ও গোটা জনমণ্ডলী এলেয়াজারের আজ্ঞায় বেরিয়ে
যাবে, আবার তার আজ্ঞায় ভিতরে আসবে।' ২২ মোশী প্রভুর আজ্ঞামত কাজ করলেন: তিনি
যোশুয়াকে নিয়ে এলেয়াজার যাজকের সামনে ও গোটা জনমণ্ডলীর সামনে এনে দাঁড় করালেন;
২৩ তাঁর মাথায় হাত রাখলেন ও তাঁকে তাঁর সমস্ত আদেশ দিলেন, যেমন প্রভু মোশীর মধ্য দিয়ে
বলেছিলেন।

বলিদান সংক্রান্ত বিধি-নিয়ম

২৮প্রভু মোশীকে বললেন, ২ 'তুমি ইস্রায়েল সন্তানদের এই আজ্ঞা দাও; তাদের বল: তোমরা
সতর্ক থাক, যেন অর্ঘ্য, আমার উদ্দেশে সৌরভ-রূপে আমার অগ্নিদগ্ধ নৈবেদ্যের সেই খাদ্য ঠিক
সময়েই আমার কাছে আনা হয়। ৩ তুমি তাদের একথা বলবে: প্রভুর উদ্দেশে অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্যরূপে
এই সমস্ত কিছু নিবেদন করবে: প্রতিদিন নিত্যাহুতিরূপে এক বছরের দু'টো খুঁতবিহীন
মেষশাবক: ৪ প্রথম মেষশাবক সকালে উৎসর্গ করবে, দ্বিতীয় মেষশাবক সন্ধ্যায় উৎসর্গ করবে। ৫
শস্য-নৈবেদ্য রূপে হিনের চার ভাগের এক ভাগ হামানে প্রস্তুত করা তেলে মেশানো এফার দশ
ভাগের এক ভাগ ময়দা দেবে। ৬ এ নিত্যাহুতি, যা সিনাই পর্বতে নিবেদিত হয়েছিল: এ অগ্নিদগ্ধ
অর্ঘ্য, প্রভুর উদ্দেশে সৌরভ। ৭ প্রথম মেষশাবকের জন্য পানীয়-নৈবেদ্য হবে হিনের চার ভাগের
এক ভাগ; পানীয়-নৈবেদ্যটি তুমি পবিত্রধামের ভিতরেই ঢেলে দেবে: তা প্রভুর উদ্দেশে পরিণত

আঙুররস। ৮ দ্বিতীয় মেষশাবক সন্ধ্যায় উৎসর্গ করবে; সেইসঙ্গে এমন নৈবেদ্য উৎসর্গ করবে, যা
সকালের শস্য ও পানীয়-নৈবেদ্যের মত: এ অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্য, প্রভুর উদ্দেশে সৌরভ।
৯ সাব্বাৎ দিনে তুমি এক বছরের দু'টো খুঁতবিহীন মেষশাবক ও শস্য-নৈবেদ্যরূপে তেলে
মেশানো এক এফার দশ ভাগের দুই ভাগ ময়দা আর সেইসঙ্গে নিয়মিত পানীয়-নৈবেদ্য নিবেদন
করবে। ১০ নিত্যাহুতি ও তা সংক্রান্ত পানীয়-নৈবেদ্য ছাড়া এ হল প্রতিটি সাব্বাৎ দিনের
সাব্বাৎ-আহুতি।
১১ তোমাদের প্রতিটি মাসের শুরুতে তোমরা প্রভুর উদ্দেশে আহুতিরূপে খুঁতবিহীন দু'টো বাছুর,
একটা ভেড়া ও এক বছরের সাতটা মেষশাবক উৎসর্গ করবে: ১২ এক একটা বাছুরের জন্য
শস্য-নৈবেদ্যরূপে দশ ভাগের তিন তিন ভাগ তেল-মেশানো ময়দা, ভেড়াটার জন্য
শস্য-নৈবেদ্যরূপে দশ ভাগের এক ভাগ তেল-মেশানো ময়দা, ১৩ এবং এক একটা মেষশাবকের
জন্য শস্য-নৈবেদ্যরূপে দশ ভাগের এক এক ভাগ তেল-মেশানো ময়দা নিবেদন করা হবে। এ
সুরভিত আহুতি, প্রভুর উদ্দেশে অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্য। ১৪ পানীয়-নৈবেদ্যরূপে এক একটা বাছুরের জন্য
হিনের অর্ধেক, ভেড়াটার জন্য হিনের তিন ভাগের এক ভাগ, ও এক একটা মেষশাবকের জন্য
হিনের চার ভাগের এক এক ভাগ আঙুররস নিবেদন করা হবে। এ হল বছরের প্রতিটি মাসের
মাসিক আহুতি। ১৫ নিত্যাহুতি ও তার পানীয়-নৈবেদ্য ছাড়া, পাপার্থে বলিদান রূপে প্রভুর উদ্দেশে
একটা ছাগ নিবেদন করতে হবে।
১৬ প্রথম মাসে, সেই মাসের চতুর্দশ দিন প্রভুর পাস্কা হবে। ১৭ এই মাসের পঞ্চদশ দিনে উৎসব
পালিত হবে; সাত দিন ধরে খামিরবিহীন রুটি খেতে হবে। ১৮ প্রথম দিনে একটা পবিত্র সভা
অনুষ্ঠিত হবে: তোমরা কোন ভারী কাজ করবে না; ১৯ তোমরা প্রভুর উদ্দেশে অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্যরূপে
আহুতির জন্য দু'টো বাছুর, একটা ভেড়া ও এক বছরের সাতটা মেষশাবক উৎসর্গ করবে:
সেগুলো খুঁতবিহীন হওয়া চাই; ২০ শস্য-নৈবেদ্যরূপে এক একটা বাছুরের জন্য দশ ভাগের তিন
তিন ভাগ, ভেড়াটার জন্য দশ ভাগের দু'ভাগ, ২১ ও সাতটা মেষশাবকের মধ্যে এক একটার জন্য
দশ ভাগের এক এক ভাগ তেল-মেশানো ময়দা নিবেদন করবে, ২২ এবং তোমাদের নিজেদের
জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করার জন্য পাপার্থে বলিরূপে একটা ছাগ নিবেদন করবে। ২৩ সকালের
আহুতি ছাড়া—সে তো নিত্যাহুতি—তোমরা এই সমস্ত কিছু নিবেদন করবে। ২৪ তা তোমরা সাত
দিন ধরে, প্রত্যেক দিন, উৎসর্গ করবে: এ অগ্নিদগ্ধ নৈবেদ্যীয় খাদ্য, প্রভুর উদ্দেশে সৌরভ।
নিত্যাহুতি ও তার পানীয়-নৈবেদ্য ছাড়া এ নিবেদিত হবে। ২৫ সপ্তম দিনে তোমাদের একটা পবিত্র
সভা অনুষ্ঠিত হবে: তোমরা কোন ভারী কাজ করবে না।
২৬ প্রথমাংশের দিনে, যখন তোমরা তোমাদের সপ্ত সপ্তাহের উৎসবে প্রভুর উদ্দেশে নতুন
শস্য-নৈবেদ্য আনবে, তখন তোমাদের একটা পবিত্র সভা অনুষ্ঠিত হবে: তোমরা কোন ভারী
কাজ করবে না। ২৭ সুরভিত আহুতিরূপে তোমরা প্রভুর উদ্দেশে দু'টো বাছুর, একটা ভেড়া ও এক
বছরের সাতটা মেষশাবক উৎসর্গ করবে; ২৮ তাদের শস্য-নৈবেদ্যরূপে তোমরা এক একটা
বাছুরের জন্য দশ ভাগের তিন তিন ভাগ, ভেড়াটার জন্য দশ ভাগের দু'ভাগ, ২৯ ও সাতটা
মেষশাবকের মধ্যে এক একটার জন্য দশ ভাগের এক এক ভাগ তেল-মেশানো ময়দা নিবেদন
করবে; ৩০ তোমাদের নিজেদের জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করার জন্য একটা ছাগ নিবেদন
করবে। ৩১ নিত্যাহুতি ও তার শস্য-নৈবেদ্য ছাড়া তোমরা এই সমস্ত কিছু নিবেদন করবে।

খুঁতবিহীন পশুগুলোকেই তোমরা বেছে নেবে, আর সেইসঙ্গে তাদের নিয়মিত পানীয়-নৈবেদ্যেরও
ব্যবস্থা করবে।
২৯সপ্তম মাসে, সেই মাসের প্রথম দিনে তোমাদের একটা পবিত্র সভা অনুষ্ঠিত হবে; তোমরা
কোন ভারী কাজ করবে না; সেই দিন তোমাদের জন্য হবে জয়ধ্বনির দিন। ২ তোমরা প্রভুর
উদ্দেশে সুরভিত আহুতিরূপে খুঁতবিহীন একটা বাছুর, একটা ভেড়া ও এক বছরের সাতটা
মেষশাবক উৎসর্গ করবে, ৩ এবং সেইসঙ্গে নিয়মিত শস্য-নৈবেদ্যরূপে বাছুরটার জন্য দশ ভাগের
তিন ভাগ, ভেড়াটার জন্য দশ ভাগের দু'ভাগ, ৪ ও সাতটা মেষশাবকের মধ্যে এক একটার জন্য
দশ ভাগের এক এক ভাগ তেল-মেশানো ময়দা নিবেদন করবে; ৫ এবং তোমাদের নিজেদের
জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করার জন্য পাপার্থে বলিরূপে একটা ছাগ উৎসর্গ করবে। ৬ অমাবস্যার
আহুতি ও সেইসঙ্গে তার শস্য-নৈবেদ্য, নিত্যাহুতি ও সেইসঙ্গে তার শস্য-নৈবেদ্য, এবং বিধিমতে
উভয়ের পানীয়-নৈবেদ্য ছাড়াই এই সবকিছু নিবেদন করবে। এ হবে অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্য, প্রভুর
উদ্দেশে সৌরভ।
৭ সেই সপ্তম মাসের দশম দিনে তোমাদের একটা পবিত্র সভা অনুষ্ঠিত হবে: তোমরা
তোমাদের প্রাণ অবনমিত করবে; কোন ভারী কাজ করবে না, ৮ বরং প্রভুর উদ্দেশে সুরভিত
আহুতিরূপে তোমরা একটা বাছুর, একটা ভেড়া ও এক বছরের সাতটা মেষশাবক উৎসর্গ করবে:
সেগুলো খুঁতবিহীন হওয়া চাই; ৯ এবং সেগুলোর সঙ্গে নিয়মিত শস্য-নৈবেদ্যরূপে বাছুরটার জন্য
দশ ভাগের তিন ভাগ, ভেড়াটার জন্য দশ ভাগের দু'ভাগ, ১০ ও সাতটা মেষশাবকের মধ্যে এক
একটার জন্য দশ ভাগের এক এক ভাগ তেল-মেশানো ময়দা নিবেদন করবে; ১১ এবং পাপার্থে
প্রায়শ্চিত্ত-বলিদান, নিত্যাহুতি ও তার শস্য ও পানীয়-নৈবেদ্য ছাড়া পাপার্থে বলিরূপে একটা ছাগ
উৎসর্গ করবে।
১২ সপ্তম মাসের পঞ্চদশ দিনে তোমাদের একটা পবিত্র সভা অনুষ্ঠিত হবে; তোমরা কোন ভারী
কাজ করবে না; বরং সাত দিন ধরে প্রভুর উদ্দেশে উৎসব পালন করবে। ১৩ প্রভুর উদ্দেশে
অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্যরূপে ও সৌরভরূপে তোমরা আহুতিতে তেরটা বাছুর, দু'টো ভেড়া ও এক বছরের
চৌদ্দটা মেষশাবক উৎসর্গ করবে: সেগুলি খুঁতবিহীন হওয়া চাই; ১৪ এবং সেগুলোর সঙ্গে নিয়মিত
শস্য-নৈবেদ্যরূপে তেরটা বাছুরের মধ্যে প্রত্যেকটার জন্য দশ ভাগের তিন তিন ভাগ, দু'টো
ভেড়ার এক একটার জন্য দশ ভাগের দু' দু'ভাগ, ১৫ ও চৌদ্দটা মেষশাবকের মধ্যে এক একটার
জন্য দশ ভাগের এক এক ভাগ তেল-মেশানো ময়দা নিবেদন করবে; ১৬ এবং নিত্যাহুতি এবং
তার শস্য ও পানীয়-নৈবেদ্য ছাড়া পাপার্থে বলিরূপে একটা ছাগ উৎসর্গ করবে।
১৭ দ্বিতীয় দিনে তোমরা খুঁতবিহীন বারোটা বাছুর, দু'টো ভেড়া ও এক বছরের চৌদ্দটা
মেষশাবক উৎসর্গ করবে, ১৮ আর সেইসঙ্গে বাছুরের, ভেড়ার ও মেষশাবকের জন্য তাদের সংখ্যা
অনুসারে বিধিমতে তাদের নিয়মিত শস্য ও পানীয়-নৈবেদ্য নিবেদন করবে, ১৯ এবং নিত্যাহুতি ও
তার শস্য ও পানীয়-নৈবেদ্য ছাড়া পাপার্থে বলিরূপে একটা ছাগ উৎসর্গ করবে।
২০ তৃতীয় দিনে তোমরা খুঁতবিহীন এগারটা বাছুর, দু'টো ভেড়া ও এক বছরের চৌদ্দটা
মেষশাবক উৎসর্গ করবে, ২১ আর সেইসঙ্গে বাছুরের, ভেড়ার ও মেষশাবকের জন্য তাদের সংখ্যা
অনুসারে বিধিমতে তাদের নিয়মিত শস্য ও পানীয়-নৈবেদ্য নিবেদন করবে, ২২ এবং নিত্যাহুতি ও
তার শস্য ও পানীয়-নৈবেদ্য ছাড়া পাপার্থে বলিরূপে একটা ছাগ উৎসর্গ করবে।

২৩ চতুর্থ দিনে তোমরা খুঁতবিহীন দশটা বাছুর, দু’টো ভেড়া ও এক বছরের চৌদ্দটা মেষশাবক
উৎসর্গ করবে, ২৪ আর সেইসঙ্গে বাছুরের, ভেড়ার ও মেষশাবকের জন্য তাদের সংখ্যা অনুসারে
বিধিমতে তাদের নিয়মিত শস্য ও পানীয়-নৈবেদ্য নিবেদন করবে, ২৫ এবং নিত্যাহুতি ও তার
শস্য ও পানীয়-নৈবেদ্য ছাড়া পাপার্থে বলিরূপে একটা ছাগ উৎসর্গ করবে।
২৬ পঞ্চম দিনে তোমরা খুঁতবিহীন ন’টা বাছুর, দু’টো ভেড়া ও এক বছরের চৌদ্দটা মেষশাবক
উৎসর্গ করবে, ২৭ আর সেইসঙ্গে বাছুরের, ভেড়ার ও মেষশাবকের জন্য তাদের সংখ্যা অনুসারে
বিধিমতে তাদের নিয়মিত শস্য ও পানীয়-নৈবেদ্য নিবেদন করবে, ২৮ এবং নিত্যাহুতি ও তার
শস্য ও পানীয়-নৈবেদ্য ছাড়া পাপার্থে বলিরূপে একটা ছাগ উৎসর্গ করবে।
২৯ ষষ্ঠ দিনে তোমরা খুঁতবিহীন আটটা বাছুর, দু’টো ভেড়া ও এক বছরের চৌদ্দটা মেষশাবক
উৎসর্গ করবে, ৩০ আর সেইসঙ্গে বাছুরের, ভেড়ার ও মেষশাবকের জন্য তাদের সংখ্যা অনুসারে
বিধিমতে তাদের নিয়মিত শস্য ও পানীয়-নৈবেদ্য নিবেদন করবে, ৩১ এবং নিত্যাহুতি ও তার
শস্য ও পানীয়-নৈবেদ্য ছাড়া পাপার্থে বলিরূপে একটা ছাগ উৎসর্গ করবে।
৩২ সপ্তম দিনে তোমরা খুঁতবিহীন সাতটা বাছুর, দু’টো ভেড়া ও এক বছরের চৌদ্দটা মেষশাবক
উৎসর্গ করবে, ৩৩ আর সেইসঙ্গে বাছুরের, ভেড়ার ও মেষশাবকের জন্য তাদের সংখ্যা অনুসারে
বিধিমতে তাদের নিয়মিত শস্য ও পানীয়-নৈবেদ্য নিবেদন করবে, ৩৪ এবং নিত্যাহুতি ও তার
শস্য ও পানীয়-নৈবেদ্য ছাড়া পাপার্থে বলিরূপে একটা ছাগ উৎসর্গ করবে।
৩৫ অষ্টম দিনে তোমাদের মহোৎসব হবে; তোমরা কোন ভারী কাজ করবে না; ৩৬ বরং প্রভুর
উদ্দেশে অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্যরূপে ও সৌরভরূপে তোমরা আহুতিতে খুঁতবিহীন একটা বাছুর, একটা ভেড়া
ও এক বছরের সাতটা মেষশাবক উৎসর্গ করবে, ৩৭ আর সেইসঙ্গে বাছুরের, ভেড়ার ও
মেষশাবকের জন্য তাদের সংখ্যা অনুসারে বিধিমতে তাদের নিয়মিত শস্য ও পানীয়-নৈবেদ্য
নিবেদন করবে, ৩৮ এবং নিত্যাহুতি ও তার শস্য ও পানীয়-নৈবেদ্য ছাড়া পাপার্থে বলিরূপে একটা
ছাগ উৎসর্গ করবে।
৩৯ তোমাদের আহুতি, শস্য ও পানীয়-নৈবেদ্য ও মিলন-যজ্ঞের সঙ্গে যে মানত ও স্বেচ্ছায়
দেওয়া অর্ঘ্য ছাড়া তোমরা তোমাদের নিরূপিত পর্বগুলিতে প্রভুর উদ্দেশে এই সমস্ত কিছু উৎসর্গ
করবে।’
৩০মোশী ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে সেই সমস্ত কথা জানালেন, যা প্রভু তাঁর কাছে আজ্ঞা
করেছিলেন।

মানত সংক্রান্ত বিধি-নিয়ম

২ মোশী ইস্রায়েল সন্তানদের গোষ্ঠীগুলোর নেতাদের বললেন: ‘প্রভু এই আজ্ঞা দিয়েছেন: ৩
কোন পুরুষ যদি প্রভুর উদ্দেশে মানত করে, বা শপথ করে ব্রতবন্ধনে নিজেকে আবদ্ধ করে, তবে
সে নিজের কথা লঙ্ঘন না করুক, নিজের মুখ থেকে যে সমস্ত কথা নির্গত হল, সেই অনুসারে
ব্যবহার করুক। ৪ কোন স্ত্রীলোক যদি যৌবনকালে নিজের পিতৃগৃহে বাস করার সময়ে প্রভুর
উদ্দেশে মানত করে ও ব্রতবন্ধনে নিজেকে আবদ্ধ করে, ৫ এবং তার পিতা যদি তার মানত, ও যা
দিয়ে সে নিজেকে আবদ্ধ করেছে, সেই ব্রতবন্ধনের কথা শুনে তাকে কিছু না বলে, তবে তার
সকল মানত বলবৎ থাকবে, এবং যা দিয়ে সে নিজেকে আবদ্ধ করেছে, সেই ব্রতবন্ধন বলবৎ
থাকবে। ৬ কিন্তু তার পিতা সেই সবকিছু শুনবার সময়ে যদি আপত্তি করে, তবে কোনও মানত, ও

যা দিয়ে সে নিজেকে আবদ্ধ করেছে, সেই ব্রতবন্ধন বলবৎ থাকবে না; তার পিতার আপত্তির
ভিত্তিতে প্রভু তাকে ক্ষমা করবেন। ৭ যদি সে মানতের অধীন হয়ে, বা যা দিয়ে সে নিজেকে
আবদ্ধ করেছে, এমনি মুখেই অধীন হয়ে কোন পুরুষের স্ত্রী হয়, ৮ এবং যদি তার স্বামী তা শুনতে
পেলেও শুনবার সময়ে তাকে কিছু না বলে, তবে তার মানত বলবৎ থাকবে, এবং যা দিয়ে সে
নিজেকে আবদ্ধ করেছে, সেই ব্রতবন্ধন বলবৎ থাকবে। ৯ কিন্তু শুনবার সময়ে যদি তার স্বামী
আপত্তি করে, তবে যে মানত করেছে, ও এমনি মুখেই যা দিয়ে নিজেকে আবদ্ধ করেছে, স্বামী তা
অকার্যকর করবে, আর প্রভু তাকে ক্ষমা করবেন। ১০ কিন্তু বিধবা বা স্বামী-পরিত্যক্তা স্ত্রীলোক যা
দিয়ে নিজেকে আবদ্ধ করেছে, সেই ব্রতের সমস্ত কথা তার জন্য বলবৎ থাকবে। ১১ সে যদি স্বামীর
ঘরে থাকাকালে মানত করে থাকে, বা শপথ করে নিজেকে ব্রতবন্ধনে আবদ্ধ করে থাকে, ১২ এবং
তার স্বামী তা শুনে আপত্তি না করে নিশ্চুপ হয়ে থাকে, তবে তার সমস্ত মানত বলবৎ থাকবে,
এবং যা দিয়ে সে নিজেকে আবদ্ধ করেছে, সেই সমস্ত ব্রতবন্ধন বলবৎ থাকবে। ১৩ কিন্তু শুনবার
সময়ে স্বামী যদি সেই সমস্ত অকার্যকর করে থাকে, তবে তার মানত ব্যাপারে ও তার ব্রতবন্ধন
ব্যাপারে তার ওষ্ঠ থেকে যে কথা নির্গত হয়েছিল, তা বলবৎ থাকবে না; তার স্বামী তা অকার্যকর
করেছে, আর প্রভু সেই স্ত্রীলোককে ক্ষমা করবেন। ১৪ স্ত্রীর প্রতিটি মানত ও প্রাণকে অবনমিত
করার প্রতিশ্রুতির উদ্দেশ্যে প্রতিটি শপথ তার স্বামী অকার্যকর করতেও পারে। ১৫ তার স্বামী যদি
পরদিন পর্যন্ত এবিষয়ে কিছুই না বলে, তবে সে তার সমস্ত মানত বা সমস্ত ব্রতবন্ধন বলবৎ করে;
শুনবার সময়ে নিশ্চুপ থাকাতেই সে তা বলবৎ করেছে। ১৬ কিন্তু তা শুনবার পর যদি কোন প্রকারে
স্বামী তা অকার্যকর করে, তবে স্ত্রীর অপরাধের দণ্ড সে-ই বহন করবে।' ১৭ পুরুষ ও স্ত্রী সংক্রান্ত,
এবং পিতা ও যৌবনকালে পিতৃগৃহে থাকা মেয়ে সংক্রান্ত এই সমস্ত বিধিই প্রভু মোশীকে আজ্ঞা
করলেন।

মিদিয়ানকে আক্রমণ

৩১প্রভু মোশীকে বললেন, ২ 'তুমি ইস্রায়েল সন্তানদের পক্ষে মিদিয়ানীয়দের প্রতিফল দাও;
এরপর তুমি তোমার পূর্বপুরুষদের সঙ্গে মিলিত হবে।' ৩ মোশী জনগণকে বললেন, 'তোমাদের
কয়েকজন লোক যুদ্ধের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করুক, ও মিদিয়ানকে প্রভুর প্রতিফল দেবার জন্য
মিদিয়ানের বিরুদ্ধে রণযাত্রা করুক। ৪ তোমরা ইস্রায়েল-গোষ্ঠীগুলোর প্রতিটি গোষ্ঠী থেকে এক এক
হাজার লোক যুদ্ধে পাঠাবে।' ৫ এইভাবে ইস্রায়েলের সহস্র সহস্রজনের মধ্যে এক একটি গোষ্ঠী
থেকে এক এক হাজার লোক মনোনীত হলে যুদ্ধের জন্য বারো হাজার লোক অস্ত্রসজ্জিত হল। ৬
মোশী এক একটি গোষ্ঠীর এক এক হাজার লোককে যুদ্ধে পাঠালেন, আর তাদের সঙ্গে পাঠালেন
এলেয়াজার যাজকের সন্তান ফিনেয়াসকে: তিনি পবিত্র দ্রব্যগুলো বইতেন ও তাঁর হাতে রণধ্বনির
জন্য তুরিগুলোও ছিল। ৭ তাই তারা মিদিয়ানের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করল—প্রভু যেমন মোশীকে
আজ্ঞা দিয়েছিলেন—এবং তাদের সকল পুরুষকে বধ করল। ৮ এমনকি, মিদিয়ানের রাজাদেরও
বধ করল: এবি, রেকেম, সূর, হুর ও রেবা, মিদিয়ানের এই পাঁচ রাজাকে বধ করল; বেয়োরের
সন্তান বালায়ামকেও তারা খড়্গের আঘাতে বধ করল। ৯ ইস্রায়েল সন্তানেরা মিদিয়ানের সকল
স্ত্রীলোক ও ছেলেমেয়েদের বন্দি করে নিয়ে গেল, এবং তাদের সমস্ত গবাদি পশু, সমস্ত
মেষ-ছাগের পাল ও সমস্ত সম্পত্তি লুট করে নিল; ১০ মিদিয়ানীয়েরা যে যে শহরে ও যে যে শিবিরে
বাস করত, সেই সমস্ত তারা পুড়িয়ে দিল; ১১ পরে লুটের মাল, এবং মানুষ কি পশু, কেড়ে নেওয়া

সমস্ত প্রাণী সঙ্গে করে ১২ তারা যেরিখোর এলাকায় যর্দনের ধারে মোয়াবের নিম্নভূমিতে মোশীর,
এলেয়াজার যাজকের ও ইস্রায়েল সন্তানদের গোটা জনমণ্ডলীর কাছে, শিবিরে, বন্দিদের, যুদ্ধে
কেড়ে নেওয়া সমস্ত প্রাণীকে ও যত লুটের মাল নিয়ে গেল।
১৩ মোশী, এলেয়াজার যাজক ও জনমণ্ডলীর সমস্ত নেতারা তাদের সঙ্গে দেখা করতে শিবিরের
বাইরে গেলেন। ১৪ যুদ্ধযাত্রা থেকে যে সেনাপতিরা ফিরে এসেছিল, তাদের উপরে, অর্থাৎ
সহস্রপতিদের ও শতপতিদের প্রতি মোশী ক্রুদ্ধ হলেন। ১৫ মোশী তাদের বললেন, 'তোমরা কি
সকল স্ত্রীলোককে বাঁচিয়ে রেখেছ? ১৬ দেখ, বালায়ামের উসকানিতে তারাই পেওর দেবের ব্যাপারে
ইস্রায়েল সন্তানদের প্রভুর প্রতি অবিশ্বস্ততা শিখিয়েছিল, যার ফলে প্রভুর জনমণ্ডলীতে মড়ক দেখা
দিয়েছিল। ১৭ তাই তোমরা এখন ছেলেমেয়েদের মধ্যে সমস্ত ছেলেদের বধ কর, এবং পুরুষের
সঙ্গে যত মেয়ের মিলন হয়েছে, সেই সকলকেও বধ কর; ১৮ কিন্তু পুরুষের সঙ্গে যে মেয়েদের
কখনও মিলন হয়নি, তাদের তোমাদের নিজেদের জন্য বাঁচিয়ে রাখ। ১৯ পরে তোমরা সাত দিন
শিবিরের বাইরে ছাউনি দিয়ে থাক, তোমাদের মধ্যে যে কেউ মানুষকে হত্যা করেছে ও কোন
মানুষের লাশ স্পর্শ করেছে, সকলে তৃতীয় ও সপ্তম দিনে নিজেদের ও নিজ নিজ বন্দিদের পাপমুক্ত
কর; ২০ যাবতীয় পোশাক, চামড়ার তৈরী যাবতীয় বস্তু, ছাগলোমের তৈরী যাবতীয় বস্তু ও কাঠের
তৈরী যাবতীয় বস্তুও পাপমুক্ত কর।'
২১ যারা যুদ্ধে গিয়েছিল, এলেয়াজার যাজক তাদের বললেন: 'এ হল বিধানের এমন বিধি, যা
স্বয়ং প্রভু মোশীকে আজ্ঞা করেছেন: ২২ সোনা, রুপো, ব্রঞ্জ, লোহা, রাং ও সীসা ২৩ ইত্যাদি যে
সকল দ্রব্য আগুনে নষ্ট হয় না, সেইসব আগুনের ভিতর দিয়ে চালাবে, আর তা শুচি হবে; তবু
শুচীকরণের জলেও তা পাপমুক্ত করতে হবে; আর যা কিছু আগুনে নষ্ট হয়, তা তোমরা জলের
ভিতর দিয়ে চালাবে; ২৪ সপ্তম দিনে তোমরা তোমাদের পোশাক ধুয়ে নেবে, তখন শুচি হবে;
পরে শিবিরে প্রবেশ করতে পারবে।'
২৫ প্রভু মোশীকে বললেন, ২৬ 'তুমি ও এলেয়াজার যাজক এবং জনমণ্ডলীর পিতৃকুলপতিরা যুদ্ধে
কেড়ে নেওয়া প্রাণীদের, অর্থাৎ বন্দি মানুষ ও পশুর সংখ্যা গণনা কর। ২৭ যুদ্ধে কেড়ে নেওয়া সেই
প্রাণীদের দুই অংশ করে, যে যোদ্ধারা যুদ্ধে গিয়েছিল, তাদের ও সমস্ত জনমণ্ডলীর মধ্যে তা ভাগ
ভাগ কর। ২৮ যে যোদ্ধারা যুদ্ধে গিয়েছে, তাদের কাছ থেকেই প্রভুর জন্য একটা অংশ নেবে:
অর্থাৎ মানুষ, গবাদি পশু, গাধা ও মেষ-ছাগ, এই সবগুলোর মধ্যে প্রতি পাঁচ পাঁচশ' প্রাণীর জন্য
একটা করে প্রাণী নেবে; ২৯ তাদের প্রাপ্য এই অর্ধেক অংশ থেকে নিয়ে তা প্রভুর জন্য বাঁচিয়ে
রাখা অংশরূপে এলেয়াজার যাজককে দেবে। ৩০ তুমি ইস্রায়েল সন্তানদের প্রাপ্য অর্ধেক অংশের
মধ্য থেকে মানুষ, গবাদি পশু, গাধা ও মেষ-ছাগ সমস্ত পশুর মধ্য থেকে পঞ্চাশ পঞ্চাশটা প্রাণীর
জন্য একটা করে প্রাণী নেবে, এবং প্রভুর আবাসের দায়িত্ব পালন করে যারা, তা সেই লেবীয়দের
দেবে।' ৩১ মোশীকে প্রভু যেমন আজ্ঞা দিলেন, মোশী ও এলেয়াজার যাজক তেমনি করলেন। ৩২
যোদ্ধারা যত লুটের মাল নিয়েছিল, সেইসব ছাড়া সেই কেড়ে নেওয়া প্রাণীগুলোর সংখ্যা ছিল
ছ'লক্ষ পঁচাত্তর হাজার মেষ-ছাগ, ৩৩ বাহাত্তর হাজার গবাদি পশু, ৩৪ একষট্টি হাজার গাধা, ৩৫ এবং
বত্রিশ হাজার মানুষ, অর্থাৎ এমন মেয়ে-মানুষ পুরুষের সঙ্গে যাদের কখনও মিলন হয়নি। ৩৬ তাই
যারা যুদ্ধযাত্রায় গিয়েছিল, তাদের প্রাপ্য অর্ধেক অংশের সংখ্যা হল তিন লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার
পাঁচশ'টা মেষ-ছাগ; ৩৭ সেই মেষ-ছাগ থেকে প্রভুর দেয় অংশ হল ছ'শো পঁচাত্তরটা মেষ-ছাগ; ৩৮

গবাদি পশু ছিল ছত্রিশ হাজার, সেগুলোর মধ্যে প্রভুর অংশ হল বাহাত্তরটা; ৩৯ গাধা ছিল ত্রিশ
হাজার পাঁচশ'টা, সেগুলোর মধ্যে প্রভুর অংশ হল একষট্টিটা; ৪০ মানুষ ছিল ষোল হাজার, তাদের
মধ্যে প্রভুর অংশ হল বত্রিশজন। ৪১ প্রভু মোশীকে যেমন আজ্ঞা দিলেন, সেই অনুসারে মোশী সেই
অংশ, অর্থাৎ প্রভুর জন্য বাঁচিয়ে রাখা অংশটা এলেয়াজার যাজককে দিলেন। ৪২ আর মোশী যে
অর্ধেক অংশ যোদ্ধাদের সঙ্গে ভাগ ভাগ করে ইস্রায়েল সন্তানদের দিয়েছিলেন, ৪৩ জনমণ্ডলীর সেই
অর্ধেক অংশ সংখ্যায় ছিল তিন লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার পাঁচশ'টা মেষ-ছাগ, ৪৪ ছত্রিশ হাজার গবাদি
পশু, ৪৫ ত্রিশ হাজার পাঁচশ'টা গাধা ৪৬ ও ষোল হাজার মানুষ। ৪৭ মোশী ইস্রায়েল সন্তানদের প্রাপ্য
সেই অর্ধেক অংশ থেকে মানুষের ও পশুর মধ্যে পঞ্চাশ পঞ্চাশটা প্রাণীর জন্য একটা করে প্রাণী
নিয়ে, প্রভুর আবাসের দায়িত্ব পালন করে যারা, তা সেই লেবীয়দের দিলেন, যেমন প্রভু মোশীকে
আজ্ঞা দিয়েছিলেন।

৪৮ সহস্র সহস্র সৈন্যের উপরে যাঁদের কর্তৃত্ব ছিল, সেই সহস্রপতিরা ও শতপতিরা মোশীর কাছে
এগিয়ে এলেন; ৪৯ তাঁরা মোশীকে বললেন, 'আমাদের অধীনে যত যোদ্ধারা ছিল, আপনার এই
দাসেরা তাদের সংখ্যা গণনা করেছি, তাদের মধ্যে একজনও অনুপস্থিত নয়। ৫০ এজন্য আমরা
প্রত্যেকে সোনার যত অলঙ্কার পেয়েছি, তা থেকে নূপুর, আঙটি, মাকড়ি, হার, সবই প্রভুর সামনে
আমাদের নিজেদের প্রায়শ্চিত্ত-রীতির জন্য প্রভুর উদ্দেশে অর্ঘ্যরূপে এনেছি।' ৫১ মোশী ও
এলেয়াজার যাজক তাঁদের কাছ থেকে সেই সোনা, শিল্পকর্মে তৈরী সেই অলঙ্কার নিলেন। ৫২
সহস্রপতিদের ও শতপতিদের বাঁচিয়ে রাখা সেই সমস্ত সোনা—যা তাঁরা প্রভুর উদ্দেশে নিবেদন
করেছিলেন—তা হল ষোল হাজার সাতশ' পঞ্চাশ শেকেল। ৫৩ প্রতিটি যোদ্ধা নিজ নিজ লুটের
মাল নিজেই রাখল। ৫৪ কিন্তু মোশী ও এলেয়াজার যাজক সহস্রপতিদের ও শতপতিদের কাছ
থেকে যে সোনা নিলেন, তা প্রভুর সামনে ইস্রায়েল সন্তানদের স্মৃতি-চিহ্নরূপে সাক্ষাৎ-তাঁবুতে
আনলেন।

যর্দনের পুব পারে দেশ-বণ্টন

৩২রূবেন-সন্তানদের ও গাদ-সন্তানদের পশুধনের পরিমাণ অনেকই ছিল; তারা যখন দেখল,
যাশের দেশ ও গিলেয়াদ দেশ পশুপালনেরই উপযুক্ত স্থান, ২ তখন গাদ-সন্তানেরা ও
রূবেন-সন্তানেরা এগিয়ে এসে মোশীকে, এলেয়াজার যাজককে ও জনমণ্ডলীর নেতাদের বলল, ৩
'আটারোৎ, দিবোন, যাশের, নিম্রা, হেস্‌বোন, এলেয়ালে, সেবাম, নেবো ও বেয়োন, ৪ এই যে
দেশগুলো প্রভু ইস্রায়েল জনমণ্ডলীর চোখের সামনে জয় করেছেন, পশুপালনের জন্য সেগুলো
উপযুক্ত দেশ, আর আপনার এই দাসেরা পশুপালনেরই মানুষ।' ৫ তারা আরও বলল, 'আমরা যদি
আপনার অনুগ্রহের পাত্র হয়ে থাকি, তবে আপনার দাসদের অধিকার-রূপে এই দেশ দেওয়া
হোক; যর্দনের ওপারে আমাদের নিয়ে যাবেন না।' ৬ মোশী গাদ-সন্তানদের ও রূবেন-সন্তানদের
বললেন, 'তবে কি তোমাদের ভাইয়েরা যুদ্ধ করতে যাবে, আর তোমরা এই জায়গায় বসে
থাকবে? ৭ প্রভুর দেওয়া দেশে পার হয়ে যেতে ইস্রায়েল সন্তানদের তোমরা কেন নিরাশ করছ? ৮
আমি যখন দেশ পরিদর্শন করতে কাদেশ-বার্নেয়া থেকে তোমাদের পিতাদের পাঠিয়েছিলাম,
তখন তারা ঠিক তাই করেছিল; ৯ তারা এস্কোল উপত্যকা পর্যন্ত গিয়ে দেশ পরিদর্শন করে প্রভুর
দেওয়া দেশে যেতে ইস্রায়েল সন্তানদের নিরাশ করেছিল। ১০ সেদিন প্রভুর ক্রোধ জ্বলে উঠলে
তিনি শপথ করে বলেছিলেন: ১১ "আমি আব্রাহামকে, ইসায়াককে ও যাকোবকে যে দেশভূমি দেব

বলে শপথ করেছি, মিশর থেকে আসা পুরুষদের মধ্যে কুড়ি বছর ও তার বেশি বয়সের কেউই
সেই দেশভূমি দেখতে পাবে না, কেননা তারা পূর্ণ বিশ্বস্ততার সঙ্গে আমার অনুসরণ করেনি; ১২
কেবল কেনিজীয় যেফুন্নির সন্তান কালেব ও নূনের সন্তান যোশুয়া তা দেখতে পাবে, কারণ তারাই
পূর্ণ বিশ্বস্ততার সঙ্গে প্রভুর অনুসরণ করেছে।" ১৩ তখন ইস্রায়েলের উপরে প্রভুর ক্রোধ জ্বলে
উঠল: তিনি এমনটি করলেন যে, প্রভুর দৃষ্টিতে যারা কুকর্ম করেছিল, সেই প্রজন্মের সকল মানুষ
মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত ইস্রায়েল চল্লিশ বছর ধরে মরুপ্রান্তরে উদ্দেশবিহীন ভাবে ঘুরে বেড়াল। ১৪
আর দেখ, ইস্রায়েলের উপরে প্রভুর ভয়ঙ্কর ক্রোধ আরও বাড়াবার জন্য, পাপিষ্ঠ জনগণের বংশ
যে তোমরা, তোমরা এখন তোমাদের পিতাদের জায়গায় উঠেছ! ১৫ কেননা তাঁকে আর অনুসরণ
না করে যদি তোমরা সরেই যাও, তবে তিনি আবার ইস্রায়েলকে মরুপ্রান্তরে ফেলে রাখবেন, তখন
তোমরা এই সমস্ত জনগণের বিনাশ ঘটাবে।'

১৬ কিন্তু তারা এগিয়ে এসে তাঁকে বলল, 'আমরা এইখানে আমাদের পশুদের জন্য ঘেরি ও
আমাদের ছেলেমেয়েদের জন্য শহর নির্মাণ করব। ১৭ তবু আমরা যে পর্যন্ত ইস্রায়েল সন্তানদের
তাদের নিরূপিত স্থানে না নিয়ে যাই, সেপর্যন্ত অস্ত্রসজ্জিত হয়ে তাদের আগে আগে চলব; এর
মধ্যে আমাদের ছেলেমেয়েরা দেশের অধিবাসীদের ভয়ে প্রাচীর-ঘেরা নগরে থাকবে। ১৮ ইস্রায়েল
সন্তানেরা প্রত্যেকেই যে পর্যন্ত নিজ নিজ উত্তরাধিকার দখল না করে, সেপর্যন্ত আমরা আমাদের
পরিবারের কাছে ফিরে আসব না। ১৯ যর্দনের ওপারে বা তার ওদিকে ওদের সঙ্গে আমাদের কোন
উত্তরাধিকার থাকবে না, কারণ যর্দনের এই পুবপারেই আমাদের উত্তরাধিকার মিলেছে।' ২০ মোশী
তাদের উদ্দেশ করে বললেন, 'তোমরা যদি তেমনিই কর, যদি অস্ত্রসজ্জিত হয়ে প্রভুর সামনে
যুদ্ধের জন্য এগিয়ে যাও, ২১ তিনি যে পর্যন্ত তাঁর শত্রুদের নিজের সামনে থেকে দেশছাড়া না
করেন, সেপর্যন্ত যদি তোমরা প্রত্যেকেই অস্ত্রসজ্জিত হয়ে প্রভুর সামনে যর্দন পার হও, ২২ এবং
দেশটি প্রভুর বশীভূত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা যদি ফিরে না আস, তবে প্রভুর ও ইস্রায়েলের কাছে
নির্দোষ হবে এবং প্রভুর সামনে এই দেশ তোমাদের অধিকারে থাকবে। ২৩ কিন্তু যদি তেমনি না
কর, তবে দেখ, তোমরা প্রভুর কাছে পাপ করবে; জেনে রেখ, তোমাদের পাপ তোমাদের
ধরবেই। ২৪ তাই তোমরা নিজ নিজ ছেলেমেয়েদের জন্য শহর, ও মেষ-ছাগের জন্য ঘেরি নির্মাণ
কর, কিন্তু নিজেদের মুখে যা প্রতিশ্রুত হয়েছ, সেইমত কর।'

২৫ গাদ-সন্তানেরা ও রূবেন-সন্তানেরা মোশীকে বলল, 'আমার প্রভু যা আজ্ঞা করলেন, আপনার
দাস আমরা তাই করব। ২৬ আমাদের ছেলেমেয়েরা, আমাদের স্ত্রী, আমাদের যত মেষ-ছাগ ও
আমাদের সমস্ত গবাদি পশু এইখানে এই গিলেয়াদের শহরগুলিতে থাকবে। ২৭ তবু আমার প্রভুর
কথামত আপনার এই দাসেরা অস্ত্রসজ্জিত হয়ে প্রত্যেকে প্রভুর সামনে যুদ্ধ করতে যাবে।'

২৮ তখন মোশী তাদের বিষয়ে এলেয়াজার যাজককে, নূনের সন্তান যোশুয়াকে ও ইস্রায়েল
সন্তানদের গোষ্ঠীগুলোর পিতৃকুলপতিদের আজ্ঞা দিলেন। ২৯ মোশী তাঁদের বললেন,
'গাদ-সন্তানেরা ও রূবেন-সন্তানেরা যুদ্ধের জন্য অস্ত্রসজ্জিত হয়ে প্রত্যেকে যদি তোমাদের সঙ্গে
প্রভুর সামনে যর্দন পার হয়, তবে দেশটি তোমাদের কাছে বশীভূত হওয়ার পর তোমরা গিলেয়াদ
দেশ তাদের অধিকার-রূপে দেবে। ৩০ কিন্তু যদি তারা অস্ত্রসজ্জিত হয়ে তোমাদের সঙ্গে পার না
হয়, তবে তারা তোমাদের মধ্যে কানান দেশেই অধিকার পাবে।' ৩১ গাদ-সন্তানেরা ও
রূবেন-সন্তানেরা উত্তরে বলল: 'প্রভু আপনার দাসদের যা বলেছেন, আমরা তাই করব: ৩২ আমরা

অস্ত্রসজ্জিত হয়ে প্রভুর সামনে কানান দেশে পার হয়ে যাব, কিন্তু আমাদের উত্তরাধিকারের স্বত্ব
যেন যর্দনের পুবপারেই স্থির থাকে।’
৩৩ তাই মোশী তাদের, অর্থাৎ গাদ-সন্তানদের, রূবেন-সন্তানদের ও যোসেফের সন্তান মানাসের
অর্ধেক গোষ্ঠীকে আমোরীয়দের রাজা সিহোনের রাজ্য ও বাশানের রাজা ওগের রাজ্য, সেই দেশ,
পরিসীমা সমেত সেখানকার যত শহর অর্থাৎ দেশের চতুর্দিকে অবস্থিত যত শহর দিলেন। ৩৪
গাদ-সন্তানেরা দিবোন, আটারোৎ, আরোয়ের, ৩৫ আটারোৎ-সোফান, যাশের, যগ্‌বেহা, ৩৬
বেথ্-নিম্রা ও বেথ্-হারান, এই সকল শহরকে প্রাচীর-ঘেরা করল ও পশুপালের জন্য ঘেরি তৈরি
করল। ৩৭ রূবেন-সন্তানেরা হেস্‌বোন, এলেয়ালে, কিরিয়াথাইম, ৩৮ নেবো ও বায়াল-মেয়োন—এ
শহরগুলোর নাম বদলি হল—এবং সিব্‌মা, এই সকল শহর নির্মাণ করে তাদের পুনর্নির্মিত
শহরগুলির জন্য অন্য নাম রাখল।
৩৯ মানাসের সন্তান মাখিরের সন্তানেরা গিলেয়াদে গিয়ে তা দখল করল, এবং সেখানকার
অধিবাসী আমোরীয়দের দেশছাড়া করল। ৪০ মোশী মানাসের সন্তান মাখিরকে গিলেয়াদ দিলেন,
আর সে সেখানে বাস করল। ৪১ মানাসের সন্তান যায়িরও গিয়ে সেখানকার গ্রামগুলো দখল করল,
ও সেগুলোর নাম ‘যায়িরের শিবির’ রাখল। ৪২ নোবাহ্ গিয়ে পল্লিগুলো সহ কেনাৎ দখল করল, ও
নিজের নাম অনুসারে তার নাম নোবাহ্ রাখল।

মিশর থেকে যর্দন পর্যন্ত যাত্রার ধাপগুলি

৩৩ইস্রায়েল সন্তানেরা যখন মোশী ও আরোনের পরিচালনায় নিজ নিজ সৈন্যশ্রেণী-ক্রমে মিশর
দেশ থেকে বেরিয়ে এল, তখন তাদের যাত্রার ধাপগুলির বিবরণ এই। ২ মোশী প্রভুর আজ্ঞায়
তাদের যাত্রার ধাপে ধাপে রওনা-স্থানগুলির বিবরণ লিখলেন; রওনা-স্থান ক্রমে তাদের যাত্রার
ধাপগুলির বিবরণ এই।
৩ তারা প্রথম মাসে, প্রথম মাসের পঞ্চদশ দিনে রাম্‌সেস থেকে রওনা হল: পাস্কার পরদিন
ইস্রায়েল সন্তানেরা মিশরীয়দের চোখের সামনে উত্তোলিত হাতে বের হল; ৪ একই সময়ে
মিশরীয়েরা, তাদের মধ্যে প্রভু যাদের আঘাত করেছিলেন, তাদের সেই প্রথমজাতদের কবর
দিচ্ছিল; প্রভু তাদের দেবতাদের উপরেও যোগ্য শাস্তি ডেকে এনেছিলেন।
৫ ইস্রায়েল সন্তানেরা রাম্‌সেস থেকে রওনা হয়ে সুক্কোতে শিবির বসাল। ৬ সুক্কোৎ থেকে রওনা
হয়ে এথামে শিবির বসাল, যা মরুপ্রান্তরের প্রান্তসীমায় অবস্থিত। ৭ এথাম থেকে রওনা হয়ে
পি-আহিরোতের দিকে ফিরল, যা বায়াল-সেফোনের সামনে, এবং মিগ্‌দোলের সামনে শিবির
বসাল। ৮ পি-আহিরোৎ থেকে রওনা হয়ে সমুদ্রের মধ্য দিয়ে মরুপ্রান্তরে প্রবেশ করল, এবং এথাম
প্রান্তরে তিন দিনের পথ এগিয়ে গিয়ে মারায় শিবির বসাল। ৯ মারা থেকে রওনা হয়ে এলিমে এসে
পৌঁছল; এলিমে বারোটা জলের উৎস ও সত্তরটা খেজুরগাছ ছিল; তারা সেইখানে শিবির বসাল।
১০ এলিম থেকে রওনা হয়ে লোহিত-সাগরের ধারে শিবির বসাল। ১১ লোহিত-সাগর থেকে রওনা
হয়ে সীন মরুপ্রান্তরে শিবির বসাল। ১২ সীন মরুপ্রান্তর থেকে রওনা হয়ে দপ্‌কাতে শিবির বসাল।
১৩ দপ্‌কা থেকে রওনা হয়ে আলুসে শিবির বসাল। ১৪ আলুস থেকে রওনা হয়ে রেফিদিমে শিবির
বসাল; সেখানে লোকদের জন্য খাবার জল ছিল না। ১৫ রেফিদিম থেকে রওনা হয়ে সিনাই
মরুপ্রান্তরে শিবির বসাল। ১৬ সিনাই মরুপ্রান্তর থেকে রওনা হয়ে কিব্রোৎ-হাত্তাবাতে শিবির বসাল।
১৭ কিব্রোৎ-হাত্তাবা থেকে রওনা হয়ে হাজেরোতে শিবির বসাল। ১৮ হাজেরোৎ থেকে রওনা হয়ে

রিৎমাতে শিবির বসাল। ১৯ রিৎমা থেকে রওনা হয়ে রিম্মোন-পেরেসে শিবির বসাল। ২০
রিম্মোন-পেরেস থেকে রওনা হয়ে লিব্‌নাতে শিবির বসাল। ২১ লিব্‌না থেকে রওনা হয়ে রিস্‌সাতে
শিবির বসাল। ২২ রিস্‌সা থেকে রওনা হয়ে কেহেলাথায় শিবির বসাল। ২৩ কেহেলাথা থেকে রওনা
হয়ে শেফের পর্বতে শিবির বসাল। ২৪ শেফের পর্বত থেকে রওনা হয়ে হারাদাতে শিবির বসাল।
২৫ হারাদা থেকে রওনা হয়ে মাখেলোতে শিবির বসাল। ২৬ মাখেলোৎ থেকে রওনা হয়ে তাহাতে
শিবির বসাল। ২৭ তাহাৎ থেকে রওনা হয়ে তেরাহে শিবির বসাল। ২৮ তেরাহ্‌ থেকে রওনা হয়ে
মিৎকাতে শিবির বসাল। ২৯ মিৎকা থেকে রওনা হয়ে হাস্‌মোনাতে শিবির বসাল। ৩০ হাস্‌মোনা
থেকে রওনা হয়ে মোসেরাতে শিবির বসাল। ৩১ মোসেরাৎ থেকে রওনা হয়ে বেনে-ইয়াকানে
শিবির বসাল। ৩২ বেনে-ইয়াকান থেকে রওনা হয়ে হোর্‌-গিদ্‌গাদে শিবির বসাল। ৩৩
হোর্‌-গিদ্‌গাদ থেকে রওনা হয়ে যট্‌বাথায় শিবির বসাল। ৩৪ যট্‌বাথা থেকে রওনা হয়ে আব্রোনায়
শিবির বসাল। ৩৫ আব্রোনা থেকে রওনা হয়ে এৎসিয়োন-গেবেরে শিবির বসাল।

৩৬ এৎসিয়োন-গেবের থেকে রওনা হয়ে সীন মরুপ্রান্তরে অর্থাৎ কাদেশে শিবির বসাল। ৩৭
কাদেশ থেকে রওনা হয়ে এদোম দেশের প্রান্তে অবস্থিত হোর্‌ পর্বতে শিবির বসাল। ৩৮ আরোন
যাজক প্রভুর আজ্ঞামত হোর্‌ পর্বতে গিয়ে উঠলেন; মিশর থেকে ইস্রায়েল সন্তানদের বেরিয়ে
আসার চত্বারিংশ বছরের পঞ্চম মাসে, সেই মাসের প্রথম দিনে তিনি সেইখানে মরলেন। ৩৯ হোর্‌
পর্বতে যখন আরোনের মৃত্যু হয়, তখন তাঁর বয়স একশ' তেইশ বছর। ৪০ কানান দেশে
নেগেব-নিবাসী কানান-বংশীয় আরাদের রাজা সংবাদ পেলেন যে, ইস্রায়েল সন্তানেরা আসছে।

৪১ তারা হোর্‌ পর্বত থেকে রওনা হয়ে সাল্‌মোনায় শিবির বসাল। ৪২ সাল্‌মোনা থেকে রওনা
হয়ে পুনোনে শিবির বসাল। ৪৩ পুনোন থেকে রওনা হয়ে ওবোতে শিবির বসাল। ৪৪ ওবোৎ থেকে
রওনা হয়ে মোয়াবের এলাকায় অবস্থিত ইয়ে-আবারিমে শিবির বসাল। ৪৫ ইয়ে থেকে রওনা হয়ে
দিবোন-গাদে শিবির বসাল। ৪৬ দিবোন-গাদ থেকে রওনা হয়ে আল্‌মোন-দিব্লাথাইমে শিবির
বসাল। ৪৭ আল্‌মোন-দিব্লাথাইম থেকে রওনা হয়ে নেবোর সামনে সেই আবারিম পর্বতমালায়
শিবির বসাল। ৪৮ আবারিম পর্বতমালা থেকে রওনা হয়ে যেরিখোর এলাকায় যর্দনের ধারে
মোয়াবের নিম্নভূমিতে শিবির বসাল। ৪৯ আর সেখানে, যর্দনের কাছে, বেথ্‌-ইয়েসিমোৎ থেকে
আবেল-সিত্তিম পর্যন্ত, মোয়াবের নিম্নভূমিতে শিবির বসিয়ে রইল।

৫০ যেরিখোর এলাকায় যর্দনের ধারে সেই মোয়াবের নিম্নভূমিতে প্রভু মোশীকে বললেন, ৫১
'ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে কথা বল; তাদের বল: তোমরা যখন যর্দন পার হয়ে কানান দেশে
এসে উপস্থিত হবে, ৫২ তখন তোমাদের সামনে থেকে সেই দেশ-অধিবাসীদের তাড়িয়ে দেবে,
তাদের সমস্ত প্রতিমা ভেঙে দেবে, ছাঁচে ঢালাই করা তাদের সমস্ত দেব-মূর্তি বিনাশ করবে, ও
তাদের সমস্ত উচ্চস্থান উচ্ছেদ করবে। ৫৩ তোমরা সেই দেশ অধিকার করে তারই মধ্যে বসতি
করবে, কেননা আমি সেই দেশ তোমাদের নিজেদের অধিকার-রূপে দিয়েছি। ৫৪ তোমরা গুলিবাঁট
ক্রমে নিজ নিজ গোত্র অনুসারে দেশটি ভাগ ভাগ করে নেবে; বড় গোত্রকে বড় উত্তরাধিকার
দেবে, ছোট গোত্রকে ছোট উত্তরাধিকার দেবে; যার অংশ যে স্থানে পড়ে, তার অংশ সেই স্থানে
হবে; তোমরা তোমাদের পিতৃগোষ্ঠী অনুসারে উত্তরাধিকার পাবে। ৫৫ কিন্তু যদি তোমরা তোমাদের
সামনে থেকে সেই দেশ-অধিবাসীদের তাড়িয়ে না দাও, তবে যাদের তোমরা থাকতে দেবে তারা
তোমাদের পক্ষে কাঁটা ও তোমাদের পাশে হুল স্বরূপ হয়ে থাকবে, এবং তোমাদের সেই বসতির

দেশে তোমাদের যন্ত্রণা দেবে। ৫৬ আমি তাদের প্রতি যা করতে সঙ্কল্প করেছি, তা তোমাদেরই প্রতি
করব।'

দেশের সীমানা

৩৪প্রভু মোশীকে বললেন, ২ 'ইস্রায়েল সন্তানদের এই আজ্ঞা দাও, তাদের বল: যখন তোমরা
কানান দেশে প্রবেশ করবে, তখন এই দেশ-ই উত্তরাধিকার-রূপে পাবে। যে দেশ পেতে যাচ্ছ,
তার চতুঃসীমানা অনুসারে সেই কানান দেশ এই: ৩ এদোমের কাছে অবস্থিত সীন মরুপ্রান্তর থেকে
তোমাদের দক্ষিণ অঞ্চল শুরু হবে; পুবদিকে লবণ-সাগরের প্রান্ত থেকেই তোমাদের দক্ষিণ
সীমানা শুরু হবে। ৪ তোমাদের সীমানা আক্রাব্বিম আরোহণ-পথের দক্ষিণদিকে ফিরে সীন পর্যন্ত
যাবে, ও সেখান থেকে কাদেশ-বার্নেয়ার দক্ষিণদিকে যাবে, এবং হাৎসার-আদারে এসে আস্‌মোন
পর্যন্ত যাবে। ৫ ওই সীমানা আস্‌মোন থেকে মিশরের নদীর দিকে ফিরে যাবে, এবং সমুদ্র পর্যন্ত
গিয়ে শেষ হবে। ৬ তোমাদের পশ্চিম সীমানা হিসাবে মহাসমুদ্রই রইল, এটিই তোমাদের পশ্চিম
সীমানা। ৭ তোমাদের উত্তর সীমানা এই: তোমরা মহাসমুদ্র থেকে হোর্‌ পর্বত পর্যন্ত একটা রেখা
টানবে, ৮ এবং হোর্‌ পর্বত থেকে হামাতের প্রবেশস্থান পর্যন্ত একটা রেখা টানবে; সেখান থেকে
সেই সীমানা সেদাদ পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। ৯ সেই সীমানা জিফ্রোন পর্যন্ত যাবে, ও হাৎসার-এনান
পর্যন্ত বিস্তৃত হবে: এটিই তোমাদের উত্তর সীমানা। ১০ পুব সীমানার জন্য তোমরা হাৎসার-এনান
থেকে শেফাম পর্যন্ত একটা রেখা টানবে। ১১ সেই সীমানা শেফাম থেকে আইন-এর পুবদিক হয়ে
রিব্লা পর্যন্ত নেমে যাবে; সেই সীমানা নেমে পুবদিকে কিন্নেরেথ্‌ হ্রদের তীর পর্যন্ত যাবে। ১২ সেই
সীমানা যর্দন দিয়ে যাবে, এবং লবণ-সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হবে; তার চতুঃসীমানা অনুসারে এই
হবে তোমাদের দেশ।'

গোষ্ঠীদের মধ্যে দেশ-বণ্টন

১৩ মোশী ইস্রায়েল সন্তানদের এই আজ্ঞা জানিয়ে বললেন, 'যে দেশ তোমরা গুলিবাঁট ক্রমে
অধিকার করে নেবে, প্রভু সাড়ে নয় গোষ্ঠীকে যে দেশ দিতে আজ্ঞা করেছেন, এ সেই দেশ। ১৪
কেননা নিজ নিজ পিতৃকুল অনুসারে রূবেন-সন্তানদের গোষ্ঠী, নিজ নিজ পিতৃকুল অনুসারে
গাদ-সন্তানদের গোষ্ঠী তাদের আপন উত্তরাধিকার পেয়ে গেছে, ও মানাসের অর্ধেক গোষ্ঠীও পেয়ে
গেছে। ১৫ যেরিখোর এলাকায় যর্দনের পুবপারে সূর্যোদয়ের দিকে সেই আড়াই গোষ্ঠী নিজ নিজ
উত্তরাধিকার পেয়েছে।'

১৬ প্রভু মোশীকে বললেন, ১৭ 'যারা তোমাদের মধ্যে দেশ ভাগ ভাগ করে দেবে, তাদের নাম
এই: এলেয়াজার যাজক ও নূনের সন্তান যোশুয়া; ১৮ তোমরা প্রতিটি গোষ্ঠী থেকে এক একজন
নেতাকেও দেশ বিভাগ করার জন্য নেবে। ১৯ তাদের নাম এই: যুদা গোষ্ঠীর পক্ষে যেফুন্নির সন্তান
কালেব; ২০ সিমেয়োন-সন্তানদের গোষ্ঠীর পক্ষে আম্মিহুদের সন্তান সামুয়েল; ২১ বেঞ্জামিন গোষ্ঠীর
পক্ষে কিস্‌লোনের সন্তান এলিদাদ; ২২ দান-সন্তানদের গোষ্ঠীর পক্ষে যগ্‌লির সন্তান নেতা বুক্কি;
২৩ যোসেফের সন্তানদের পক্ষে: মানাসে-সন্তানদের গোষ্ঠীর পক্ষে এফোদের সন্তান নেতা
হান্নিয়েল; ২৪ এফ্রাইম-সন্তানদের গোষ্ঠীর পক্ষে শিপ্টানের সন্তান নেতা কেমুয়েল; ২৫
জাবুলোন-সন্তানদের গোষ্ঠীর পক্ষে পার্নাকের সন্তান নেতা এলিসাফান; ২৬ ইসাখার-সন্তানদের
গোষ্ঠীর পক্ষে আজ্জানের সন্তান নেতা পাল্‌টিয়েল; ২৭ আসের-সন্তানদের গোষ্ঠীর পক্ষে সেলোমির
সন্তান নেতা আহিহুদ; ২৮ নেফ্‌তালি-সন্তানদের গোষ্ঠীর পক্ষে আম্মিহুদের সন্তান নেতা পেদাহেল।'

২৯ এরাই সেই ব্যক্তি, কানান দেশ ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে নানা উত্তরাধিকারে ভাগ ভাগ করে দিতে প্রভু যাদের আজ্ঞা করলেন।

লেবীয়দের প্রাপ্য শহরগুলো

৩৫প্রভু মোয়াবের নিম্নভূমিতে যেরিখোর এলাকায় যর্দনের কাছে মোশীকে আরও বললেন, ২ 'তুমি ইস্রায়েল সন্তানদের আজ্ঞা দেবে, যেন তারা নিজ নিজ অধিকৃত অংশ থেকে বাস করার জন্য কতগুলো শহর লেবীয়দের দেয়; সকল শহরের সঙ্গে তোমরা চারদিকের চারণভূমিও লেবীয়দের দেবে। ৩ সেই সকল শহর হবে আবাস-স্থান, এবং শহরগুলোর চারণভূমি হবে তাদের পশু, সম্পত্তি ও সমস্ত প্রাণীদের জন্য। ৪ তোমরা শহরগুলোর যে সকল চারণভূমি লেবীয়দের দেবে, তার পরিমাপ হবে নগর-প্রাচীর থেকে চতুর্দিকে এক হাজার হাত। ৫ তোমরা শহরের বাইরে তার পুব সীমানা দু'হাজার হাত, দক্ষিণ সীমানা দু'হাজার হাত, পশ্চিম সীমানা দু'হাজার হাত ও উত্তর সীমানা দু'হাজার হাত পরিমাপ করবে; মধ্যস্থলে শহরটি থাকবে। তাদের জন্য সেটিই হবে তাদের শহরগুলির চারণভূমি। ৬ তোমরা লেবীয়দের যে যে শহর দেবে, সেগুলোর মধ্যে ছ'টা হবে আশ্রয়-নগর; সেগুলো তোমরা নিরূপণ করবে, যেন সেইখানে গিয়ে নরঘাতক রক্ষা পেতে পারে; এই শহরগুলো ছাড়া তোমরা আরও বিয়াল্লিশটা শহর লেবীয়দের দেবে। ৭ সবসমেত আটচল্লিশটা শহর ও সেগুলোর চারণভূমি লেবীয়দের দেবে। ৮ ইস্রায়েল সন্তানদের অধিকার থেকে সেই সকল শহর দিতে গিয়ে তোমরা যাদের বেশি শহর আছে তাদের কাছ থেকে বেশি শহর নেবে, ও যাদের কম শহর আছে, তাদের কাছ থেকে কম শহর নেবে; প্রতিটি গোষ্ঠী তার পাওয়া উত্তরাধিকার অনুপাতেই কতগুলো শহর লেবীয়দের দেবে।'

নরঘাতকদের জন্য আশ্রয়নগর

৯ প্রভু মোশীকে বললেন, ১০ 'ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে কথা বল; তাদের বল: যখন যর্দন পার হয়ে কানান দেশে এসে উপস্থিত হবে, ১১ তখন কয়েকটা শহর নিরূপণ করবে, যেন সেগুলো তোমাদের আশ্রয়-নগর হয়; যে কেউ পূর্ণ সচেতন না হয়ে কারও প্রাণনাশ করে, এমন নরঘাতক যেন সেখানে গিয়ে রক্ষা পেতে পারে। ১২ তাই সেই সকল শহর রক্তের প্রতিফলদাতার হাত থেকে রক্ষা পাবার উদ্দেশ্যে তোমাদের আশ্রয়স্থান হবে, যেন নরঘাতক বিচারের জন্য জনমণ্ডলীর সামনে উপস্থিত হওয়ার আগে মারা না পড়ে। ১৩ তাই তোমরা যে যে শহর দেবে, সেগুলোর মধ্যে ছ'টা হবে আশ্রয়-নগর। ১৪ যর্দনের পুবপারে তোমরা তিনটে শহর ও কানান দেশে তিনটে শহর দেবে: সেগুলো আশ্রয়-শহর হবে।

১৫ ইস্রায়েল সন্তানদের জন্য, এবং তাদের মধ্যে প্রবাসী ও বিদেশীর জন্য এই ছ'টা শহর আশ্রয়-নগর হবে, যেন কেউ পূর্ণ সচেতন না হয়ে মানুষকে হত্যা করলে সেখানে গিয়ে রক্ষা পেতে পারে। ১৬ কিন্তু যদি কেউ লোহার অস্ত্র দিয়েই কাউকে এমন আঘাত করে যে, তার ফলে তার মৃত্যু ঘটে, তবে সেই লোক নরঘাতক: নরঘাতকের প্রাণদণ্ড হবেই। ১৭ যা দিয়ে মৃত্যু ঘটানো যায়, এমন পাথর হাতে নিয়ে যদি সে কাউকে আঘাত করে, ও তার ফলে তার মৃত্যু হয়, তবে সে নরঘাতক: নরঘাতকের প্রাণদণ্ড হবেই। ১৮ কিংবা যা দিয়ে মৃত্যু ঘটানো যায়, এমন কোন কাঠের বস্তু হাতে নিয়ে যদি সে কাউকে আঘাত করে, আর তার ফলে তার মৃত্যু হয়, তবে সে নরঘাতক: নরঘাতকের প্রাণদণ্ড হবেই। ১৯ রক্তের প্রতিফলদাতাই নরঘাতকের মৃত্যু ঘটাবে; তার দেখা পেলেই তাকে বধ করবে।

২০ যদি হিংসার বশে কেউ কাউকে ধাক্কা দেয়, কিংবা পূর্বসঙ্কল্প নিয়ে তার উপর অস্ত্র ছোড়ে ও
তার ফলে তার মৃত্যু হয়; ২১ কিংবা শত্রুতা করে যদি কেউ কাউকে নিজের হাতে আঘাত করে ও
তার ফলে তার মৃত্যু হয়, তবে যে তাকে আঘাত করেছে, তার প্রাণদণ্ড হবেই; সে নরঘাতক:
রক্তের প্রতিফলদাতা তার দেখা পেলেই সেই নরঘাতককে বধ করবে। ২২ কিন্তু যদি শত্রুতা ছাড়া
হঠাৎ কেউ কাউকে ধাক্কা দেয়, কিংবা পূর্বসঙ্কল্প না করে তার গায়ে অস্ত্র ছোড়ে, ২৩ কিংবা যা দিয়ে
মৃত্যু ঘটানো যায়, এমন পাথর কারও উপরে না দেখে ফেলে, আর তার ফলেই তার মৃত্যু হয়,
অথচ সে তার শত্রু ছিল না, তার অমঙ্গলও ঘটাবার চেষ্টায় ছিল না, ২৪ তবে জনমণ্ডলী সেই
নরঘাতক ও প্রতিফলদাতার ব্যাপারে এই সকল বিচারমতে বিচার করবে: ২৫ জনমণ্ডলী রক্তের
প্রতিফলদাতার হাত থেকে সেই নরঘাতককে উদ্ধার করবে, এবং সে যেখানে গিয়ে রক্ষা
পেয়েছিল, তার সেই আশ্রয়-নগরে জনমণ্ডলী তাকে আবার পৌঁছিয়ে দেবে, আর যে পর্যন্ত পবিত্র
তেলে অভিষেকপ্রাপ্ত মহাযাজকের মৃত্যু না হয়, সেপর্যন্ত সে সেই শহরে থাকবে। ২৬ কিন্তু সেই
নরঘাতক যে আশ্রয়-নগরে গিয়ে রক্ষা পেয়েছিল, কোন সময়ে যদি তার সীমার বাইরে যায়, ২৭
এবং রক্তের প্রতিফলদাতা আশ্রয়-নগরের সীমার বাইরে তাকে পায়, তবে সেই রক্তের
প্রতিফলদাতা তাকে বধ করলেও রক্তপাতের অপরাধে অপরাধী হবে না; ২৮ কেননা মহাযাজকের
মৃত্যু পর্যন্ত নিজের আশ্রয়-নগরে থাকাই তার উচিত ছিল; কিন্তু মহাযাজকের মৃত্যু হলে পর সেই
নরঘাতক নিজের অধিকার-ভূমিতে ফিরে যেতে পারবে। ২৯ তোমাদের পুরুষানুক্রমে তোমাদের
সকল বাসস্থানে এই সমস্ত তোমাদের পক্ষে বিচার-বিধি হবে।

৩০ যে ব্যক্তি কোন লোককে হত্যা করে, সেই নরঘাতককে সাক্ষীদের কথার ভিত্তিতেই হত্যা করা
হবে; কিন্তু কোন লোকের বিরুদ্ধে একজনমাত্র সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রাণদণ্ডের জন্য গ্রাহ্য হবে না। ৩১
প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত নরঘাতকের প্রাণের জন্য তোমরা কোন মুক্তিমূল্য গ্রহণ করবে না, কেননা তার
প্রাণদণ্ড আবশ্যক। ৩২ যে কেউ নিজের আশ্রয়-নগরে গিয়ে রক্ষা পেয়েছে, সে যেন যাজকের মৃত্যুর
আগে আবার দেশে ফিরে গিয়ে বাস করতে পারে, এজন্য তোমরা তার জন্যও কোন মুক্তিমূল্য
গ্রহণ করবে না। ৩৩ তোমরা তোমাদের বসতির দেশ অপবিত্র করবে না, কেননা রক্ত দেশকে
অপবিত্র করে, এবং সেখানে যে রক্তপাত করে, তার জন্য রক্তপাতীর রক্তপাত ছাড়া দেশের
প্রায়শ্চিত্ত হতে পারে না। ৩৪ তোমরা যে দেশ অধিকার করতে যাচ্ছ ও যার মধ্যে আমি নিজে বাস
করব, তোমরা তা অশুচি করবে না; কেননা আমি প্রভু, যিনি ইস্রায়েল সন্তানদের মাঝে বসবাস
করেন।'

স্ত্রীর প্রাপ্য উত্তরাধিকার

৩৬যোসেফ-সন্তানদের গোত্রগুলোর মধ্যে মানাসের পৌত্র মাখিরের পুত্র গিলেয়াদের সন্তানদের
গোত্রের পিতৃকুলপতিরা এসে মোশী ও নেতাদের সামনে, ইস্রায়েল সন্তানদের পিতৃকুলপতিদের
সামনে, কথা বললেন। ২ এঁরা বললেন, 'প্রভু গুলিবাঁট ক্রমে উত্তরাধিকার-রূপে ইস্রায়েল সন্তানদের
কাছে দেশ দিতে আমার প্রভুকে আজ্ঞা করেছেন, এবং আপনি প্রভুর কাছ থেকে আজ্ঞা পেয়েছেন,
যেন আমাদের ভাই সেলফ্হাদের উত্তরাধিকার তাঁর মেয়েদের দেওয়া হয়। ৩ কিন্তু ইস্রায়েল
সন্তানদের অন্য কোন গোষ্ঠীর মধ্যে কারও সঙ্গে যদি তাদের বিবাহ হয়, তবে আমাদের পৈতৃক
উত্তরাধিকার থেকে তাদের উত্তরাধিকার কাটা হবে, ও যে গোষ্ঠীতে তাদের গ্রহণ করা হবে, সেই
গোষ্ঠীর উত্তরাধিকারে তা যুক্ত হবে; এইভাবে তা আমাদের উত্তরাধিকারের অংশ থেকে কাটা

হবে। ৪ আর যখন ইস্রায়েল সন্তানদের জুবিলী-বর্ষ উপস্থিত হবে, সেসময়ে যাদের মধ্যে তাদের
গ্রহণ করা হয়েছে, সেই গোষ্ঠীর উত্তরাধিকারে তাদের উত্তরাধিকার যুক্ত হবে; এইভাবে আমাদের
পিতৃগোষ্ঠীর উত্তরাধিকার থেকে তাদের উত্তরাধিকার কাটা হবে।' ৫ মোশী প্রভুর কথা অনুসারে
ইস্রায়েল সন্তানদের এই আজ্ঞা দিলেন; তিনি বললেন: যোসেফ-সন্তানদের গোষ্ঠী ঠিকই বলছে।
৬ প্রভু সেলফ্‌হাদের মেয়েদের ব্যাপারে এই আজ্ঞা করছেন, তারা যাকে বেছে নেবে, তাকে বিবাহ
করতে পারবে; কিন্তু কেবল নিজেদের পিতৃগোষ্ঠীর কোন গোত্রের মধ্যেই বিবাহ করবে। ৭
এইভাবে ইস্রায়েল সন্তানদের উত্তরাধিকার এক গোষ্ঠী থেকে অন্য গোষ্ঠীর হাতে যাবে না;
ইস্রায়েল সন্তানেরা প্রত্যেকে যে যার পিতৃগোষ্ঠীর উত্তরাধিকার-ভুক্ত থাকবে। ৮ ইস্রায়েল সন্তানেরা
প্রত্যেকে যেন নিজ নিজ পৈতৃক উত্তরাধিকার ভোগ করে, এজন্যই ইস্রায়েল সন্তানদের কোন
গোষ্ঠীর মধ্যে অধিকারিণী প্রত্যেকটি মেয়ে নিজ পিতৃগোষ্ঠীয় গোত্রের মধ্যে কোন এক পুরুষের স্ত্রী
হবে। ৯ এইভাবে উত্তরাধিকার এক গোষ্ঠী থেকে অন্য গোষ্ঠীর হাতে যাবে না, কারণ ইস্রায়েল
সন্তানদের প্রত্যেকটি গোষ্ঠী যে যার উত্তরাধিকার-ভুক্ত থাকবে।'

১০ প্রভু মোশীকে যেমন আজ্ঞা দিলেন, সেলফ্‌হাদের মেয়েরা তেমনি কাজ করল; ১১ তাই
মাহ্‌লা, তির্সা, হগ্‌লা, মিল্কা ও নোয়া, সেলফ্‌হাদের এই মেয়েরা তাদের পিতার ভাইদের
ছেলেদের সঙ্গে বিবাহিতা হল। ১২ যোসেফের ছেলে মানাসের ছেলেদের গোষ্ঠীর মধ্যে তাদের
বিবাহ হল, আর তাই তাদের উত্তরাধিকার তাদের পিতৃগোষ্ঠীর গোত্রে থাকল।

১৩ এই হল সেই সকল আজ্ঞা ও বিচার-আদেশ, যা প্রভু যেরিখোর এলাকায় যর্দনের ধারে
মোয়াবের নিম্নভূমিতে মোশীর মধ্য দিয়ে ইস্রায়েল সন্তানদের দিলেন।